হোমিওপ্যাথিক

সহজ-চিকিৎসা।



দ্বিতীয় সংস্করণ।



১১ নং বন্‌ফিল্ডস্‌ লেন, বড়বাজার হইতে

শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য কোং

কর্ত্তৃক প্রকাশিত।



কলিকাতা,

কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট, স্থর প্রেসে,

শ্রীহরিমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত।



১৩১২।

মূল্য ॥৵৹ দশ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

সহজ-চিকিৎসা।

হোমিওপ্যাথি কি ?

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা লিখিবার পূর্ব্বে অগ্রে হোমিও-প্যাথি বিষয়টী কি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। এলোপাথি, কবিরাজী প্রভৃতি চিকিৎসার ন্যায় ইহাও একটী চিকিৎসা শাস্ত্র। ইহাকে বাঙ্গলা ভাষায় "সদৃশবিধান চিকিৎসা" বলিয়া নাম করণ করা হইয়াছে। ইহার অর্থ এইরূপ ; মনে করুন, আমি সুস্থ শরীরে খানিকটা কর্পূর সেবন করাতে আমার শরীরে ভেদ বমন, কম্পন প্রভৃতি কতকগুলি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল, আমি সেই লক্ষণগুলি একে একে লিখিয়া রাখিলাম বা কেহ সেই সেই লক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তারপর, আমার একদা ভেদ বমন ও কম্পন লক্ষণ বা পীড়া উপস্থিত হইল এই সময়ে আমি কর্পূর সেবন করি নাই, অথচ এইরূপ লক্ষণ বা পীড়া প্রকাশ পাইল—অর্থাৎ ভেদ বমন রোগ উপস্থিত হইল। আমরা মিলাইয়া দেখিলাম কর্পূর সেবন জনিত লক্ষণের সঙ্গে এই পীড়ার অনেক সাদৃশ্য ভাব আছে অথচ কর্পূর, সেবন জন্য এ রোগ উৎপন্ন হয় নাই ; আমরা এই আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ভাব দেখিয়া, যদি অল্প মাত্রায় কর্পূর সেবন করতঃ ঐ পীড়া নিরাময় করি তবে উহাকে "সদৃশ

চিকিৎসা বা হোমিওপ্যাথি” বলিব। অনেকে বলেন—শরীরের কোনও স্থান দগ্ধ হইয়া গেলে পুনর্ব্বার সেই স্থান দহন করাইয়া দিবার নিয়মকে হোমিওপ্যাথি বা “বিষস্য বিষমৌষধম্” কহে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হোমিওপ্যাথি—তাহাকে বলেনা। তাহার নাম (আইসোপ্যাথি)—আমাদের তাহা এখানে আলোচ্য নহে।

হোমিওপ্যাথির জন্ম।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্ম্মাণী দেশে সামুয়েল হানিমান নামক মহাত্মা এই নূতন চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুস্থ শরীরে কুইনাইন সেবন করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার কম্পজ্বর হইল; আবার ঐ কুইনাইনে, কম্পজ্বর আরাম হইতে দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতেই তিনি এই অভিনব চিকিৎসা প্রণালী উদ্ভাবন করেন।

তাঁহার নিজের ও শিষ্যবর্গের সুস্থ শরীরে বিবিধ ঔষধ সেবন করিয়া যে যে লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া ছিল তাহা গ্রন্থাকারে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। (এবং এখনও পর্য্যন্ত বহুবিধ ঔষধের ঐরূপ পরীক্ষা হইতেছে)। যে পুস্তকে ইহাদের গুণ সকল লিখিত আছে, সেই পুস্তককে “হোমিওপ্যাথিক মেটিরিয়া মেডিকা” বা ঔষধের গুণ অর্থাৎ ভৈষজ্যতত্ত্ব কহে।

উক্ত মহাত্মা ১৭৫৫ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৪৩ খৃঃ ন্বরলীলা পরিত্যাগ করেন।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কি ?

এলোপ্যাথিক এবং কবিরাজী চিকিৎসায় যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয় হোমিওপ্যাথিতেও সেই সকল ও অন্যান্য দুই চারিটী নূতন ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে প্রস্তুত প্রণালীর বিভিন্নতা অনুসারে আকার, শক্তি ও বর্ণের তারতম্য ঘটে।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রধান তিন প্রকারে বিভক্ত; প্রথম আরক, দ্বিতীয় বটিকা, তৃতীয় চূর্ণ।

আরক বা টীংচার।—বৃক্ষ লতা প্রভৃতি এলকোহাল বা সুরাসারে ভিজাইয়া এই আরক বা (মাদার টিংচার) প্রস্তুত করিতে হয়; এই অমিশ্র আরকের এক ফোটা লইয়া উহাতে নয় ফোটা এলকোহল মিশাইয়া অন্ততঃ ৬০ বার নাড়িলে যে ঔষধ হইল, উঁহাকে সেই ঔষধের প্রথম দশমিকক্রম, বা ডাই-লিউশন বা শক্তি কহে। (ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী প্রভৃতি আমাদের "মেটিরিয়া মেডিকায়" সরল ভাষায় শীঘ্র লিখিত হইবে), যদি অমিশ্র আরক একবিন্দু এবং ৯৯ বিন্দু এলকোহল মিশ্রিত করা যায় তবে তাহাকে শততমিক ক্রম কহে, ঐ শততমিকের এক বিন্দু লইয়া, উহাতে ৯৯ অংশ এল্‌কোহল মিশাইলে দ্বিতীয় শততমিক ক্রম প্রস্তুত হয়, এবং ঐক বিন্দু দশমিকের ঔষধে ৯ অংশ এল্‌কোহাল মিশাইলে উহা ২য় দশমিক ক্রম হইয়া থাকে, এইরূপ দশমিক্ বা শততমিক ক্রম যত ইচ্ছা তত করা যাইতে পারে। সচরাচর ৬, ১২, ৩০, ২০০; প্রভৃতি ক্রমব্যবহার

হয়। এই নিয়ম সাধারণ মাত্র কিন্তু ইহার বিশেষ বিশেষ নিয়ম আছে।

বটিকা। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জার্ম্মাণি হইতে আনীত হইয়া হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয়ে বিক্রয়ার্থ থাকে, যখন যে ঔষধের বটিকা প্রয়োজন হয়, সেই ঔষধে ঐ বটিকা ভিজাইয়া লইতে হয়। ইহারা বিশুদ্ধ দুগ্ধ শর্করা দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বালক বালিকাদিগের পক্ষে, পুরাতন পীড়ায় ও বিদেশ ভ্রমণ কালে সঙ্গে রাখিবার জন্য বটিকা দ্বারা বড় সুবিধা হয়। ছোট বড় নানাপ্রকারের বটিকা আছে।

চূর্ণ বা ট্রাইটুরেশন—যে সকল ঔষধ অতিশয় কঠিন এবং সহজে সুরাসারে দ্রব হয় না, (যেমন স্বর্ণ, কয়লা, বালি প্রভৃতি) তাহাদের উত্তমরূপে মাড়িয়া লইতে হয়। ১ গ্রেণ ঔষধে ৯ গ্রেণ দুগ্ধ শর্করা দিয়া কয়েক ঘণ্টা পেষণ করিলে প্রথম দশমিক ক্রমের চূর্ণ প্রস্তুত হয়। এইরূপে যত ইচ্ছা তত ক্রমের চূর্ণ প্রস্তুত করা যায়।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা।

পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে এক বিন্দু আরক এক কাঁচ্চা পরিস্রুত জলে (পরিস্রুত জল বলিলে ফিলটার জল বুঝায়, পল্লীগ্রামে জল উষ্ণ করিয়া সাদা ব্লটিং পেপার দিয়া ছাঁকিয়া লইলেই চলে) মিশাইয়া রোগ বুঝিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক এক মাত্রা দিতে হয়। পূর্ণবয়স্কদিগের জন্য এক বিন্দু, বালকদিগের—তিন হইতে চৌদ্দ বৎ-

সর পর্য্যন্ত—পক্ষে অর্দ্ধবিন্দু এবং শিশুদিগের—তিন বৎসরের ন্যূন বয়স্কদিগের—জন্য এক তৃতীয়াংশ ব্যবস্থা করা উচিত। ঔষধের ফোটা ঢালিবার জন্য বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত; বাম হস্তে ঔষধ পূর্ণ শিশি ধরিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ছিপিটি ঐ শিশির মুখে আড়ভাবে সংলগ্ন করিয়া ইচ্ছামত ফোটা ফেলিতে হইবে, দুই এক ফোটার স্থলে অধিক বিন্দু পড়িয়া যাইলে, তৎক্ষণাৎ সে ঔষধ ফেলিয়া দেওয়া উচিত। ক্রমে ক্রমে ফোটা ফেলা অভ্যস্ত হইয়া যায়।

ঔষধ বড় বড়ি হইলে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে একটি, বালকের পক্ষে তাহার অর্দ্ধেক। শিশুর পক্ষে এক তৃতীয় ভাগ ক্ষুদ্র বটিকা (গ্লোবিউল হইলে শিশুর পক্ষে একটি, বালকের পক্ষে দুইটি এবং যুবার পক্ষে চারিটি। এই বটিকা জিহ্বার অগ্রে দিলে আপনা-আপনি লালার সহিত মিশিয়া যায় ঔষধে হাত দেওয়া উচিত নহে। ঔষধ চূর্ণাকার হইলে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে এক গ্রেণ, বালকের পক্ষে অর্দ্ধ গ্রেণ এবং শিশুর পক্ষে এক তৃতিয়াংশ গ্রেণ ব্যবস্থা করা যায়। গন্ধবিহীন কাচের বা পরিষ্কার চিনে মাটির পাত্রে সেবনার্থ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখা উচিত।

কম ঔষধ উপকারী কেন।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধের মাত্রা অতি ক্ষুদ্রতম বা সূক্ষ্ম হইলেও উহার গুণ ক্ষুদ্র হয় না। ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাদি এরূপ পুস্তকে লিখিত হইতে পারে না। অল্প মাত্রায় কেন কার্য্য করে ইহার

অনেক কারণ আছে। ঔষধের প্রয়োগ, প্রস্তুত প্রণালী প্রভৃতিতে পদার্থের গুণের তার তম্য ঘটে। তীব্র প্রুসিক এসিডের অদৃশ্য বাষ্পাকার পরমাণু আমাদের নিশ্বাস পথে প্রবেশ করিবামাত্র মৃত্যু ঘটে। ম্যালেরিয়া জ্বর, উপদংশ এই সকল পীড়ার বীজ কত সুক্ষ্ম অদ্যাপি কেহ নিরাকরণ করিতে পারেন নাই, অনুবীক্ষণ যন্ত্র সাহায্যেও জানা যায় নাই। কিন্তু অনন্তঃ হেতু কার্য্যকারিতায় ব্যাঘাত ঘটে না। আর এক কথা—পীড়িত শরীর অল্প কারণেই পীড়িত হয়; দগ্ধ হস্ত অগ্নির অল্প উত্তাপেই তাপ অনুভব করে। প্রদাহ যুক্ত চক্ষু সূর্য্যের অল্প আলোক ও সহ্য করিতে পারে না। এই সকল তত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিতে হইলে "সদৃশ বিধান তত্ত্ব" নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

পীড়ার ঔষধ ঠিক করা।

প্রত্যেক পীড়ার চিকিৎসা স্থলে আমরা কতগুলি ঔষধের লক্ষণ প্রদান করিলাম। পীড়ার চিকিৎসা করিতে হইলে, সর্ব্বাগ্রে পীড়ার সমস্ত লক্ষণ সংগ্রহ করিয়া তৎপরে ঔষধের লক্ষণের সহিত সেইগুলি উত্তমরূপে মিলাইতে হইবে। যে ঔষধের লক্ষণের সহিত রোগ লক্ষণের অধিকাংশ মিলিবে, সেই রোগের সেই ঔষধ ঠিক জানিতে হইবে, তার পর যদি সেই ঔষধে কার্য্য না করে, তবে অন্য আর একটি ব্যবস্থা করিতে হইবে। একটি ঔষধে পীড়ার অনেক কম হইল; কিন্তু অবশিষ্ট কতকগুলি লক্ষণ আর যাইতেছে না দেখিলে, অন্য আর একটি ঔষধ দিতে হইবে; অথবা সেই ঔষধের ডাইলিউসন বা ক্রমের পরিবর্ত্তন করিয়া দিতে হইবে।

হোমিওপ্যাথির দুইটি ঔষধ এক সময়ে দেওয়া যায় না বা দুইটি ঔষধ মিশাইয়া দেওয়া উচিত নহে। তবে রোগের যে যে লক্ষণে স্পষ্ট করিয়া লেখা থাকিবে যে, এই এই লক্ষণে অমুক ঔষধের সহিত অমুক ঔষধ পর্য্যায় ক্রমে বা পর পর দেওয়া উচিত, সেখানে পৃথক পৃথক পাত্রে, দুইটি ঔষধ প্রস্তুত করিয়া, নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর অর্থাৎ পর্য্যায়ক্রমে একটির পর একটি দিতে পারা যায়।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বিষয়ে সতর্কতা।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সকল পরিষ্কার, গন্ধ বিহীন বাক্সে স্থানে রাখা উচিত। বাটীর মধ্যে যে ঘরটি শুষ্ক বা অধিক রৌদ্রের তাপ না লাগে বা যেখানে কোন প্রকার উগ্র গন্ধ (কর্পূর, টার্পিন প্রভৃতি তীব্র গন্ধ) থাকে, সেখানে এই ঔষধ রাখা উচিত নহে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স খুলিয়া তামাকুর ধূম পান করা বিধেয় নহে। কোন বিশ্বস্ত হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় হইতে ঔষধ ক্রয় করা উচিত, এই ঔষধের বহুবিধ প্রকারে কৃত্রিমতা দেখা যায়; আবার অনেক ঔষধালয়ের কম্পাউণ্ডার প্রভৃতির অজ্ঞানতা বশতঃ সেইরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ঔষধের বিশুদ্ধতার উপর রোগের আরোগ্য নির্ভর করে; এজন্য অকৃত্রিম ঔষধ ব্যবহার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

দোষঘ্ন ঔষধ।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার কালে ঔষধ সেবন জন্য পীড়ার বৃদ্ধি হইতে দেখা যায় অর্থাৎ যাহাকে ঔষধের গরম বলে। অনেক ঔষধ ব্যবহারে এই রূপ হইতেও পারে। হোমিওপ্যাথিক মতে এমত আর একটি ঔষধ দিতে পারা যায়, যাহাতে সেই দোষ নষ্ট করে, ইহাকেই দোষঘ্ন ঔষধ কহে। আমরা এই পুস্তকে ব্যবহৃত ঔষধ ও তাহাদের দোষঘ্ন ঔষধের তালিকা দিলাম। কর্পূর আঘ্রাণ করিলে ঔষধের গরম নষ্ট হয়।

বাহ্যপ্রয়োগ ঔষধ।

বাহ্য প্রয়োগের জন্য অনেক ঔষধের অমিশ্র আরক ব্যবহৃত হয়। উহাদের দ্বারা লোশন ও লিনিমেণ্ট প্রস্তুত করা যায়। অর্দ্ধ ছটাক আন্দাজ জলে ১০ ফোঁটা অমিশ্র আরক মিশাইলে লোশন হয় এবং ৯ ভাগ নারিকেল তৈল, ঘৃত; গ্লিশিরিন বা অলিভ অয়েলের সহিত এক ভাগ অমিশ্র আরক মিশাইলে লিনিমেণ্ট বা মালিস প্রস্তুত হয়। চিকিৎসার স্থলে ইহাদের ব্যবহার প্রণালী দেওয়া হইল। এই বাহ্য প্রয়োগের জন্য অমিশ্র আরক ব্যবহৃত হয়।

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাকালে পথ্যাপথ্য।

প্রত্যেক পীড়ার চিকিৎসার শেষভাগে পথ্যের ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে, এস্থলে কেবল নিষিদ্ধ বিষয় গুলি সাধারণভাবে লিখিত হইল। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহারে সুরা বা কোনপ্রকার মাদক দ্রব্য, সোডাওয়াটার, লেমনেড, লঙ্কামরিচ, আদা, কর্পূর, পেয়াজ, রসুন, মূলা প্রভৃতি এককালে নিষেধ। চা, কাফি, সিদ্ধি, অহিফেন, তামাক নিতান্ত অভ্যস্ত হইলে, অর্থাৎ যদি একেবারে ছাড়িয়া দিলে রোগীর শরীরে কোন বিষম অনিষ্ট হয়, তবে ঔষধ সেবনের অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে বা পরে অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিতে পারেন। গরম মসলা নিষেধ, কোন রূপ গন্ধ, ফুলেল তৈল বা ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ করা উচিত নহে। অতিরিক্ত শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম মানসিক উদ্বেগ, রাগ, দিবা নিদ্রা, রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি এককালে নিষেধ, কেন না মনের সহিত দেহের এরূপ অতি নিকট সম্বন্ধ, যে একের অসুস্থতায় অন্যের পীড়া হইয়া থাকে।

থার্ম্মোমিটার।

বা

জ্বর পরীক্ষা করিবার যন্ত্র।

তাপমান যন্ত্রটী কাচ নির্ম্মিত ও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগবিশিষ্ট। ইহার দ্বারা রোগীর জ্বর বা গাত্রের উত্তাপ পরীক্ষা

করিতে হয়। পারদ যুক্ত অংশটী বগলে দিয়া ৫ মিনিট রাখিতে হয়। গাত্রের উত্তাপে তাপমানের পারা ক্রমশঃ উপরে উঠিতে থাকে। এক একটি বড় দাগকে এক এক ডিগ্রী কহে। এক একটী ক্ষুদ্র দাগ এক ডিগ্রীর পাঁচ ভাগের একভাগ অর্থাৎ দুই পয়েণ্ট কহে। ৯৮.৪ বা ৯৮.৫ ডিগ্রী গাত্রের স্বাভাবিক তাপ। জ্বরে সেই তাপ বৃদ্ধি হয়। তাপমানের পারা যতদূর উঠে তত ডিগ্রী কহা যায়। ৯৩ ডিগ্রীর কম হইলে ভয়ের কারণ। অবশ্য কাহারও কাহারও ৯৭ ডিগ্রী স্বাভাবিক তাপ থাকে। ওলাউঠায় গাত্রের তাপ কম হইয়া গিয়া ৯৫ ডিগ্রী হয়। ৯৭ ডিগ্রীর কম হইলে যেমন একদিকে চিন্তা, তেমনি ১০৭ ডিগ্রী বা ততোধিক হইলেও ভয়ের কারণ। জ্বরে তাপ একবার পরীক্ষা করিয়া পুনরায় পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বে হাতের মুঠা মধ্যে সজোরে তাপমানটী ধরিয়া সবলে ঝাকিদিয়া পারাটি স্বাভাবিক উত্তাপের দাগে অর্থাৎ ৯৮.৪ ডিগ্রীতে নামাইয়া লইতে হয়। তাপমান সাবধানে ব্যবহার করিবে। নতুবা একটু আঘাত লাগিলেই উহা ভাঙ্গিয়া যায়। ৯৮.৪ ডিগ্রী স্বাভাবিক উত্তাপ হইলেও বালকদিগের উত্তাপ প্রায় ৯৯ ডিগ্রী হইয়া থাকে। ৪০ বৎসরের উর্দ্ধ বয়স্ক ব্যক্তিদিগের গাত্র তাপ সাধারণতঃ ৯৮ ডিগ্রী হইয়া থাকে।

নাড়ীর গতি।

শিশু জন্মিবার পর হইতে ১ বৎসর পর্য্যন্ত নাড়ীর গতি প্রতি মিনিটে ১৪০ হইতে ১৫০ বার স্পন্দন হইয়া থাকে। ২ বৎসর

হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত ১০০ হইতে ১০১ বার। ৬ হইতে ১৫ বৎসর ৯০ বার, ১৬ হইতে ৫০ পর্য্যন্ত ৭৫; এবং বৃদ্ধদিগের ৭০ বার নাড়ী স্পন্দন হয়। উল্লিখিত স্পন্দন অপেক্ষা ২০ বার কম হইতেছে দেখিলে প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা হইতেছে বুঝিতে হইবে।

শ্বাসপ্রশ্বাস।

সাধারণতঃ প্রতি মিনিটে ১৮ হইতে ২০ বার শ্বাস গৃহীত হইয়া থাকে। ইহার ব্যতিক্রম হইলে, শ্বাস যন্ত্রের পীড়া হইয়াছে বুঝিতে হইবে, শ্বাস ধীরে ধীরে পড়িলে শুভলক্ষণ; শ্বাস দ্রুত এবং ঠাণ্ডা হইলে খারাপ লক্ষণ বুঝিতে হইবে।

নাড়ী, শ্বাস ও গাত্র তাপের পরস্পর সম্বন্ধ আছে। স্বাভাবিক নাড়ীর স্পন্দন মিনিটে ৭৫ বার, শ্বাসের গতি ২০ বার, এবং গাত্র তাপ ৯৮.৪ ডিগ্রী, শরীরের তাপ ১ ডিগ্রী বৃদ্ধি হইলে নাড়ীর স্পন্দন ১০ বার ও শ্বাসের গতি ২ বার বৃদ্ধি হয়। গাত্র তাপ ১০০ হইলে নাড়ীর স্পন্দন ৯১ বার ও শ্বাসের গতি ২৩ বার হয়। সাধারণতঃ দুই বার শ্বাসে ৭ বার নাড়ীর স্পন্দন হইয়া থাকে। স্বাভাবিক উত্তাপ ৯৮, হইলে নাড়ীর গতি ৭৫ এবং শ্বাসের গতি ২০ বার হইবে।

জিহ্বা পরীক্ষা।

অনেক সময় জিহ্বা দেখিয়া সহজেই রোগ নির্ণয় করা যায়। যথা—সুস্থ শরীরে জিহ্বা ভিজা ও পরিষ্কার থাকে। নব জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর এবং সান্নিপাতিক জ্বরে জিহ্বা শুষ্ক থাকে। জিহ্বা লাল হইলে স্ফোটক জনিত জ্বর বা পেটের পীড়া বুঝায় শাদা লেপাবৃত জিহ্বার উপর লাল লাল দাগ পড়িলে রক্ত গরম জনিত বুঝায়, জিহ্বার অগ্রভাগ শুষ্ক থাকিলে পৈত্তিক জ্বর বুঝা যায়। পীড়া উপশম হইতে আরম্ভ হইলে জিহ্বা আর্দ্র ও পরিষ্কার হইতে থাকে। কাল ও বেগুনে রংএর জিহ্বা, রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত বুঝায়।

মুখের চেহারা।

মুখের চেহারা দেখিলে রোগের অনেকটা বিষয় জানিতে পারা যায়, ফুস ফুসের প্রদাহে মুখমণ্ডল চিন্তাযুক্ত হয় কিন্তু বক্ষঃস্থলের পীড়ার যন্ত্রণার পরে প্রসন্নবদন শুভ লক্ষণ নহে। জ্বরে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে মুখ মলিন হয়, ঠোঁট কাল ও শুষ্ক হয়। মুখ মণ্ডলে ও চক্ষের কোনে কাল দাগ ও লজ্জার লক্ষণ প্রকাশ পাইলে ধাতু দুর্ব্বলতা বুঝায়।

চর্ম্ম।

জ্বর হইলে চর্ম্ম শুষ্ক ও উত্তপ্ত হয় এবং ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর কমিয়া যায়। ইহাই সাধারণ লক্ষণ। যদি ঘর্ম্ম হইয়াও জ্বরের অন্যান্য লক্ষণ কম না পড়ে তাহা হইলে অশুভ লক্ষণ।

যদি সমস্ত শরীরে ঘর্ম্ম না হইয়া কেবল একস্থানে হয়; তাহা হইলে সেই স্থানের ভিতর প্রদাহ হইয়াছে বুঝা যায়। ম্যালেরিয়া জ্বর সূতিকা, বিষম ও অন্যান্য প্রবল জ্বরে শীত ও কম্প হইয়া আরম্ভ হয়।

মল।

মলে পিত্তের অংশ না থাকিলে মলের রং কাদার মত হয়। কৃষ্ণবর্ণ মল পিত্তাধিক্য, রক্ত মিশ্রিত মল অন্ত্রের প্রদাহ লক্ষণ। শিশুদিগের সবুজ মল অম্লের লক্ষণ। চাল ধোওয়া জলের মত মল কলেরার লক্ষণ।

মুত্র।

সাধারণতঃ সুস্থ শরীরে দিবা রাত্রে প্রায় ১ সেরের উপর মুত্র ত্যাগ হয়। মুত্র লাল রং ও অল্প হইলে প্রদাহ লক্ষণ বুঝা যায়। এবং মুত্র ক্রিমির লক্ষণ, অধিক পরিমাণে পরিষ্কার মুত্র স্নায়বীয় পীড়া বুঝায়।

প্লীহা ও যকৃৎ।

অনেকদিন ধরিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিলে ও অতিরিক্ত কুই-নাইন খাইয়া প্লীহা ও যকৃৎ রোগ হইয়া থাকে। শিশুদিগের এই রোগ বিশেষ বিপদজনক। যকৃত প্রদাহ পুরাতন হইলে, যকৃত বৃদ্ধি ও শক্ত হয়, মুখ বিস্বাদ, মল কাদার মত। ইহাতে বেদনা মাথা ব্যথা ক্ষুধা হীনতা হয়। বাম দিকের কোঁকে প্লীহা ও দক্ষিণ দিকে যকৃৎ থাকে।

বক্ষঃ পরীক্ষা যন্ত্র

বা ষ্টিথস্কোপ।

আজকাল এই যন্ত্রটি রবার নলেরই বেশী ব্যবহার হইয়া থাকে। রবার নলের দুই মুখে দুইটি ফাঁপা হাড় দেওয়া আছে। একটি সানাইয়ের তলদেশের মত এবং অপরটি অঙ্গুলির অগ্র ভাগের মত। সানায়ের মত অংশটি রোগীর বক্ষঃ স্থলে বসাইয়া অঙ্গুলির মত অংশটি চিকিৎসক কানে দিবে। নলের মধ্য দিয়া স্বাভাবিক অবস্থায় শোঁ শোঁ শব্দ শুনা যাইবে, কাশের ব্যারাম বা শ্বাস নালীর অন্য কোন ব্যারামে ধক্ ধক্ শব্দ শুনা যাইবে, বুকে সর্দ্দি বসিলে ঘড়ঘড় শব্দ হয় এবং ফুস্ ফুস প্রদাহে কেশ ঘর্ষণের ন্যায় শুনা যাইবে। পূর্ব্বে কাষ্ঠ নির্ম্মিত যন্ত্র ব্যবহার হইত। ইহা অপেক্ষা রবারের যন্ত্র বেশী সুবিধা জনক, কারণ ইহা পকেটে রাখিলে ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা নাই

এবং রোগীর বক্ষের খুব কাছে চিকিৎসকের কান লইয়া যাইতে হয় না।

ঔষধ মিশ্রণের জল।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাইতে হইলে, ডিঃ. ওয়াল্ডির ডিষ্টিল্ড ওয়াটার বা পরিশ্রুত জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অভাবে ফিলটার ওয়াটার বিধেয়। ভাল পুষ্করিণীর জল গরম করিয়া ফিলটার নামক যন্ত্রে পরিস্কৃত করিতে হয়, এই যন্ত্রটি বড় বড় ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। ফিলটার ওয়াটারের পরিবর্ত্তে বৃহৎ পুষ্করিণীর জল ব্যবহার্য্য যাহাতে লোকে মল মুত্র ত্যাগ না করে। পানা বা দাম পূর্ণ পুষ্করিণীর জল হোমিও-প্যাথিক ঔষধে অব্যবহার্য্য।

ঔষধ খাইবার পাত্র

কাঁচের গ্লাসে কিংবা চিনের পিয়ালাতে করিয়া হোমিও-প্যাথিক ঔষধ খাওয়া ব্যবস্থা। পিতল কাঁসা বা অন্য কোন প্রকার ধাতু পাত্রে; পাথর বা মাটির পাত্রে ঔষধ খাওয়ান বিধেয় নহে।

নূতন শিশিতে ঔষধ খাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেয়ঃ। পুরাতন বা এলোপ্যাথিক ঔষধের শিশিতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ খাওয়ান নিষেধ। তবে পুরাতন শিশি জলে সিদ্ধ করিয়া তৎপরে উহার ভিতর

কাঁকর দিয়া যদি এরূপ পরিষ্কার করা যায় যে তাহাতে আদৌ কোন গন্ধ না থাকে, তবে চলিতে পারে। ছিপি প্রত্যেক বার নূতন দিতে হইবে, পুরাতন ছিপি কোন মতে চলিবেনা। ঔষধ ব্যবহার পক্ষে দেশী শোলার ছিপি মন্দ নহে। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যে পাত্রে বা শিশিতে প্রস্তুত হইবে উহা হইতেই রোগীর মুখে ঢালিয়া দিতে পারিলে ভাল। অন্য পাত্রে ঢালিয়া খাইবার আর আবশ্যক নাই।

ফোঁটা ফেলিবার নিয়ম।

ফোঁটা ঢালিতে হইলে শিশির কানায় ছিপি লাগাইয়া ফোঁটা ঢালা ভাল। হোমিওপ্যাথিক ড্রপার যন্ত্রে ফোঁটা ফেলা যাইতে পারে। ইহার একটি মুখ শিশির ভিতরে দিতে হয়, অপর মুখটি ঔষধ পাত্রের উপর রাখিতে হয় পরে শিশিটী কাত করিলে ঔষধ যন্ত্রের গা বহিয়া ফোটা ফোটা পড়ে। ঔষধ দিবার পর ড্রপারটি উত্তমরূপে ধৌত করিতে হইবে। নচেৎ এক ঔষধ দিয়া ড্রপারটি অন্য ঔষধে দিলে ঐ ঔষধের সমস্ত গুণ নষ্ট হইবে।

গরম জল।

গরম জল আমাদের মহোপকারী দ্রব্য। আধুনিক বিজ্ঞান মতে গরম জল প্রায় সকল ব্যারামের এক প্রকার ঔষধ বিশেষ। কলেরা ভিন্ন সকল ব্যারামে যেমন ঔষধ

সেবন করিবে অমনি ২।৩ বার অৰ্দ্ধ পোয়া করিয়া গরম জল রোগীকে সেবন করাইবে। গরম জল পেটের সঞ্চিত ও কুপিত বায়ু নিঃসরণ করায়, এবং তৎসঙ্গে সঞ্চিত মল বহির্গত করায় প্রথমতঃ ইহা অনেকটা বায়ু নাশকের কার্য্য করে। দ্বিতীয়তঃ শরীরের ভিতর যে ঠাণ্ডা থাকে তাহা নাশ করে এবং শরীরকে সজোর করে, অনেকে আজকাল চায় পরিবর্ত্তে সকালে বৈকালে গরম জল খান। বস্তুতঃ চায়ের একপ্রকার মাদকতা শক্তি আছে, তজ্জন্য ইহা উপকারী হইলেও কোষ্ঠবদ্ধতা এবং যকৃতের পীড়া আনয়ন করে। বর্ষাকালে, শীতকালে কেবলমাত্র গরম জল খাইয়া নিউমনিয়া প্রভৃতি মহৎরোগ আরাম করিয়াছেন, ও আরাম হইতেছে শুনা যাইতেছে। অতএব চিকিৎসক ঔষধের সঙ্গে ইহাও ব্যবহার করিবেন। রোগের পর যতদিন শরীর দুর্ব্বল থাকে, কাঁচা জলের পরিবর্ত্তে গরম জলে স্নান বিধি। শরীরে বেশী শৈত্য ঐ সময়ে লাগাইলে রোগের পুনরাক্রমণ হইতে পারে। কোনস্থানে রক্ত জমিয়া বেদনা হইলে গরম জলের ফোমেণ্ট উপকারী। গরম জলে রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বর্দ্ধিত করে। এতদ্ব্যতীত বুকে সর্দ্দি বসিয়া শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হইলে গরম জলের সেক ফলদায়ক।

এই পুস্তকে লিখিত ঔষধ সমূহের তালিকা।

ঔষধ	ক্রম	ঔষধ	ক্রম
অরমমেট্	৩০,৬	ক্যানাবিস্...	৩,৬
আর্সেনিক—	৬, ৩০	ক্যান্থারিস—	৬
আর্ণিকা—	৬,৩	ককুলস—	৬
আইরিস্—	৬	চায়না—	১, ৬
আর্টিকাইউরেন্স—	৬	জেল্সিমিনম্—	১ম, ৩
ইপিকাক—	৬,৩	ডিজিটেলিস্—	৬
ইউফ্রেসিয়া—	১,৩	ড্রসেরা—	৬
ইগ্নেসিয়া—	৩,৬,১২	ডল্কামারা—	৬
একোনাইট—	১, ৩, ৬	নক্সভমিকা—	৬, ৩০
এন্টিমনিয়াম টার্ট—	৬	পল্সেটিলা—	৬, ৩০
এণ্টিমনিয়াম-ক্রুড—	৬	পডোফাইলাম্—	
এসিড-ফস্ফরিক—	৬	ফস্ফরস—	
এপিস্ মেল—	৩০,৬	বেলাডনা—	৬, ৩০
ওপিয়ম—	৩,৩	ব্রাইওনিয়া—	৬, ৩০
ক্যামোমিলা—	৩,৬,১২	ভেরাট্রম এলবম—	৩,৬
কালি-বাইক্রোমিকম—	৬	ভেরাট্রম-ভিরিড—	১, ৬
কল্চিকম্—	৬	মার্কুরিয়স্ কর—	৬, ৩০
কফিয়া—	৬	মার্কুরিয়স্ সল্—	৬, ৩০
কার্বো ভেজিটেবিলিস—	৬,১২,৩০	মার্কুরিয়স্ আইড—	৬
কলোসিন্থ—	৬	মস্কস্—	৬

ঔষধ	ক্রম	ঔষধ	ক্রম
রসটক্স	৬, ৩০	স্যাবাইনা	৬,৩
ল্যাকেসিস	৬, ৩০	স্পঞ্জিয়া	১২, ৬
লাইকোপডিয়ম্		ষ্ট্রামোনিয়ম্	৩০, ৬
সাইলিসিয়া	৬, ৩০	ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া	৬
সল্ফর	৬, ৩০	হেপার-সল্ফ	৬, ৩০
সিপিয়া	৬, ১২, ৩০	হাইড্রাসটিস্	৩
সিনা	৬, ৩, ২০০	হেমামেলিস	৩
সিকেলি	৬	হায়ওসায়েমাস	৬
সিমিসিফিউগা	৩		

অত্যাবশ্যক ২৪টী ঔষধের নাম।

	ঔষধ	ক্রম		ঔষধ	ক্রম
১	আর্সেনিক	৬,	১০	জেল্সিমিনম্	৩
২	আর্ণিকা	৬	১১	ড্রসেরা	৬
৩	ইপিকাক	৬	১২	নক্সভমিকা	৬
৪	একোনাইট	৬	১৩	পল্সেটিলা	৬
৫	ক্যামমিলা	১২	১৪	ফস্ফরস্	৬
৬	কফিয়া	৩	১৫	বেলাডনা	৬
৭	ক্যাল্ কেরিয়া	১২	১৬	ব্রাইওনিয়া	৬
৮	কার্ব্বো ভেজিটেবিলস	৬	১৭	ভেরেট্রাম্ এল	৬
৯	চায়না	৬	১৮	মার্কুরিয়সসল্	৬

ঔষধ	ক্রম	ঔষধ	ক্রম
১৯ রসটক্স	৬	২২ স্পঞ্জিয়া	৬
২০ সলফর	৩০	২৩ সিনা	৬
২১ সাইলিসিয়া	৬	২২ হেপার সল্ফ	৬

বাহ্য প্রয়োগের ঔষধ মূল আরক।

আর্নিকা
ক্যান্থারিস
হেমামেলিস্
ক্যালেণ্ডুলা
লিডম্
হাইড্রাসটিস

ফাইটোলেক্কা
রসটক্স
বেলেডনা
ব্রায়নিয়া
আর্টিকা ইউরেন্স
ইস্কুলস্

অনিদ্রা রোগ।

নিদ্রাহীনতা বা নিদ্রা না হওয়া কোন ধাতু পীড়ার লক্ষণ মাত্র। নিদ্রাশূন্যতা বহুদিন ধরিয়া থাকিলে ইহা দ্বারা সমুদয় শরীরের সর্ব্বদা অনিষ্ট হইতে পারে। ক্ষুধা থাকে না, মন ও শরীর অবসন্ন হয়, শিরঃপীড়া হয়।

কারণ। অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, শারীরিক পরিশ্রম না করা, চা, কাফি বেশী পরিমাণে ব্যবহার করা, পেট গরম থাকা প্রভৃতিকে অনিদ্রার কারণ বলিয়া স্থির করা যায়।

চিকিৎসাদি। প্রত্যহ শীতল জলে স্নান, নিয়মিত অঙ্গ চালনা, শয়নের পূর্ব্বে মস্তক ধৌত করা বা গা ধুইয়া ফেলা ভাল। যাহাতে পেট গরম না হয় তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। নরম বিছানায়, নিচু বালিসে শয়ন করা বিহিত নহে। কোনও একটি নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রা আইসে, ভগবানের নাম চিন্তাকরা সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ঔষধ।

একোনাইট ৬।—মন উত্তেজিত হয় এমন কোনও ঘটনার জন্য নিদ্রা না হইলে এবং উহার সঙ্গে একটু জ্বর ভাব থাকিলে ডাক্তার বেয়েজ এই ঔষধটীকে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন।

বেলাডনা ৩০ ডাঃ।—ঘুমের ইচ্ছা আছে, অথচ রোগীর

ঘুম হয় না; ঘুমাইলেও ঘুমের ঘোরে ভয় পাওয়ার ন্যায় চমকিয়া উঠা, শেষ রাত্রিতে বৃদ্ধি।

ক্যামোমিলা ১২।—কাফি পানের জন্য অনিদ্রা, রোগীর অধৈর্য্য ও খিট খিটে স্বভাব।

কফিয়া ৬।—অত্যন্ত নিদ্রাশূন্যতা, অত্যন্ত আহ্লাদ বা চা পান করায় অনিদ্রা। অকারণে শিশুদিগের অনিদ্রা।

নক্সভমিকা ৬ বা ৩০ শ।—অতিরিক্ত মানসিক শ্রম বা পাঠ, বা পরিপাকের বিঘ্ন জন্য অনিদ্রা, কফিপান, ৩টার পর ঘুম ভাঙ্গিয়া আর ঘুম হয় না ইত্যাদি।

ওপিয়ম ৬।—ভয় বা মানসিক উত্তেজনা জন্য পীড়া, শয়ন করিলে নানা প্রকারের কাল্পনিক মূর্ত্তি দেখিয়া ঘুম হয় না। অনেক দিন ধরিয়া রাত্রিজাগরণের পর অনিদ্রা।

ইগ্নেসিয়া ১২।—শোক, চিন্তা প্রভৃতি জন্য পীড়া।

পল্‌সেটিলা ৬।—ঘৃত বা চর্ব্বিযুক্ত আহার জন্য পেট গরম হইয়া অনিদ্রার পক্ষে ভাল।

অঞ্জনী (আঞ্জনাই)।

চক্ষুর পাতার প্রান্তের উপর একপ্রকার স্ফোটকের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্রণ বিশেষ; ইহাতে বেদনা স্ফীতি ও যন্ত্রণা থাকে; কখনও কখনও ছেলেদের সামান্য জ্বরও থাকে, পূজ বাহির হইয়া গেলেই কমিয়া যায়।

চিকিৎসাদি।—দুধমিশ্রিত ময়দার পুল্‌টীস বা উষ্ণজলের সেক প্রথম প্রথম কুলের পাতার উল্‌টা পিট্‌টী ঘসিয়া দিলে সারিয়া যায়।

ঔষধাদি।

পল্‌সেটিলা ৬। ব্রণ হওয়ার প্রথম হইতেই যদি এই ঔষধ সেবন করান যায়, তবে আর ব্রণ বৃদ্ধি পায় না। উপরের পাতায় হইলে ইহার দ্বারা বিশেষ ফল হয়।

ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ৬।—বারম্বার ব্রণ হওয়া ও আক্রান্ত স্থানটী সারিয়া গিয়া কঠিন দাগযুক্ত হয়। চক্ষুর যে কোণে শুষ্ক পূজ সঞ্চিত হয়, উহাতে কামড়ানি বা বেদনা বিদ্যমান থাকিলে এই ঔষধ।

গ্রাফাইটীস্ ৬।—কিনারায় ক্ষত ও ব্রণ উভয় বিদ্যমান।

হিপার সল্‌ফর ৬ বা ৩০।—চক্ষুতে ব্রণ বারম্বার হইলে এই ঔষধের ৩০শ ডাঃ সপ্তাহে ২ দিন সেবন করিতে দিতে হয়। তবে ব্রণ পাকাইবার জন্য ৬ শক্তি প্রত্যহ দুই তিন মাত্রা দেওয়া যায়। সল্‌ফর ৩০শ দিলেও, ইহা আর পুনঃ পুনঃ হয় না।

অপাক (অজীর্ণ রোগ)।

(ডিস্‌পেপ্‌সিয়া)।

হইয়া, রক্তে পরিণত হইয়া শরীরকে পরিপুষ্ট করে, সেই পরিপাক শক্তির ব্যতিক্রম হইলে যে পীড়া জন্মে তাহাকে অপাক বা অজীর্ণ পীড়া কহে।

লক্ষণ।—অবস্থাভেদে ইহা নানা প্রকার লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ পায়; অক্ষুধা বা রুচিশূন্যতা, অথবা সর্ব্বদা আহারের ইচ্ছা পাকস্থলীতে দুষ্ট বায়ুর সঞ্চার, উদগার উঠা, গুহ্যদ্বার দিয়া দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ, বুকে ও পেটে সাঁটা বোধ; বুককাঁপা, হৃদস্পন্দন, পেটে কাপড় সহ্য হয় না; পেটের মধ্যে যেন একটি পাথর চাপান রহিয়াছে এরূপ ভার বোধ; টক, পচা পদার্থযুক্ত উদগার উঠা, বুক জ্বালা, মুখে জলউঠা, গা বমি বমি; আহারের পরেই বমন, জিহ্বা অপরিষ্কার, মুখে বিস্বাদ, কখন কোষ্ঠবদ্ধ কখন উদরাময়। মাথাব্যথা, অস্থির নিদ্রা, ঘুমের ঘোরে ভয়ানক স্বপ্নদর্শন, বলক্ষয় দুর্ব্বলতা, মানসিক বিষাদ, বিমর্ষতা জন্য কোনও কার্য্যে প্রবৃত্তি থাকে না ইত্যাদি।

কারণ। অধিক জল পান করা ও বেশী নিদ্রা যাওয়া, অধিক ঘৃত মশলাযুক্ত বা উত্তেজক আহার বা পানীয় উদরস্থ করা, ভালরূপে চর্ব্বণ না করিয়া ব্যস্তভাবে আহার্য্য উদরস্থ করণ, চা কাফি, তামাক সুরাপানাদি অথবা নানা প্রকার ঔষধ খাওয়া, সর্ব্বদা বসিয়া দিনকাটান; অনিয়মিত সময়ে মল মূত্রত্যাগ ইন্দ্রিয় সেবার আধিক্য, হস্ত মৈথুন, রাত্রি জাগরণ, শোক, মানসিক অবসাদ প্রভৃতি ইহার কারণ।

চিকিৎসাদি সহকারী উপায়। পীড়ার কারণ দূরীভূত না হইলে, যতই কেন ঔষধ সেবন করান যাউক না ফল হইবে

না। চা ও কাফি পান নিষেধ। প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক পোয়া করিয়া গরম জল পান করা বিশেষ উপকারী।

উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া ধীরে ধীরে নিয়মিত সময়ে আহার করা কর্ত্তব্য। আহারের পরিমাণ একদিন কম একদিন বেশী হওয়া উচিত নহে। সহজে পরিপাক হয় অথচ বলকর পথ্য ব্যবস্থেয়। ভোজনের সময় অতিরিক্ত জলপান ভাল নহে। আমাদের দেশে অতিরিক্ত বরফ ব্যবহার নিষেধ। সর্ব্বদা প্রফুল্ল মনে আহার করা উচিত, সেই সময়ে বকাবকি বা বেশী কথা কওয়া উচিত নহে। আহারাদির অব্যবহিত পরেই পরিশ্রম করা, সুতরাং তাড়াতাড়ি মুখে ভাত দিয়া স্কুলে বা আফিসে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। প্রাতরুত্থান, শীতলজলে স্নান নিয়মিত ব্যায়াম, প্রফুল্লতা প্রভৃতি এই রোগের পক্ষে হিতকর।

রোগীকে মাংস, মৎস খাইতে দেওয়া ভাল। কতকটা তরকারী ও আলু নিষেধ। আহারের দুই তিন ঘণ্টা পরে জল পান করা কর্ত্তব্য।

ঔষধ ব্যবহার প্রণালী। নূতন রোগীর পক্ষে, নিম্নশক্তির ঔষধ প্রত্যহ ৩ বার সেবন বিহিত। পুরাতনক্ষেত্রে উচ্চতম ক্রমের ঔষধ প্রত্যহ একবার বা সপ্তাহে ২।৩ বার সেবনীয়।

ঔষধ।

এণ্টিমনি ক্রুড্ ৬।—অপরিমিত আহার জন্য রোগ উৎপন্ন হওয়া; জিহ্বায় সাদা দুধের মত লেপ, বমন ইচ্ছা ও বমন; উদরস্থ ভুক্ত পদার্থের স্বাদযুক্ত উদ্গার উঠা।

আরসেনিক ৬।—ফল ও অন্য দ্রব্য বা কুলপি বরফ খাইয়া পীড়া, খাওয়ার পর বমন উদ্রেক ও বমন; পেটব্যথা; জল পিপাসা অনেকবার একটু একটু জলপান। অস্থিরতা, পেটে পাথর চাপান বোধ ইত্যাদি।

ব্রায়োনিয়া ১২।—গ্রীষ্মকালে বা অতিরিক্ত উত্তপ্ত হইয়া জলপান জন্য অজীর্ণ, আহারে অনিচ্ছা, পাকস্থলী প্রদেশে টাটানি; বারম্বার উদগার উঠা, খাদ্যদ্রব্য টক বা তিক্ত লাগে। কোষ্ঠ বদ্ধতা ইত্যাদি।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব ৩০।—পাকস্থলীতে ভারি বোধ তজ্জন্য রোগী কোমরে কসিয়া কাপড় পরিতে পারে না, মুখে টক স্বাদ; ভুক্তদ্রব্য বমন, বা টক হইয়া বমন; মাংসে ও উষ্ণ পদার্থে অনিচ্ছা; সুস্বাদু পদার্থে স্পৃহা। প্রচুর রজঃস্রাব, স্থূলকায় ব্যক্তি, শ্লেষ্মা প্রধান ধাতু।

চায়না ১২।—উদর পূর্ণ বোধ বা ঠোসমারিয়া থাকা; পাকস্থলী মধ্য বেদনা করা, মুখে তিক্তাস্বাদ, পিত্তবমন বা রক্ত স্রাব জন্য পীড়া।

লাইকোপডিয়ম ৩০। আহারের পর পেট ভার বা পূর্ণতাবোধ, সামান্য আহারেই বোধ হয় পেট পূর্ণ হইয়াছে। পেটের ভিতর সর্ব্বদা ভুট ভাট করা; পেটের মধ্যে গড় গড় করা, মূত্রে বালির কণার ন্যায় পদার্থ থাকে। কোষ্ঠবদ্ধতা, বৈকালে বৃদ্ধি। পেট ফাঁপা।

নক্সভমিকা ৬ বা ৩০শ। সকাল বেলা মুখে পচা আস্বাদ

বা তিক্তাস্বাদ ; টকউদ্গার উঠা, পেটে খালধরামত বেদনা, চাপ বোধ ; বিশেষতঃ আহারের পর ; রোগীর মেজাজ খিট্ খিটে। সর্ব্বদা একাকী থাকিতে ভালবাসে ; কোষ্ঠ বদ্ধতা, কষ্টে মলত্যাগ করে এবং মনে হয় পরিষ্কার হইল না। মদ্যপান, সর্ব্বদা বিরেচক ঔষধ ব্যবহার, বসিয়া কাজ করা, বা হস্ত মৈথুনাদি ; রাত্রি জাগিয়া পাঠ ইত্যাদি দ্বারা রোগ উৎপন্ন। আফিম খোর ও মদ্য পায়ীদিগের পেটের অসুখ।

কার্ব্বভেজ ৬, ১২।—অনেকদিন ধরিয়া পেট ফাঁপা বুক জ্বালা, মাথা ধরা, বৃদ্ধদিগের পেটের অসুখ।

পল্সেটিলা ৬। জিহ্বা সাদা বা হরিদ্রা বর্ণ লেপযুক্ত। প্রাতে মুখ বিস্বাদ ; আহারের পর ভুক্ত পদার্থের আস্বাদযুক্ত উদ্গার উঠা, তৈলাক্ত বা চর্ব্বিযুক্ত খাদ্যদ্রব্য খাইলে পীড়া বৃদ্ধি, মাথা ঘোরা, শীতবোধ, রাত্রে উদরাময় ইত্যাদি লক্ষণে উপকারী।

সলফর ৩০। টক উদ্গার উঠা ; পাকস্থলীতে অতি-রিক্ত অম্ল সঞ্চার ; রোগী দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়ে। মাথার চাঁদি বা উপরিভাগে জ্বালা ও উষ্ণতা অনুভব। অতি প্রত্যূষে উদরাময়।

বিশেষ বিশেষ লক্ষণের চিকিৎসা

অবশ্যই লক্ষণানুযায়ী করিতে হয়। ইহাতে এই সকল ঔষধ ব্যতীত আর্ণিকা, ফস্ফরস, সাইলিসিয়া, রবিনিয়া প্রভৃতি ও ব্যবহৃত হয়।

অর্শ।

গুহ্যদ্বারের শিরাগুলির বিবৃদ্ধি দরুণই অর্শ হইয়া থাকে। বর্দ্ধিত শিরাগুলি স্ফীত ও শক্ত হইয়া বলিরূপে মলদ্বারের মধ্যে ও বাহিরে অবস্থিতি করে। ভিতরে থাকিলে অন্তর্ব্বলি এবং বাহিরে হইলে বহির্ব্বলি কহে। বলি হইতে রক্ত পড়িলে ব্লিডিং বা রক্ত স্রাবী এবং রক্ত না পড়িলে অন্ধ বলি কহে। বলির মধ্যে চুলকায় খোঁচামত বেদনা করে, দপদপানি টনটনানি ও জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। বাহ্যের সঙ্গে বা পরে অল্প ব্যথা বা প্রচুর রক্তস্রাব ঘটে। এই রোগে আশু মৃত্যু হয় না সত্য, কিন্তু বহুকাল ধরিয়া বেশী রক্ত পড়িলে নিরক্তাবস্থা ঘটিয়া অন্য রোগ উৎপন্ন হইয়া মৃত্যু হইতে পারে।

কারণ। সর্ব্বদা রেচক ঔষধ ব্যবহার অনিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধ তজ্জন্য ক্রমাগত কোঁত দিয়া বাহ্যে করা, বসিয়া বসিয়া যাঁহারা কাজ করেন, নরম বিছানায় বসা বা নরম স্থানে বসা, মদ্যপান প্রভৃতি ইহার কারণ বলিয়া স্থির হইয়াছে।

চিকিৎসাদি। ইহা সম্পূর্ণরূপে আরাম হওয়া কঠিন। রোগের যাতনা, ভাবী বিপদ, বেশী রক্ত পড়া বন্ধ করাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য। বেশী দিন সুনিয়মে ও ঔষধের দ্বারাই দুই চারিটী রোগী সারিতে দেখা গিয়াছে। অস্ত্র করা, অজানা ঔষধ প্রয়োগ করা অতীব অকর্ত্তব্য।

ঔষধ ব্যবস্থা।

সাধারণ অর্শের চিকিৎসায় নক্সভমিকা ৩০ এবং সলফর ৩০ সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। কোষ্ঠবদ্ধ স্থলে সলফর ৩০, ইস্কুলাস, কলিন্সোনিয়া ও ব্যবহৃত হইতে পারে, গর্ভাবস্থায় পীড়ায় এলোজ, নক্সভমিকা ইত্যাদি। রক্তস্রাবী হইলে, হেমামেলিস ১, সলফর ইত্যাদি। প্রচুর রক্তস্রাবের পর চায়না ১২ দিলে দুর্ব্বলতা যায়। অন্ধবলীতে নক্স ও সলফর। বেদনাজন্য একনাইট, জ্বালা বেশী করিলে ক্যাপসিকম্ ও আর্সেনিক ৩০। অর্শ পাকিলে মার্কিয়ুরিয়স ইত্যাদি।

বিশেষ লক্ষণাদি।

নক্সভমিকা ৩০।—রক্তস্রাবী ও অন্ধ উভয় প্রকারের বলি ; বলীর মধ্যে যেন হুলফুটান মত যাতনা মল ত্যাগের সময়ে চিড়িক্‌মারা মত বেদনা। বারম্বার বাহ্যের বেগ, অথচ মল নির্গত হয় না। মদ্যপান, ঘৃতমসলাযুক্ত মাংসাদি ভোজন, মৎস মাংসাহার, মানসিক পরিশ্রম, বসিয়া কাজ করা, গর্ভাবস্থার পীড়ায় ইহা উপকারী।

সলফর।—ইহা সকল প্রকারের অর্শে ব্যবহার্য্য। বারম্বার বাহ্যের বেগ, রক্তমিশ্রিত তরল বা কঠিন মল ; দাস্তের পর হুলফুটান মত বেদনা, মল ত্যাগের সময় কদাচিৎ হ্যারিস বা গুহ্যদ্বার বাহির হওয়া, পৃষ্ঠদেশে চর্ব্বণবৎ বেদনা ; মাথার উপরিভাগে উষ্ণতা অনুভব। এই ঔষধের সঙ্গে নক্স ৩০ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহারে সর্ব্বদা সুফল পাওয়া যায়।

লাইকোপডিয়ম ৩০। পুরাতন অর্শ, বড় বলি, বিশেষ যন্ত্রণা না থাকা; অনিবার্য্য কোষ্ঠবদ্ধ ও উদরে বায়ুর সঞ্চার, পেট ফাঁপা। বারম্বার প্রস্রাব বেগ ও মূত্রের সঙ্গে কাল্‌চে চেপ্টা রক্ত নির্গত হওয়া। উক্ত ঔষধ ২০০ ডাঃ বেশ কাজ হয়। সপ্তাহে ২ দিন সেব্য।

আর্সেনিক ৩০। গুহ্যদ্বারে বড় জ্বালা, রাত্রিতে বৃদ্ধি; বলিগুলি উষ্ণ, কাল্‌চে লালবর্ণ ও বেদনাযুক্ত, মল ত্যাগের সময় কোঁতপাড়া বৃদ্ধি তজ্জন্য মূর্চ্ছা ভাব, শীঘ্র শীঘ্র বলক্ষয়। দুই প্রহরের পর রাত্রিতে বৃদ্ধি। অর্শের সঙ্গে ভগন্দর থাকা ও ঘা হইতে রক্ত পূজ পড়া লক্ষণ বিদ্যমান থাকিলে উপকার করে।

ইস্কুলাস। ১ বা ৩ ডাঃ, বেগুণে বর্ণের বড় বহির্বলী, অত্যধিক বেদনা, গুহ্য দ্বারে ফুলো, কোমোর ও নিম্ন অঙ্গ প্রভৃতিতে চর্ব্বণবৎ বেদনা, পৃষ্ঠদেশ কঠিন ও বেদনাযুক্ত ইহার লক্ষণ। এই ঔষধের মূল আরক ২০ ফোঁটা, অলিভ্ অয়েল দেড় ড্রাম এবং কতকটা মোম একত্রে মিশাইয়া বলীতে দিলে যন্ত্রণার উপশম ঘটে।

কলিন্সোনিয়া ১। রক্তস্রাবী বা অন্ধ অর্শ, কোষ্ঠবদ্ধতা অত্যন্ত ও অনিবার্য্য; কষ্টকর রক্তস্রাব ও বাধকের বেদনা। যন্ত্রণাধিক অর্শ। স্ত্রীলোকের পীড়ায় বেশী উপকারী।

পডোফাইলাম ৬। প্রসবের সময় এবং উহার পর অর্শ তৎসঙ্গে গুহ্য দ্বার বাহির হওয়া। প্রসবের সময় জরায়ু স্থানভ্রষ্ট তার সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধতা ইত্যাদি।

নাইট্রিক এসিড ৬। রক্তস্রাবী অর্শ প্রত্যেক বারে

মলত্যাগের সময়, অন্তর্বলি গুলি বাহির হইলে এই ঔষধে কাজ হয়।

আনুষঙ্গিক উপায়।—অর্শ্ব বসিতে উষ্ণ জলের সেক দেওয়া মন্দ নহে। উহাতে বেদনার উপশম হয়। রক্তস্রাবী অর্শে ১০ বিন্দু হেমামেলিস (মূল আরক) ২ কাঁচ্চা জলের সঙ্গে মিশাইয়া উহার দ্বারা পিচকারী দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

পথ্যের মধ্যে—পাকা ফল পেপে, পেয়ারা, মিষ্টআম, কমলা লেবু উপকারী। একবেলা ভাত, একবেলা সুজি, আটা বা গমের রুটি খাওয়া ভাল। ডুমুর, থোড় মোচা সিম বেগুন, ইত্যাদি এই রোগে বিশেষতঃ ওল একটী উৎকৃষ্ট খাদ্য। ইহাতে আহার ঔষধ দুই হয় কাঁচা মুগের ডাউল বড় সুখাদ্য।

লঙ্কার ঝাল, টক্ নিষেধ। সর্ব্বদা বসিয়া থাকা, ভারি বস্তু তোলা, কোঁত বা বেগ দিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া মল ত্যাগ করা অহিতকর।

আঙ্গুল হাড়া।

ইহা-হাতের অঙ্গুলির-অগ্রভাগ, সন্ধির মধ্য এবং কখন কখন পায়ের অঙ্গুলির এক প্রকার ফোড়া বিশেষ। কাঁটা ফুটিলে যেরূপ হয়, আক্রান্ত স্থানে সেইরূপ অনুভূত হইয়া রোগ আরম্ভ হয়, উহার পর কাঁটা ফুটিয়াছে এরূপ অনুমান করিয়া রোগী আক্রান্ত স্থান সূচী বা ছুরীর অগ্রভাগ দিয়া বারম্বার অনর্থক খুঁটে এবং কাল্পনিক কাটা শীঘ্র শীঘ্রই স্ফীত হইছে

থাকে, কঠিন, উষ্ণ যন্ত্রণার দরুণ রোগী দিবা রাত্রিতে ঘুমাইতে না পারিয়া সর্ব্বদা ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়ায়। ইহার পর আক্রান্ত স্থানে পূয উৎপন্ন হয়, এই অবস্থায় আক্রান্ত স্থানের বেদনা অনেক কম হয় এবং উহাতে দপ্‌দপিয়া বেদনা অনুভূত হয়। আক্রান্ত স্থানের চর্ম্ম আঁটা এবং কঠিন হওয়ার দরুণ উহাতে পরীক্ষার দ্বারা পূযের আলোড়ন অল্প পরিমাণে টের পাওয়া যায় অথবা একেবারেই স্থির করা যায় না এবং পূয অস্থির চতুর্দ্দিক ক্ষয় করিতে করিতে অস্থি আক্রমণ করিয়া উহার ক্ষয় এবং কখন কখন বিনাশ সাধনও করিতে পারে। এক প্রকার আঙ্গুল হাড়া আছে যাহা নখের মূলের চতুর্দ্দিক আক্রমণ করিয়া থাকে। এক ব্যক্তি এই রোগ দ্বারা একবার আক্রান্ত হইলে উহার দ্বারা পুনরাক্রান্ত হওয়ার অনেক সম্ভাবনা থাকে। কখন কখন আঘাতাদি পাইয়া রোগ উৎপন্ন হয়, এই রোগের প্রকৃত কারণ আমরা জানিনা, এরূপ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয়না।

চিকিৎসা।—আক্রান্ত স্থানে জ্বালাযুক্ত বা হুল ফুটানের ন্যায় বেদনা, আক্রান্ত স্থান শোথের ন্যায় টল্‌টলে; শীতল জল প্রয়োগে বেদনার উপশম; সল্‌ফরের অপব্যবহারের পর ইহা উৎপন্ন হইলে—এপিস মেলিফিকা ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। আক্রান্ত স্থান আগুণে পোড়ানর ন্যায় জ্বালা যুক্ত হয়; ক্ষত, কাল্‌চে হইয়া পচিতে আরম্ভ হয়, রাত্রি দুই প্রহরের পর যন্ত্রণাদির বৃদ্ধি, অস্থিরতা, মনের উদ্বেগ এবং বলক্ষয় ইত্যাদি লক্ষণে আর্সেনিক ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। আক্রান্ত স্থান অত্যন্ত

লালবর্ণ, প্রদাহ সমুদয় হাত ও বাহু পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, দপ্‌দপিয়া-শিরঃ পীড়া, রোগী রক্তপ্রধান ধাতু বিশিষ্ট ইত্যাদি লক্ষণে বেলাডনা ১ বা ৩ ডাঃ ব্যবস্থা, নখের গোড়ার চতুর্দ্দিক পাকিয়া পূয উৎপন্ন হয়। নখের গোড়ায় বহিঃ প্রদাহ এবং উহাতে জ্বালাযুক্ত বেদনা, ঘা শীঘ্র শুকায় না এবং উহাতে অতিরিক্ত মাংস হয় ইত্যাদি লক্ষণে গ্রাফাইটীস ৬ ডাঃ ব্যবস্থা, আক্রান্ত স্থানে পূয হইবে বা হইয়াছে এরূপ স্থিরীকৃত হইলে, আক্রান্ত স্থানে ভয়ানক দপদপানি বা চিড়িক মারা ইত্যাদি— লক্ষণে হিপার সল্‌ফার (৩০ ক্রমে শুকায়) ৬ ডাঃ ব্যবস্থা ; এই ঔষধ সেবনে আক্রান্ত স্থানে পূয অতি শীঘ্র শীঘ্র উৎপন্ন হয়। আক্রান্ত স্থান বেগুনে হয়, পচার ন্যায় আকার ধারণ করে এবং উহাতে ছিঁড়িয়া ফেলা, কাঁটা ফুটানের ন্যায় বেদনা বা দপদপানির উদ্রেক হয় ইত্যাদি—লক্ষণে ল্যাকেসিস, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

প্রদাহ যদি পেশীর অগ্রভাগে অর্থাৎ আবরক পর্দ্দা বা লিগামেণ্ট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, এবং অস্থির ক্ষয় হইতে আরম্ভ হয়, তবে মার্কুরিয়স সল ১২ ডাঃ ব্যবস্থা, আক্রান্ত স্থানে যদি অত্যন্ত প্রবল বেদনা হয়, এবং উহার স্ফীতির পরিবর্ত্তন না হয়: যদি আক্রান্ত স্থানে পূয হইয়াছে এরূপ স্থিরীকৃত হয় অথবা দুর্গন্ধযুক্ত, জলবৎ তরল পূয নির্গত হয়, নালী হয়, তবে সাইলিসিয়া ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা করা উচিত।

বাহ্যিক প্রয়োগ।—পূয হওয়ার পূর্ব্বে ক্ষার যুক্ত অত্যন্ত উষ্ণ জলে আক্রান্ত স্থান একবার অর্দ্ধ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে, এই

প্রকার প্রতিদিন ২।৩ বার আঙ্গুল বা আক্রান্ত স্থান ভিজাইয়া রাখিলে প্রদাহ ইহাতেই মিলাইয়া যাইতে পারে ময়দা ও দুধ বা তিষি দ্বারা পুলটিস প্রস্তুত করিয়া আক্রান্ত স্থানে বারম্বার লাগাইলে বেদনাদির অনেক উপশম হয়। আক্রান্ত স্থান পাকিলে অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া দেওয়া উচিত।

রোগের অবস্থানুসারে মনোনীত ঔষধের এক মাত্রা ২।৩ ঘণ্টা অন্তর সেবা, রোগের কতক উপশম হইলে, আরাম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিদিন মনোনীত ঔষধের ১।২ বা ৩ মাত্রা ব্যবস্থা করিতে হয়।

আঁচিল।

আঁচিল পীড়াটি অনেক সময় ধাতু বিকৃতির পরিচয় দিয়া থাকে। ইহা কষ্টকর নহে, তবে পরিমাণে বেশী হইলে, বড়ই অসুবিধা। ক্রমাগত বৃদ্ধি হইতে থাকিলে ঔষধ দ্বারা বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা। খুব ধারাল ছুরি কিম্বা কাচি দিয়া আঁচিলের গোড়াটী কাটিয়া ফেলিবে, তার পর সেই জায়গায় প্রত্যহ ২।৩ বার খাটী ভিনিগার লাগাইবে, তাহার পর আঁচিলের উপর 'থুজা' মূল আরোক লাগাইলেও আঁচিল ভাল হইতে পারে। আঁচিলের গোড়ায় চুল বাঁধিয়া রাখিলেও আঁচিল খসিয়া যাইতে পারে। ছুরিকা দ্বারা কাটা অপেক্ষা এই প্রকারে কাটা ভাল। 'থুজা' সেবন করিলে আঁচিল (বিশেষতঃ গোড়া সরু এবং আগা

মোটা,) ও এমন আচিলের ধাতু আরাম হইতে পারে। থুজা ছাড়া (পারা দোষ জন্য হইলে) নাইট্রিক্ এসিড, (আঙ্গুলের পাশে হইলে ক্যালকেরিয়া ;)—বৃদ্ধের পক্ষে কষ্টিকাম (আঙ্গুলের পিঠে হইলে) ডল্কামারা প্রভৃতি ঔষধ প্রত্যহ ১ বার করিয়া সাত দিন খাইলেও উপকার হইতে পারে।

আম্বাত।

লক্ষণ। বিছুটী লাগার ন্যায় গায়ে চাকা চাকা বাহির হয় ও ফুলিয়া উঠে, চুলকায় ও জ্বালা করে। আহারের দোষে, হিম লাগিয়া এবং কখন কখন জ্বরের সঙ্গে এই পীড়া দেখিতে পাওয়া যায়। আম্বাত পুরাতন হইয়া গেলে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে কারণ নির্ণয় করিতে না পারিলে আরোগ্য হওয়া কঠিন।

চিকিৎসা।—এপিস—ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ, অত্যন্ত ফুলা, হুল-ফুটান বৎ বা জ্বালাযুক্ত চুলকানি। একোনাইট ;—অত্যন্ত জ্বর থাকিলে ; ডল্কামারা—হিম লাগিয়া হইলে। অজীর্ণ বা রক্তঃশূল থাকিলে—পলসেটিলা; খাওয়ার দোষে এই পীড়া জন্মিলে, অর্থাৎ পেটের দোষ থাকিলে—এন্টিমক্রুড, ইপিকাক্ রুসটক্স চিংড়ি মৎস্য বা কর্কট প্রভৃতি খাইয়া আম্বাত হইলে এবং বাতের ন্যায় বেদনা থাকিলে।

আর্টিকা ইউরেন্স—অনেকের মতে সর্কোৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষতঃ আমবাত বসিয়া গিয়া পেটের পীড়া, বমন প্রভৃতি উপসর্গ উপনীত হইলে।

পুরাতন আঘাতে ক্যালকেরিয়া ও সলফর ৩০শ উৎকৃষ্ট ঔষধ। রাত্রিতে চুলকানি বৃদ্ধি হইলে সলফর সেবনীয়।

সহকারী উপায়—হিম বা ঠাণ্ডা লাগান নিষিদ্ধ; গরম জলে স্নান এবং আহারের বিশেষ নিয়ম রাখিতে হয়, কুপথ্য ভক্ষণ বিশেষতঃ কাঁকড়া একেবারে ত্যাগ করিবে।

আমরক্ত ও অন্ত্রপ্রদাহ।

লক্ষণ।—মলভাণ্ডের আবরণ বা অন্ত্রের প্রদাহ এবং ক্ষত বাহে পুনঃ পুনঃ এবং আম ও রক্ত মিশ্রিত, মল ত্যাগকালে কোঁতানি বা বেগ; তরুণ অবস্থায় জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। সাধারণ পীড়ায় এইরূপ লক্ষণ থাকে; কিন্তু কখন কখন কঠিনাকারের পীড়া হয়; তাহাতে সান্নিপাতিক লক্ষণ জ্বর, অবসন্নতা, প্রলাপ, হিক্কা, শীতল ধর্ম্ম, প্রভৃতি অশুভ লক্ষণ দেখা দিয়া থাকে। ইহাতে বিসূচিকা লক্ষণবৎ লক্ষণ হওয়াতে সংক্রামক রূপে প্রকাশ পায়।

তরুণাবস্থা যাইলে, যখন পুরাতনবস্থা আইসে সহজাকারে পীড়ায় তখন আর ভয় বা কষ্টকর লক্ষণ থাকে না।

চিকিৎসা।

আহারাদির বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। জ্বর বিদ্যমান থাকিলে বার্লি তৎপরে সাগু গাঁদাইলের ঝোল ব্যবস্থেয়। আমাশয়ে বেলের মোরব্বা বা বেল পোড়া মন্দ নহে, কিন্তু অধিক

খাইলে পেট ফাঁপে, ভার হয়; জ্বর না থাকিলে ঘোল ভাত দেওয়া যায়।

ঔষধ—যদি জ্বর থাকে, তবে একোনাইট (৩) সেবনে ২।১ দিনের মধ্যে বিশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়াছে।

মার্কুরিয়স্-কর (৬ ডাঃ)—তাজারক্ত বা লাল বর্ণের বাহ্যে, ঘোলা ডিমের ন্যায় মল, ভয়ানক পেট বেদনা ও মোছড়ান, ঘর্ম্ম প্রভৃতি লক্ষণে উপযোগী। রাত্রিকালে বৃদ্ধি, প্রস্রাব অল্প, কোঁতানি ইহার লক্ষণ।

ইপিকাক্—(৬ ডাঃ)—সাদা আম ও রক্ত সংযুক্ত মল, অধিক মোছড়ানি; যাহা খায়, তখনি তাহা উঠিয়া যায়, সর্ব্বদা গা বমি বমি এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ।

বেল ৬—নাড়ীতে ছিন্নবৎ বেদনা।

কলোসিন্থ—(৬ ডাঃ)—রোগী যাতনায় দুই পেট এক করে; ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া বাহ্যে; তলপেট ভারী ও অতিশয় ফাঁপা, জিহ্বা সাদা, পেট টিপিলে আরাম বোধ করে, অতিশয় পেট বেদনা। এই ঔষধটী প্রধান ঔষধ।

নক্সভমিকা ৬ বা ৩০।—বার বার অল্প বাহ্যে, তরল মল ও আমরক্ত মিশ্রিত। বাহ্যের পর কোতানি নরম পড়া।

পল্‌সেটিলা ৬।—সন্ধ্যায় বেশী; আমের ভাগ অধিক। ঘৃতপক্ক বা চর্ব্বি যুক্ত খাদ্যে পীড়া আনীত।

রসটক্স ৬।—মাছ ধোওয়া জলের মত বাহ্যে। রাত্রিতে জ্বর, অস্থিরতা; পিপাসা ইত্যাদি।

কলচিকম ৬।—শরৎকালীন পীড়া।

আর্সেনিক—(৩০ ডাঃ) রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলে, আহারের অনিয়ম, বরফের কুল্‌পি খাওয়া প্রভৃতি ইহার কারণ, রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইলে মুখ চোখ বসিয়া নীলবর্ণ দেখায়, মুখে দুর্গন্ধ হইলে, এই ঔষধে কার্য্য করে, কাল ও ঘনঘন বাহ্যে। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের সহিত পেট ফাঁপা বর্ত্তমান থাকিলে কার্ব্বভেজি ১২ ডাঃ ব্যবস্থেয়।

সল্‌ফর—(৩০ ডাঃ) অন্য ঔষধের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ইহা দিতে হয়, যাহাদের অর্শ কিম্বা চর্ম্মরোগ থাকে তাহাদিগের পক্ষে ইহা চমৎকার ঔষধ। বাহ্যের সময় গুহ্য দ্বার টন টন করে ইহার একটি লক্ষণ। এই রোগে দিবসে তিনবার ঔষধ সেবন করিলেই যথেষ্ট হয়, পীড়া কঠিনাকার ধারণ করিলে অন্য ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য।

উদরাময়।

নিদান—পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে পাতলা বাহ্যে হওয়া, বাহ্যে কখন জলবৎ, কখন পিত্ত সংযুক্ত হইয়া থাকে। বহুবিধ কারণে এই পীড়া হয়, আহারাদির অনিয়ম, শীত বা গ্রীষ্মের আধিক্য, অতিরিক্ত পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ প্রভৃতি ইহার উদ্দীপক বা প্রধান কারণ; এই রোগের প্রথম হইতে দুশ্চিকিৎস্য হয়!

ঔষধ।

চিকিৎসা—পথ্যের দিকে প্রথম দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

রোগের নূতনাবস্থায় বার্লি, আরারুট, গাঁদালের ঝোল ব্যবস্থা করা উচিত। পুরাতনাকার ধারণ করিলে, রোগী যাহাতে দুর্ব্বল না হয়, এজন্য অল্প দুধ, পুরাতন চাউলের অন্ন, সুমৎস্যাদির ঝোল দেওয়া যায়, রোগের কারণ অনুসারে ঔষধ নিম্নে লিখিত হইল।

অহিফেন সেবনকারী দিগের উদরাময়ে—বেলাডনা, নক্স-ভমিকা, ডাঃ ৬। জলে ভিজার জন্য একোনাইট, রসটক্স ডলকামারা ৬। তৈলাক্ত দ্রব্য ভক্ষণে, পল্‌সেটিলা, কার্ব্বভেজী ১২। দুগ্ধ পানে উদরাময়—আর্সেনিক, সলফর ৩০। পারদ ব্যবহার হেতু হিপার সলফর। ভয় হেতুক উদরাময়ে,—একোনাইট, ওপিয়ম ৬। রাত্রি জাগরণে, সুরাপানে বিরেচক দ্রব্য গ্রহণ—নক্সভমিকা, কার্ব্বভেজ। বিষাদ জন্য হইলে, ক্যামমিলা। হঠাৎ শৈত্যলাগা-ব্রাইওনিয়া, একোনাইট। শোক জন্য, ওপিয়ম, কফিয়া।

রুবিনীর ক্যাম্ফর—হঠাৎ উদরাময়, অতিশয় শীত বোধ হয় এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ। পেট বেদনা, হাত, পা, বরফের মত ঠাণ্ডা ইত্যাদি।

মাত্রা—চিনির সহিত দুই চারি ফোটা মিশাইয়া প্রত্যেক বাহ্যের পর খাইতে দিবে। বাহ্যে বন্ধ হইলে ঔষধ বন্ধ থাকিবে।

পল্ সেটিলা—(৬ ডাঃ)—শাদা শাদা অথবা আম বাহ্যে, ঘৃতাক্ত দ্রব্য ভক্ষণে উদরাময় আনীত হইলে; উদ্গার ও মুখে জল উঠা থাকিলে।

ব্রাওনিয়া—(৬ ডাঃ)—গ্রীষ্মকালের পেটের অসুখে ব্যবহার্য্য, রৌদ্রে বেড়ানর পর উদরাময়।

সিনা—(৩০ ডাঃ)—ক্রিমিজনিত পেটের অসুখ, সাদা ছাক্‌রা ছাক্‌রা বাহ্যে, চুনের জলের ন্যায় মূত্র, নিদ্রিত সময় চম্‌কে চম্‌কে উঠা, দাঁত কিড় মিড়্ করা, নাক খোঁটা এই ঔষধের প্রধান লক্ষণ।

চায়না ১২।৩০।—দুর্ব্বলতা ইহার প্রধান লক্ষণ।

ক্যামোমিলা—(১২ ডাঃ) ছেলেদের পক্ষে এই ঔষধটী বড় ভাল, সবুজ বর্ণের মল, পচা ডিমের মত দুর্গন্ধ।

ইপিকাক—(৬ ডাঃ)—বাটীর সকলের যখন অসুখ হয়, সর্ব্বদা গাবমি থাকে, সবুজ বর্ণ ও সাদা শ্লেষ্মার ন্যায় বাহ্যে।

এন্টিমক্রুড(৬—ঢেকুর উঠা ইহার প্রধান লক্ষণ।

ভিরেট্রাম—(১২ ডাঃ)—পেট ডাকা, জলের মত বাহ্যে হাত, পা, ঠাণ্ডা প্রভৃতিতে ইহা উপযোগী, বাহ্যের পরিমাণ অধিক, কপালে ঘর্ম্ম; পেট বেদনা করা।

আর্সেনিক্—(১২ ডাঃ)—জলবৎ ভেদ, পরিমাণে অল্প পেট ও গুহ্যদ্বার জ্বালাকরা, রোগী অস্থির; পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে জলপান, ফল ভক্ষণজনিত উদরাময়ে এই ঔষধ উপকার হয়; নাড়ীর লোপ হইলেও ইহাতে ফল পাওয়া যায়।

সর্দ্দি কাশি যুক্ত উদরাময়ে ফসফরাস ৬,৩০। শিশুদিগের যকৃতের ক্রিয়া খারাপ হেতু উদরাময়ে পডোফাইলম ৬। পেট অতিশয় বেদনাযুক্ত উদরাময়ে কলোসিন্থ ৬। প্রাতঃকালীন

উদরাময়ে এলোজ ৬। দীর্ঘকাল স্থায়ী উদরাময়ে এবং রোগী রক্ত বিহীন হইয়া ফেকাশে বর্ণ হইলে ফেরম ৬ ভাল।

এতদ্ ব্যতীত ঠাণ্ডা লাগিয়া উদরাময় হইলে ডল্‌কামরা ৬। গ্রীষ্ম ও শরৎকালীন উদরাময়ে আইরিস ভার্স ৬ আম রক্ত উদরাময়ে মার্কসল ৬,৩০ ও দেওয়া যায়।

অতিসারের সঙ্গে অধিক জ্বর বর্ত্তমান থাকিলে একোনাইট, রসটক্স ইত্যাদি ব্যবস্থা করা যায়।

পথ্যাদি - নূতন রোগে এরারুট, বার্লি; গাঁদালের ঝোল, চিড়ের ক্বাথ ইত্যাদি ব্যবস্থা।

উপদংশ বা গরমির পীড়া।

যাহাদের উপদংশ রোগ থাকে, তাহাদের সঙ্গে সহবাস করিলে উপদংশ রোগ হয়, এবং তাহাদের পান ও আহারের পাত্র, হুকা, বাঁশী প্রভৃতি লইলে বা তাহাদের শরীর হইতে বসন্ত বীজের টীকা গ্রহণ করিলে, ইহার বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াও উপদংশ রোগ হয় বা তাহার বিষ শরীর মধ্যে জন্মিয়া থাকে। পিতা মাতা হইতেও এই রোগ সন্তানে বর্ত্তে।

তরুণাবস্থায় অপবিত্র সহবাসের পর ৩ হইতে ৭ দিবস মধ্যে জননেন্দ্রিয়ের উপরে একটী ফুস্কুড়ি মত বাহির হইয়া ফুলিয়া উঠে এবং চুলকায়। তারপর সেই ফুস্কুড়ি গলিয়া গিয়া ক্রমশঃ ক্ষত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে—ইহাকেই প্রথমাবস্থা বা প্রাথ-

মারি সিফিলিস বলে। ইহার সঙ্গে জ্বর ও নিকটবর্ত্তী গ্রন্থী সমূহের স্ফীতি বিদ্যমান থাকে।

তারপর ৬।৭ সপ্তাহ মধ্যে রক্ত দূষিত হইয়া, জ্বর, সর্ব্বাঙ্গ আম্বাতেরমত দাগড়া দাগড়া হইয়া ফুলিয়া থাকে; নানাপ্রকারের চর্ম্ম রোগ হয়; অস্থি মধ্যে ও সন্ধি মধ্যে বেদনা লক্ষণ আসিতে পারে; ইহাকে দ্বিতীয়াবস্থা বা সেকেণ্ডারী সিফিলিস্ বলে।

অতঃপর বহুদিন পরে এই ব্যারাম ধাতুগত হইয়া নানা-প্রকার ক্ষত, বাত, হাতফুলা প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত করিতে থাকে। মুখ মধ্যে ক্ষত, নাসিকাভ্যন্তরে ক্ষত প্রভৃতি প্রকাশ পায়। অস্থি মজ্জা মাংস পেশী পর্য্যন্ত আক্রান্ত হয়। ইহাকে উপদংশের তৃতীয়াবস্থা কহে।

চিকিৎসা।

এই পীড়াটি বড়ই কঠিন ও ইহার চিকিৎসা অতিশয় জটিল। ইহাতে পারদ ঘটিত ঔষধ দিলে, শরীরে যথার্থই চোর তাড়াইতে ডাকাত প্রবেশ করান হয়। মুখ আনয়ন করা বা পারদ সেবন বিহিত নহে। হোমিওপ্যাথিক মতের মার্কসল্ দ্বারা কখন এরূপ কুফল হয় না।

ঔষধ ব্যবস্থা।

মার্ক-সল ৩,৬।—প্রথমাবস্থায় ক্ষত খুব লাল ও গভীর, সামান্য আঘাতে রক্ত পড়া ছোট ঘায়ের উপর দধির মত সাদা পদার্থ জমিয়া থাকা। চারিধার শক্ত হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়।

ইহাতে উপকার না হইলে, এবং সরের মত জমাট পূযযুক্ত ক্ষত হইতে পাতলা পূয নির্গত হইলে, মার্ক-করোসাইবস্ ৩ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

নাইট্রিকএসিড ৬।—ঘায়েরকিনারা উচ্চ; সহজে রক্তপড়া, পারদ ব্যবহৃত হইলে ; বিশেষতঃ দ্বিতীয়াবস্থায় ব্যবহারে ইহার দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ২ ড্রাম এসিড নাইট্রিক ১ পাইণ্ট জলে মিসাইয়া ঘা ধৌত করা ভাল।

আর্সেনিক ৬ ডাঃ।—ঘা পচিবার উপক্রম, তামার ন্যায় বর্ণ, জ্বালা, রক্ত বা দুর্গন্ধি রস পড়া। বেগুণে বর্ণের ক্ষতে ল্যাকেসিস ৬ দিতে হয়।

বেলাডনা ১ বা ৬। কুচকী ফুলিলে বেদনা ও লাল হইলে। এতৎ পরিবর্ত্তে কখন কখন ও ব্যাডিয়াগা মূল আরোক ঘাগীর উপরে ন্যাকড়া করিয়া ভিজাইয়া দিলে, ঘাগী

কালি আয়োড ১।—দ্বিতীয়াবস্থায়, বিশেষতঃ তৃতীয়াবস্থায়। অস্থিতে বেদনা, ফুলা, ক্ষোস, চর্ম্মরোগ, নাসিকা ক্ষত দুর্গন্ধ পূজ স্রাব ইত্যাদি।

অরম মেট। ১২।—নাসিকা হইতে পূয রক্ত স্রাব; দুর্গন্ধ শ্লেষ্মা ক্ষত, মুখের ভিতর ক্ষত, উপদংশ ও পারা বিষে দেহ জর্জ্জরিত।

পৈত্তিক পীড়াতে—মার্ক-সল, এসিড নাইট, সল্ফর উচ্চক্রম ভাল।

পারদ বিকৃতি জন্য নাইট্রিকএসিড, হিপার। অস্থি বেদনায়

জন্য ক্যালি আয়োড, মেজেরিয়ম। অস্থি ফুলা জন্য ফ্লুরিক এসিড, ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া। অস্থি ক্ষত বা বিনাশ জন্য—সাইলিশিয়া, ক্যালকেরিয়া-ফস্ ইত্যাদি।

সহকারী উপায়।—প্রবলাবস্থায় ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ও পুরাতন ক্ষেত্রে প্রত্যহ দুই তিনবার ঔষধ ব্যবহৃত হয়। তরুণ রোগে ক্ষত গরম জলে ধৌত করা ভাল। ডাল, ভাত, লুচি, হালুয়া এই রোগে সুপথ্য। মৎস্য মাংস বা দধি, ঠাণ্ডা পদার্থ ভাল নহে।

ওলাউঠা বা ভেদ বমি।

(কলেরা।)

এই পীড়াটি অতি সাংঘাতিক। ইহার নামেই প্রাণে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হয়! এই পীড়া এক প্রকার দূষিত বায়ু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন এক প্রকার কীটাণু শরীর মধ্যে খাদ্যের সহিত প্রবেশ করে। ইহা নানা প্রকার বিভক্ত. এক প্রকার পীড়া সহসা এক বা দুইবার দাস্ত হইয়া রোগী এককালীন অবসন্ন হইয়া পড়ে। আর এক প্রকার রোগ আছে, ভেদ বমন, খালধরা সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। ইহার বৈদ্যক নাম বিসূচিকা। ইহাতে তৃষ্ণা, ঘাম মূর্চ্ছা ভেদ বমন প্রভৃতি সমস্ত লক্ষণ থাকে। এই পীড়ার বিষ মলমূত্রে ও ঘর্ম্মে অবস্থিত হয়। যে কোনও প্রকারে মল, দুগ্ধ বা অন্য খাদ্য প্রভৃতিতে ধুলি রাশির দ্বারা মিশ্রিত হয়, মাছির দ্বারা এক দেহ হইতে অন্যের শরীরে এই রোগ সংক্রমণ করিয়া থাকে।

এই পীড়ার উত্তেজক কারণ মধ্যে—পীড়াগ্রস্ত স্থানে বাস. জলপান, আহারাদির অত্যাচার পচা মৎস্য বা ফল মূল ভক্ষণ, রেচক ঔষধ ব্যবহার। আমরা যত রোগী দেখি তাহার মধ্যে বার আনা লোকের আহারাদির অত্যাচার, রাত্রি জাগরণ, মদ্যপান. ইন্দ্রিয় পরিচালন ও কুভোজন হইতে উৎপন্ন খিচুড়ি, ক্ষীর, পোলাও পাঁঠা, লুচিমণ্ডা, শশা. তরমুজ, কুমড়া প্রভৃতি খাইয়া রোগ হইতে অনেক শুনা গিয়াছে। ভয়, মানসিক কষ্টাদি হইতেও রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ওলাউঠার কয়েকটী অবস্থা।

প্রথমাবস্থা।—রোগের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি, যথা, ভেদ বমন, নাড়ী ক্ষীণ হাতে পায়ে খাল ধরা বা পেটে বেদনা ইত্যাদি। প্রথমে পেটের ভিতরে কিরূপ বেদনা করে, পেট ডাকে ; প্রথমে মল, তৎপরে জলবৎ বা কুমড়া পচানি বা পান্তা ভাতের মত বর্ণ ভেদ হয়।

দ্বিতীয়াবস্থা।—বা রোগের বৃদ্ধি সীমা, রোগী সম্পূর্ণ ক্ষীণ-ভাবে থাকে, নাড়ি থাকে না বা মৃদু। ঘর্ম্ম. চোক মুখ বসা, প্রস্রাব বন্ধ, শরীর হিম, অসাড়ে ভেদ বা ভেদ বমি এককালীন বন্ধ, ইহাতে জ্ঞান লোপ হয় না, অস্থিরতা ও মৃত্যু ভয় লক্ষণ থাকে।

তৃতীয়াবস্থা।—প্রতিক্রিয়া।—যদি পীড়া শুভ হয় বা রোগী মারা না যায়, তবে পূর্ব্বের লক্ষণ সমূহ হ্রাস ও ক্রমেই

বন্ধ হইয়া গাত্র উত্তপ্ত হয়। জ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকে মলে পিত্ত আইসে।

বাড়ীতে কাহারও এই পীড়া হইলে রোগীর মলমূত্র বমি সরায় ধরিয়া সরায় বা প্যানে চুণ বা ছাই বা কার্ব্বলিক এসিড লোশন দিয়া দূরে ফেলিবে বা পুতিয়া ফেলিবে। রোগীর ছিন্ন বস্ত্রাদি পুড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

রোগীর ব্যবহৃত ঘর বা দ্রব্যাদি বিশেষরূপ পরিশুদ্ধ করিয়া লইবে। ধুনা গন্ধক পোড়ান আবশ্যক ও ফিনাইল, কার্ব্বলিক গুড়া ছড়াইবে। ঘরে চুণ কাম করিবে, কাপড় ইত্যাদি কার্ব্বলিক লোশন দ্বারা বা ফিনাইল দ্বারা ধৌত করিয়া লইতে হয়।

সুশ্রূষাকারীর হস্তে কিছু খাওয়া উচিত নহে। তিনি নিজেও যখন আহারাদি করিবেন, ভাল করিয়া, মুখ হাত কার্ব্বলিক লোশন বা চুণ দ্বারা ধুইয়া আহার করিবেন।

মলমূত্রে মাছি বসিতে না পারে, তাহার জন্য চুণের গুড়া বা ছাই ব্যবহার মন্দ নহে। ক্লোরাইড অভ্ লাইম সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। চিকিৎসকেরও রোগীর নাড়ী বা গাত্রাদি দেখিয়া, আহারের পূর্ব্বে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করা বিহিত।

প্রতিক্রিয়া বেশী হইলে প্রবলজ্বর চক্ষুলাল, মস্তিষ্কে রক্তা-ধিক্য প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিয়া থাকে; প্রস্রাব বন্ধ থাকে বা কখন কখন বেশী প্রস্রাব হইয়া থাকে। বিকার আসিয়া রোগীকে অভিভূত করিয়া মৃত্যু মুখে নীত করে।

অসম্পূর্ণ প্রতিক্রিয়া হইলে অর্থাৎ প্রতিক্রিয়াটা ভাল না

হইলে, প্রস্রাবও হয় না, নাড়ীরও জোর হয় না, ভেদবমিও বন্ধ থাকে না, রোগী অবসন্ন হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

কাহারও বা মূত্রবিকার হইয়া আক্ষেপ হইয়া থাকে। যকৃতের পীড়া, ফুস্ ফুসের পীড়া চক্ষুর পীড়া প্রভৃতি উপসর্গ আসিতেও পারে।

সহকারী উপায়।—চারি দিকে এই ভীষণ পীড়া হইতে থাকিলে, আহারাদিতে বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত। যাহার যেরূপ স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়ম অভ্যাস, তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে। কোমরে একটি পয়সা ফুটা করিয়া পরা উচিত। কুপ্রম ৩০, সপ্তাহে দুই দিবস সেব্য। নদী বা পুষ্করিণীর জলে যাহাতে ওলাউঠার বিষ বা মৃতদেহ ফেলা না হয়, বস্ত্রাদি কাচা না হয়, তৎপ্রতি মনোযোগ দেওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। নিতান্ত আবশ্যক হইলে জল সিদ্ধ করিয়া পান বা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

হরি সংকীর্ত্তনাদি, প্রফুল্লকর বিশুদ্ধ আনন্দ ভোগ করা উচিত। রোগীর ঘর পরিষ্কার রাখিবে। বিছানা বদলাইবে ও রৌদ্রে দিবে। গায় গরম কাপড় দিবে। ঘরে খুব আগুন করিবে।

অনর্থক ভয় বা আতঙ্ককে মনে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

সজল ও বাসি দুগ্ধ,—দোকানের খাবার, ধুলা লাগা খাদ্য প্রভৃতি এককালীন পরিত্যাগ করিতে হয়।

ওলাউঠার চিকিৎসা।—এই রোগে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী; অতএব গোড়া হইতে ভাল হোমিও-

প্যাথিক ডাক্তার দিয়া চিকিৎসা করাইলে বেশী রোগী আরাম হইতে পারে। প্রথম অথবা রোগের সূচনায় যতক্ষণ ভেদের রং হল্‌দে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চায়না, পল্‌সেটিলা, ক্যামোমিলা, নক্সভমিকা, প্রভৃতি ঔষধ উদরাময়ে যেরূপ লক্ষণ লেখা আছে, তাহা দেখিয়া ব্যবস্থা করিবে। ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় স্পিরিট ক্যাম্ফর বেশ কাজ করে। বিশেষতঃ যদি প্রথমে পাতলা দাস্তের সময় অবধি রোগী অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়ে ও চোক বসিয়া যায়, মুখের চেহারা নীলবর্ণ হয় হিমাঙ্গ অর্থাৎ গা হাত ঠাণ্ডা হয়, গলার স্বর বসিয়া যায়, তবে ক্যাম্ফর (৫ ফোটা করিয়া একটু চিনির সঙ্গে ২০।৩০ মিনিট অন্তর) সেবন করাইলে চমৎকার কাজ করে। কিন্তু সচরাচর ওলাউঠার প্রথম অবস্থায় ভেরেট্রাম্, আর ঘৃতপক্ক জিনিস খাইয়া রোগ হইলে পলসেটিলা, বা চায়না পালা করিয়া দিলে বেশ উপকার হয়। কখন কখন ওলাউঠার প্রথমে, ভেদের চেয়ে বমি বেশী হইতে থাকে, এরূপ স্থলে সর্ব্বদা গা বমি বমি করা বা সঙ্গে বমি হইতে থাকিলে ইপিকাক। জ্বালা করার সঙ্গে গায়ের কাপড় খুলিতে না পারা, ছট্‌ফট্‌ করা, একশত বার একটু একটু জলপান করা প্রভৃতি থাকিলে আর্সেনিক, একেবারে বেশী জল পান করিলে ভিরেট্রম এবং গায়ে কাপড় রাখিতে না পারা, খুব বেশী পিপাসা থাকা কাঠ নেকার ওঠা হাত ও পায় খিল ধরা প্রভৃতি থাকিলে সিকেল দিতে হয়। ছোট ছোট ছেলেদের ওলাউঠায় প্রথম হইতে ইপিকাক্, ক্যামোমিলা পালা করিয়া দিলে অনেক সময়েই বেশ উপকার হয়। ওলাউঠার সঙ্গে একটু আধটু খাল ধরিতে থাকা, ক্যাম্ফর কিম্বা ভেরাট্রম এল্‌বম খাইলেই যাইতে পারে,

কিন্তু বেশী খাল ধরিতে থাকিলে কুপ্রম, কিম্বা তাহাতে উপকার না হইলে সিকেল দিতে হয়। একোনাইট র‍্যাডিকস ১ বহুব্যাপক ওলাউঠার হিমাঙ্গ অবস্থায় হৃদপিণ্ডের ক্রিয়ার হীনতা ব্যাকুলতা মৃত্যু ভয়, শরীর শীতল, শ্বাস কষ্ট নাড়ী লুপ্ত প্রায়, উদরে খাল ধরা এবং সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ হয়। ভেরেট্রামে রোগীর কপালে শীতল ঘর্ম্ম হয় কিন্তু একোনাইটে উষ্ণ ঘর্ম্ম হইয়া থাকে। প্রথম হইতেই রোগীর অস্থিরতা ও মৃত্যু ভয় থাকিলে এই ঔষধ বিশেষ উপযোগী। অনেক চিকিৎসক এক মাত্র এই ঔষধেই ওলাউঠা আরোগ্য করিয়াছেন। ওলাউঠায় রক্ত ভেদ হইতে থাকিলে মার্কুরিয়স কর ও কার্ব্বোভেজিটেবলিস সেবন করাইবে। ওলাউঠার দ্বিতীয় অবস্থায় ভেরেট্রাম, আর্সেনিক. খাল ধরা থাকিলে কুপ্রম নতুবা সিকেল কিম্বা আর্সেনিক পালা করিয়া সেবন করাইবে। হিমাঙ্গ ও নাড়ী ছাড়িয়া গেলে অধিকাংশ স্থলে আর্সেনিক আর তার সঙ্গে কার্ব্বোভেজিটেবলিস ৩০ ডাঃ পালা করিয়া দিবে, গা জ্বালা, পিপাসায় ছট্‌ফট্‌ করা প্রভৃতি আর্সেনিক দিবার লক্ষণ পেট ফাঁপা বাতাস ভাল লাগা, মুখে আটা ঘাম হওয়া, হিমাঙ্গ, ভেদ ও বমি বন্ধ থাকা প্রভৃতি কার্ব্বো দিবার লক্ষণ :—এই দুইটী ঔষধ খাওয়াইয়া উপকার না হইয়া রোগীর অবস্থা ক্রমে ক্রমে আরো খারাপ অর্থাৎ রোগী প্রায় মরার মত হইতে থাকিলে হাইড্রোসিয়ানিক এসিড ৬,১০।১৫ মিনিট অন্তর দিবে। ওলাউঠার প্রথম হইতে যদি আর কোনও ঔষধ খাওয়া হইয়া থাকে বা অনেক ঔষধ ব্যবস্থা হইয়া থাকে, তাহা হইলেও এই ঔষধ দ্বারা প্রতিক্রিয়া হইতে পারে। গাত্র ঠাণ্ডা ও নীল বর্ণ

হাত পায়ে খিল লাগা মূর্চ্ছাভাব বা দেখিতে শুনিতে ভাল না পাওয়া গা ঠাণ্ডা অথচ বাতাস দিতে বলে, তন্দ্রাভাব প্রভৃতি ইহার লক্ষণ ; এই অবস্থায় ক্যাম্ফর দিতেও পারা যায়।

প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইলে ভেদ বমি কমিয়া যায়, নাড়ী আবার ভাল হয় কিন্তু রোগী বড় দুর্ব্বল দেখিলে ২।১ মাত্রা চায়না ১২ দিবে। প্রস্রাব না হইলে এবং প্রস্রাবের জন্য ক্লেশ হইতে থাকিলে, ক্যান্থারিস ; ও চক্ষুলাল ভুলবকা প্রস্রাব বন্ধ মস্তিষ্ক বিকার লক্ষণ দেখিলে বেলাডনা ৩০ডাঃ, ষ্ট্রামোনিয়ম ৩০, কখন কখনও হায়সায়েমস্ ৩০শ প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হয়।

তন্দ্রাভাব বেশী দেখিলে ওপিয়ম ৩০, কৃমিসন্দেহ বা কৃমির লক্ষণ থাকিলে সিনা ৩০ বা ২০০ দুই একমাত্রা দিলে বড় উপকার হয়, বিশেষতঃ বালকদিগের পক্ষে।

হিক্কা হইতে থাকিলে বেলাডনা, নড়িলে চড়িলে হিক্কা হইলে —কার্ব্বভেজ ; হিক্কার সঙ্গে পেট বেদনা, অসাড়ে মল মূত্র স্রাব ফেনা উঠা—হায়সায়েমস্। উচ্চশব্দ বিশিষ্ট হিক্কায় সিকিউটা ৬

ছোট ছেলেদের পক্ষে ইগ্নেসিয়া ৩০, শব্দবিশিষ্ট হিক্কায় সাইকিউটা কুপ্রম ৬, সলফর ৩০, প্রভৃতি দ্বারা অনেক হিক্কা ভাল করিতে দেখিয়াছি। বেলাডনা, নক্স ভমিকা ইহার ভাল ঔষধ।

এতদ্ব্যতীত প্রস্রাব করাইবার জন্য টেরিবিন্থ ৬ ব্যবস্থা হয়। পিচকারির মত দাস্ত হইলে ক্রোটন, সাইনাইড অব্ পটাশ এবং শেষ অবস্থায় কোব্রা দিতে হয়। স্ত্রী লোক দিগের এই ব্যারাম অবস্থায় ঋতু দেখা দিলে প্রথমে দুই একবার পলেসেটিলা দিয়া তৎপরে এই সকল ঔষধ প্রযুজ্য।

পরবর্ত্তী জ্বর।

ইহার পর সামান্য জ্বরে একোনাইট ৩, ২।৩ মাত্রা দিলে শীঘ্র সারিয়া যায়, ইহাতে উপকার না হইলে এবং গাত্র বেদনা শুষ্ক কাশী বকুতে বেদনা, পিপাসা থাকিলে ব্রায়োনিয়া ৩০, একটু অস্থিরতা অতিসার প্রভৃতি থাকিলে উহার সঙ্গে রসটক্স ৩০, পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিতে হয়।

পরবর্ত্তী উদরাময়।

পেটের অসুখ প্রায় চায়না দিবার পরেই যায়। যদি তাহাতে উপকার না হয় তবে ফস্ফরিক এসিড ১২, দিলে যায়; নক্স ভমিকা, কদাচিৎ পলসেটিলা প্রয়োজন হয়।

কষ্টকর বমন লক্ষণ থাকিলে ইপিকাক, তাহাতে না সারিলে ইউপেটোরিয়ম বা নকসভমিকা, কদাচিৎ কাট নেকার পক্ষে পডোফাইলম উপকারী হয়। দুর্ব্বলতা জন্য চায়না বা এসিড ফস্ফরিক ১২ উৎকৃষ্ট।

ওলাউঠার পিপাসা।

ইহার জন্য সময়ে সময়ে বড় ক্লেশ হয়। একোনাইট, আর্সে-নিক, দ্বারা না যাইলে মার্কসল ৬ বা ৩০ দিয়া বড় সুফল লাভ হইয়াথাকে।

মন্তব্য।—আমাদের দেশে এক্ষণে বেদনা শূন্য ভেদ বমি হইতে আরম্ভ হইয়াছে; অর্থাৎ পেটবেদনা করে না। পাতলা বাহ্যে

বা [illegible]

ফাইলাম ৬ উৎকৃষ্ট ঔষধ। ভিরেট্রামের বিপরীত লক্ষণ দেখিলে এই ঔষধ দিবে।

গ্রীষ্মকালীন ওলাউঠা; পেট জ্বালা বুক জ্বালা এবং গুহ্য দ্বার পর্য্যন্ত জ্বলন লক্ষণে আইরিস ভার্সি উৎকৃষ্ট ঔষধ। চারি দিকে বসন্ত হইলে এবং এমন সময় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব দেখিলে বিশেষতঃ ইপিকাকের মত লক্ষণ থাকিলে এন্টিম-টার্ট প্রয়োগ করিলে সুফল পাইবে।

শুশ্রূষা।

রোগীকে বেশ পরিষ্কার ভাবে রাখিতে চেষ্টা করিবে। গৃহে বায়ুর চলাচল থাকা আবশ্যক। লোকজন বেশী ভিড় করিতে দিবে না; একজনে অপারগ হইলে দুইজনে শুশ্রূষা করিবে।

খাল (খল্লি) ধরিতে থাকিলে, এক জন বার্লি বা ময়দার গুড়া ঘষিতে থাকিবে, বা বোতলে গরম জল পূরিয়া সেক দিবে। নুটীর সেক দেওয়া মন্দ নহে। হিমাঙ্গাবস্থা দেখিলে পা ও পায়ের তলায় এরূপ সেক দিতে ভুলিবে না।

পিপাসার জন্য জল দিবে তবে এককালীন বেশী জল দিবে না; বমন নিবারণ জন্য শীতল জল দিবে। বরফ জল দিবে না' তবে গ্লাসের চারি ধারে বরফ রাখিয়া দিয়া, জল ঠাণ্ডা করিয়া লইয়া সেই জল দিবে। বরফে অনেক প্রকার পদার্থ মিশাল থাকে। এবং শৈত্য ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া ভাল নহে।

পেট ফাঁপার জন্য সোরার জল পটি পেটের উপর নাভির নীচে পর্য্যন্ত দেওয়া ভাল। ইহাতে প্রস্রাব হয়।

প্রতিক্রিয়া ভাল হইলে ও নাড়ী আসিলে তখন জল সাগু বেদনা রস, আরারুট দিয়া সহ্য হইলে, ক্রমে যবের মণ্ড পান্ধালের ঝোল কিছু দিন দিয়া, পরে অন্নের মণ্ড, ও মৎস্যের ঝোল ব্যবস্থা করিবে।

অহিফেন বা গাঁজা সেবীদিগকে অবশ্যই তাহাদের নেশা বন্ধ করান হইবে না। তবে পরিমাণ কিছু কম করিয়া দেওয়া ভাল। নেশা করাইয়া তৎপরে ঔষধ দিবে। তামাক খাইতে দেওয়া ভাল নহে।

বিসূচিকা চিকিৎসার সার অংশ।

ক্যাম্ফর।—হঠাৎ ও অসময়ে ভেদ।

ভেরেট্রম ৩, ৬।—ভেদ, বমি, পেটে বেদনা, পিপাসা ও অধিক পরিমাণে জল খাওয়া। কপালে শীতল ঘর্ম্ম।

আর্সেনিক ৩, ৬, ৩০।—পিপাসা কিন্তু অল্প পরিমানে জল খাওয়া, গাত্র দাহ,

ইপিকাক ৩, ৬,।—ভেদ ও বমন অতিশয় ও অনবরত গা বমি বমি করা,

কুপ্রম ৬।—পেটে খিল ধরা।

সিকেলি ৬,।—অতিশয় অসহ্য খিল ধরা। হাতে পায়ে

বেলেডনা ৬, ৩০।—হিক্কা, চক্ষু রক্ত বর্ণ, বিকার।

হায়সায়গাস ৬, ৩০।—বিকার, মৃদু প্রলাপ, প্রবল বিকার রোগী কামড়াইতে যায়।

ষ্ট্রামনিয়ম ৬, ৩০।—লাফাইতে যায় চিৎকার করে ও ক্রন্দন করে।

কার্ব্ব ভেজ ৬, ৩০।—নাড়ী বিহীনতা, পেট ফাঁপা। পাকার বাতাস ভাল লাগে।

এসিড হাইড্রোসেনিক ৬।—হিমাঙ্গ; নাড়ী বিহীন শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট।

কোব্রা ৬।—হিমাঙ্গ, নীলবর্ণ মুখে গাঁজা উঠা।

একোন র‍্যাড ১।—বহু ব্যাপক ওলাউঠায় ভেরেট্রমের সমুদয় চিহ্ন। কেবল কপালে গরম ঘর্ম্ম, মৃত্যু ভয়, অসহ্য যন্ত্রনা।

সিনা ১, ৩, ৩০, ২০০।—ক্রিমি জন্য ওলাউঠায়।

এনটিম টার্ট ৬।—ইপিকাকের লক্ষণ। বসন্ত রোগের পরবর্ত্তী ওলাউঠায়।

মারকুরিয়াস কর ৩, ৬,।—ভেদের সময় রক্ত বা শ্লেষ্মাযুক্ত বাহ্যে।

রসটক্স ৩, ৬,।—ঠাণ্ডা লাগিয়া ও মৎস্য ধোওয়া জলের মত ঈষৎ লালবর্ণ ভেদ। শয্যা পরিবর্ত্তন।

আইরিস ৩, ৬,।—গ্রীষ্ম ও শরৎকালীন ওলাউঠায় গুহ্য দ্বার জ্বালা করা ও পেটে অতিশয় বেদনা।

জ্যাটোফা ৬।—পেটে অতিশয় গড় গড় শব্দ।

রিসিনাস ৬। —পেটে বেদনা শূন্য কলেরায়। সর্ব্বদা মল ত্যাগের ইচ্ছা যেন গুহ্য দ্বারে ডেলা রহিয়াছে।

ক্রোটন ৩, ৬, ।—পুরাতন উদরাময় হইতে ওলাউঠায়। পিচকারি দেওয়ার মত মল নির্গত হয়।

ক্যান্থারিস ৬, ।—প্রস্রাব করিবার চেষ্টা কিন্তু প্রস্রাব হয়না

টেরিবিন্থ ৬, ।—ক্যান্থারিসে ফল না দর্শাইলে এই ঔষধ।

ওপিয়ম ৬, ৩০ ।—রোগীর তন্দ্রা বা আচ্ছন্নভাব।

পলসেটিলা ৬ ।—ওলাউঠার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগের রজঃ স্রাব হইলে এই ঔষধ ২।১ বার দিয়া পরে অপর ঔষধ ব্যবস্থা।

ট্যাবেকম ৬ ।—কিছুতেই বমি নিবারণ না হইলে ও অত্যন্ত কাঠ উকি থাকিলে এই ঔষধ।

ফসফরাস ৬, ৩০ ।—জলপানের ২।১ মিনিট পরেই বমি অর্থাৎ জল পেটে গিয়া উষ্ণ হইয়াই বহির্গমন করে।

নক্স ভমিকা ৬ ।—নেসাখোরের পক্ষে, হিক্কার প্রথম অবস্থায়।

সাইকিউটা ৬ ।—বেলাডনা, নক্স ভমিকা হিক্কা বন্ধ না হইলে এই ঔষধ। সশব্দে হিক্কা

এসিড ফস ৬, ৩০ ।—ধাতু দুর্ব্বলতা অতিশয় ঘর্ম্ম।

মারকিউরিয়াস সল।—অতিরিক্ত ঘর্ম্ম। অসহ্য পিপাসা।

ক্যামমিলা ৬, ১২।—শিশুদিগের কলেরা নানা রং এর বাহ্যে—

চায়না ৬, ৩০।—ভেদ বমির পরে দুর্ব্বলতা। কোন প্রকার স্রাবের পর দুর্ব্বলতা।

পটাশ সাইনেড ৬।—রোগী মৃতবৎ। নিস্পন্দ

কাণ কামড়ানি বা কর্ণশূল।

কখনও প্রদাহ জন্য, কখনও অন্যকারণে কর্ণশূল রোগ জন্মে। এই রোগ সামান্য হইলেও, ইহার যন্ত্রণা সামান্য নহে। ইহাতে কর্ণের মধ্যে খনন করা, বা ছিন্ন করণবৎ বা দপ দপ করা বেদনা প্রবলরূপে অনুভূত হয়। কখন কখন ও কর্ণে অসহ্য সোঁ সোঁ শব্দ হইতে থাকে। বালক বালিকা গণ যন্ত্রণা বলিতে পারে না, কেবল কাণের দিকে হাত দিতে থাকে, মাথার চুল টানে, এবং থাকিয়া থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠে। কখন কর্ণের উপরে বা মধ্য ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক হইয়া পাকিয়া উহা হইতে পুঁজাদি নির্গত হয়, এই সময় রোগী একটু ভাল থাকে।

কারণ।—ইহা প্রায় হিমভোগ বা ঠাণ্ডা লাগিয়া হইয়া থাকে হামজ্বর প্রভৃতি হইতেও ইহার উৎপত্তি ঘটে। স্বাভাবিক কারণে ইহা হইতেও দেখা যায়, কানে জল গেলে, বা কাণে সজোরে শীতল বায়ুর ঝাপ্‌টা প্রবেশ করিলে, ইহা হইতে পারে। কাণে পিপীলিকা গেলে, অনর্থক কাণে খোঁচাখুচি করিয়া, শেষে প্রদাহ আসিতে পারে। ফলতঃ এই পীড়া সামান্য হইতেই উৎপন্ন ঘটে কিন্তু বড়ই যন্ত্রণাপ্রদ।

চিকিৎসা।

একোনাইট।—(১ বা ৩ ডাঃ) হিম সর্দ্দি বা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া কিম্বা কর্ণ হইতে কোন প্রকার পুরাতন নিঃসরণ রুদ্ধ হইয়া প্রবল কর্ণ শূল হইলে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

বেলাডোনা।—(৩, ৬, বা ৩০ ডাঃ) কানের মধ্য স্থানে খনন বা ছিদ্র করার ন্যায় বেদনা কানের মধ্যে সোঁ সোঁ গুন্ গুন্ শব্দ হওয়া, কাণে গোলমাল সহ্য হয় না। মাথা ও চক্ষে অত্যন্ত বেদনা ও মাথায় উষ্ণানুভব ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যামোমিলা। —(৬, বা ১২ ডাঃ) কাণের মধ্যে স্থানে স্থানে ছুরি বিধনের ন্যায় প্রখর বেদনা যাহা হিম লাগিয়া অথবা ঘর্ম্ম রুদ্ধ হইয়া উৎপন্ন হয় ; বেদনার দরুণ রোগী পাগলের ন্যায় অস্থির হইয়া ছুটিয়া বেড়ায়, বহির্ব্বায়ুতে বা রাত্রি যোগে বেদনার বৃদ্ধি, রোগী শিশু বা অল্প বয়স্ক বালক বালিকা হইলে অত্যন্ত খিট্ খিটে হয় ও তাহাকে সর্ব্বদা কোলে করিয়া না বেড়াইলে শান্ত হয় না ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ডলকামারা।—(৩ বা ৬ ডাঃ) রাত্রিতে শয়ন অবস্থায় রোগের বৃদ্ধি; বহির্ব্বায়ুর প্রত্যেক বার শীতল পরিবর্ত্তনে বেদনার বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস ৩ ক্রমের গুড়া বা ৬ ডাঃ।— যখন কানের মধ্যে পূঁজ হইবেই এরূপ স্থিরীকৃত হয়, কাণে ছিড়িয়া ফেলা বা কুট কুট করার ন্যায় জ্বালাযুক্ত বেদনা গাল

পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; প্রচুর পরিমাণে ঘর্ম্ম হয়, তদ্দারা বেদনাদির কোনও উপশম হয় না; রাত্রিযোগে ভিজা, বা আর্দ্র বায়ু বা বৃষ্টিতে বেদনার বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

পল্‌সেটিলা।—(৩ বা ৬ ডাঃ) কানে ছুরী বিঁধান বা ছিঁড়িয়া ফেলার ন্যায় বেদনা; কাণের ছিদ্র বন্ধ হইয়াছে, এরূপ অনুভূত হয়, কান হইতে অতি প্রবল বেগে কোন পদার্থ বাহির হওয়ার উপক্রম হইতেছে এরূপ অনুভূত হয়; কর্ণের বহির্দ্দেশে লালবর্ণ, উষ্ণ ও স্ফীত। যাহারা শান্ত প্রকৃতি বিশিষ্ট ও যাহারা সর্ব্বদাই সামান্য কারণে ক্ষোভাদি প্রকাশ করে, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। সন্ধ্যার সময় বেদনাদির বৃদ্ধি এবং সামান্য কারণেই রোগী শীত অনুভব করে ইত্যাদি এই ঔষধের বিশেষ প্রাকৃতিক লক্ষণ।

ঔষধের মাত্রা।—রোগের অবস্থানুসারে ২।৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ঔষধের একমাত্রা সেব্য।

আনুষঙ্গিক উপায়।—কর্ণশূলে কর্ণের মধ্যে কোন প্রকার তৈল আফিনের আরক. লডেনাম ইত্যাদি পদার্থ ঢালিয়া দেওয়া উচিত নহে। কারণ উহা দ্বারা উপকার না দর্শিয়া বরং অনেকের অপকার হইতে দেখা যায়। উষ্ণজলে ফ্ল্যানেল কাপড় ভিজাইয়া নিঙড়াইয়া অথবা কয়লার আগুণে ফ্লানেল কাপড় গরম করিয়া কর্ণের উপর বা উহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে সেক দিলে বেদনাদির আশু উপশম হয়। উষ্ণ জলে এক টুকরা স্পঞ্জ ভিজাইয়া উহা কর্ণের চতুষ্পার্শ্বে দিয়া শুকনা কাপড় দিয়া বাধিয়া রাখিলেও বেদনাদির অনেক উপশম হইতে দেখা যায়।

কান দিয়া পূঁজ পড়া।

পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি অপেক্ষা শিশু ও বালকদিগের মধ্যে এই পীড়া সচরাচর বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কর্ণ হইতে পূঁজ মিশ্রিত এক প্রকার তরল পদার্থ নির্গত হয়, উহা সময় সময় বড়ই দুর্গন্ধ হইয়া থাকে। কখনও কখন বন্ধ হইয়া যায় পুনর্ব্বার প্রকাশ পায়। গণ্ডমালাধাতু শিশুদিগের বসন্ত বা হাম রোগের পরে এই পীড়া হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসাদি ও সহকারী উপায়।

কাণ সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিবে। কান হইতে পূঁজ গড়াইয়া কানের বাহিরে যাহাতে না লাগে তৎ প্রতি মনোযোগী হইবে, কেননা এই রূপ পূঁজ লাগিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত ঘা হইতে দেখা যায়, কানে সাবধানে পিচকারী দিবে কারণ অনেক সময় পিচকারী দেওয়ার দোষে পীড়া আরোগ্য হইতে পারে না। পাঁচ আউন্স পরিষ্কার জলে এক ড্রাম কার্ব্বলিক এসিড্ ও এক ড্রাম গ্লিসিরিন্, মিশাইয়া কানে পিচকারী দিবে। পীড়া পুরাতন হইলে শারীরিক স্বাস্থ্য বিধানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। রুগ্ন ধাতুর পক্ষে কড্‌লিভারঅইল খাওয়া ভাল।

ঔষধ ও চিকিৎসা।

আর্সেনিক।—(৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ) কর্ণ হইতে প্রচুর

পরিমাণে জ্বালাযুক্ত ক্ষতকারক ও দুর্গন্ধ যুক্ত পূঁজাদি নির্গত হয়; কানের মধ্যে সোঁ সোঁ গুন্ গুন্ শব্দ হয় ও কানে তালা লাগে বা রোগী কানে কম শুনে ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ।

বেলাডনা।—(৩ বা ৬ ডাঃ) আরক্ত জ্বরের পর কর্ণ হইতে পুজাদি নির্গত হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী, গ্রীবা-দেশস্থ অস্থিগুলি স্ফীত হয়, যাহা স্পর্শনে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত হয় বা টাটায়; কানের মধ্যে সোঁ সোঁ বা গুন্ গুন্ শব্দ হয় ও কানে তালা লাগা বা কম শুনা ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্বনিক।—(৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ) গণ্ড মালা ধাতুবিশিষ্ট, স্ত্রীলোক বা শিশু বা ছোট বালক বালিকাগণের কর্ণ হইতে পূঁজ নির্গত হইলে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। কর্ণ, বিশেষতঃ দক্ষিণ কর্ণ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পূঁজ নির্গত হয়; রোগী শীর্ণ হইয়া যায় এবং তাহার উদর স্ফীত বা মোটা হয় অথচ তাহার ক্ষুধা স্বাভাবিকই থাকে; গ্রীবার গ্রন্থি স্ফীত; পায়ের পাতা ভিজা ও আর্দ্র ইত্যাদি।

হিপার সালফিউরিস ৩ ক্রমের গুড়া।—(৬ বা ১২ ডাঃও লাগে) রোগী গণ্ডমালা ধাতু বিশিষ্ট; কর্ণ হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পূজ নির্গত (*M*ercury) অপব্যবহারের পর কর্ণ হইতে পূজাদি নির্গত হইলে এই ঔষধ উপকার দর্শে।

লাইকোপডিয়ম্।—(৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ) কর্ণ হইতে ক্ষত কারক পূজ নির্গত হয়; কানে কম শুনা; গণ্ডমালা জনিত অসুখ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

মার্কিউরিয়াস সলিউবিলিস।—(৩ ক্রমের গুড়া বা ৬ ডাঃ) অত্যন্ত দুর্গন্ধ যুক্ত পূজ নির্গত হওয়া ও কর্ণের বহির্দ্দেশে ক্ষত হওয়া, কাণে কম শুনা ও কানের ছিদ্র রুদ্ধ হওয়া ন্যায় অনুভূত হওয়া, মুখমণ্ডলে ফোড়ার ন্যায় ফুস্কুড়ি ও শরীরের নিম্ন ভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্কুড়ি বাহির হওয়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা। উপদংশ বা গরমি রোগের দোষে রোগ উৎপন্ন হইলে এই ঔষধ আরও উপকারী।

পল্‌সেটীলা ৩০।—কাণ হইতে শ্লেষ্মার মত পদার্থ বা গাঢ় পূজ নির্গত হওয়া কাণে কম শুনা; কাণ বন্ধ হইয়া রহিয়াছে এরূপ বোধ; কাণের মধ্যে ছিড়িয়া পড়া বা সূচী বিধান মত বেদনা; সন্ধ্যা বা বৈকালে বৃদ্ধি।

সাইলিসিয়া ৩০।—কাণ বন্ধ হইয়া থাকে, কানের ভিতর এক প্রকার শব্দ হয়। কান দিয়া জলবৎ তরল পূজ নির্গত হয়, কানের বহির্দ্দেশ স্ফীত হওয়া; গণ্ডমালা ধাতু ইত্যাদিতে উপযোগী।

সল্‌ফর ৩০।—কর্ণ হইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত পূজ নির্গত হওয়া; কাণের পশ্চাতে চুলকানি ও তাহা হইতে রক্ত পড়া, কোনও প্রকার উদ্বেগ বা চর্ম্ম রোগ সহ বা পরে পীড়া প্রকাশিত হইলে ইহার দ্বারা বিশেষ ফল লাভ হয়।

ক্যালি-মিউর—৬ষ্ঠ চূর্ণ। এই ঔষধের দ্বারা অনেক স্থানে, কার্য্য হইয়াছে।

কানের ভিতর ভোঁ ভোঁ করা

ইহাতে কর্ণের ভিতর এক রকম ভোঁ ভোঁ শোঁ শোঁ ফিস ফিস শব্দ শুনা যায়, কোন কঠিন পীড়ার পর স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা হেতু হয়। এই পীড়া হইতে ক্রমশঃ বধিরতা হইতে পারে।

চিকিৎসা।

কর্ণে মেঘ গর্জ্জনবৎ শব্দ হইলে কানের ভিতর চুলকাইলে নক্স ভূমিকা ৬, ৩০। কর্ণে কোন বাদ্য যন্ত্রের শব্দে ও গুন গুন শব্দে এসিড ফস, কুইনাইন খাইয়া কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ হইলে চায়না ৩০। মস্তকে রক্ত সঞ্চয় জনিত কর্ণে শব্দ হইলে বেলেডোনা ৬। ভেদ বমনের পর কাণে গুন গুন শব্দ হইলে ভিরেট্রাম এল্বম ৬। পারা ব্যবহারের পরে কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ হইলে নাইট্রিক এসিড ৩০। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতার দরুণ কাণে কলের গাড়ীর ন্যায় হিস হিস শব্দ হইলে ডিজিটেলিস ৬।

কর্ণ ব্রণ।

কর্ণের ভিতর ছোট ছোট ফুস্কুড়িরমত হইয়া অত্যন্ত বেদনা হয় লাল হয় এবং ফুলিয়া উঠে। ইহাতে শ্রবণ শক্তির হ্রাস পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

প্রথমে কাণ ফুলিয়া উঠে লাল হয় বেদনা হয় তৎসঙ্গে

দপ দপ করিলে বেলেডোনা ৩। বেলেডোনা মূল আরক এক ভাগ ও জল ৯ ভাগ মিশাইয়া কর্ণে প্রয়োগ করিলেও উপকার হয়।

কাণে পূজ হইবার উপক্রম হইলে ও অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিলে মার্কুরিয়স সল ৬। নিশ্চয়ই পূঁজ জমা হইতেছে জানিতে পারিলে শীঘ্র পাকাইবার জন্য হিপার সলফার ৩০। কাণে ক্ষত হইলে সাইলিসিয়া ৬, পরে ক্যালকেরিয়া ৩০ দিলে আর পুনরাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না।

কামলা বা নেবা।

লক্ষণ। ইহা স্বয়ং কোন রোগ নহে; যকৃতের পীড়ায় একটী লক্ষণ মাত্র। ইহাতে সমুদায় শরীর এবং চক্ষুর শ্বেতাংশ হরিদ্রা বর্ণ হয়; রোগীর কর্দ্দম বা সফেদার ন্যায় বাহ্যে হয়। মুখে স্বাদ থাকে না, কখন কখন সর্ব্বশরীর চুলকায়; যকৃত প্রদেশে ঈষৎ বেদনা অনুভূত হয়। নাড়ীর মন্দ গতি হয়, কখন প্রাতে কখন বৈকালে জ্বর প্রভৃতি লক্ষণ থাকে।

কারণ। মানসিক উত্তেজনা পালা জ্বর, আর্সেনিক ও কুইনাইনের অপব্যবহার বা মাদক দ্রব্য পান প্রভৃতি ইহার মুখ্য কারণ, পাথরি হইয়া পিত্ত বহির্গমন রোধ প্রভৃতিও ইহার কারণ মধ্যে পরিগণিত।

চিকিৎসা।

ব্রাওনিয়া ৬ ডাঃ।—(যকৃত চাপিয়া ধরিলে বেদনা

অনুভব হয়। দক্ষিণ কাঁধে বেদনা, ওষ্ঠ শুষ্ক ও ফাটা ফাটা, কোষ্ঠ বদ্ধ হওয়া ইহার বিশেষ লক্ষণ।

ক্যামোমিলা (১২ ডাঃ)। নিতান্ত শিশুর নেবা রোগে বড় উপকারী। সবুজ বর্ণের বাহ্যে, সর্ব্বদা খিট খিটে হয়, কোলে না করিলে কোন মতেই শান্ত হয় না।

মার্কুরিয়স (৩০ ডাঃ)। জ্বর থাকুক বা নাথাকুক, এই ঔষধ ইহার পক্ষে বড় উপকারী। ক্ষুধামান্দ্য, অরুচি জিহ্বা ফাটা ফাটা, ঘর্ম্ম হওয়া, শাদা বাহ্যে প্রভৃতি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবহার করা যায়।

চেলিডোনিয়ম ৩। পাণ্ডুরোগ, তৎসঙ্গে যকৃত, স্কন্ধ-দেশে বেদনা, তিক্তাস্বাদ, গাঢ় লালবর্ণ জিহ্বা।

নক্স ভমিকা (৬ বা ৩০ ডাঃ)। যকৃতের স্ফীতি ও কঠিনতা, অরুচি, সেটেধরা বেদনা কোষ্ঠ বদ্ধ ও বার বার নিষ্ফল বাহ্যের বেগ। সকাল বেলায় পীড়ার বৃদ্ধি এই ঔষধের লক্ষণ।

পল্‌সেটিলা (৩০ ডাঃ)। সন্ধ্যা বেলা রোগের যাতনা বৃদ্ধি, সবুজ বর্ণের ভেদ। স্ত্রী গণের রজঃবন্ধ। পিপাসা হীনতা এই ঔষধের বিশেষ লক্ষণ।

সলফর। (৩০ ডাঃ) থাকিয়া থাকিয়া যকৃত প্রদেশে চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা। শরীর চুলকান, মাথা গরম, কখন কোষ্ঠ বদ্ধ কখন অতিসার। রোগ পুরাতনাকার ধারণ করিলে এই ঔষধে বেশ ফল হয়।

ঔষধের মাত্রাদি। রোগের বৃদ্ধি অনুসারে ঔষধের ব্যবস্থা। যদি কঠিন আকার ধারণ করে এবং তিন দিন

বৃদ্ধি পায় তবে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা ঔষধ দেওয়া যায়. অন্যথা দিনে দুই বার ঔষধ দেওয়াই যুক্তি সঙ্গত. পথ্যাদির নিয়ম যকৃত রোগে দ্রষ্টব্য।

কাসি।

কাসি একটী স্বতন্ত্র পীড়া নহে, ইহা ফুস্ ফুস শ্বাসনলী প্রভৃতির আনুসঙ্গিক লক্ষণ মাত্র। কোন বিকৃতি জন্য ফুস ফুস বা শ্বাসপথের মধ্যে শ্লেষ্মাদি জমিতে থাকিলে, উহা বাহির করিয়া দেওয়াই কাশির উদ্দেশ্য,—অর্থাৎ সশব্দে বায়ু বহির্গমনের নামই কাসি। সহজে শ্লেষ্মা উঠিলে উহাকে সরল এবং কোন রূপ শ্লেষ্মা না উঠিলে উহাকে কঠিন বা শুষ্ক কাসি কহে।

কারণ। ঠাণ্ডা লাগান, শিশির ভোগ, গরম হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডা হওয়া, রৌদ্রে ভ্রমণ করিয়া শ্রান্তাবস্থায় জলপান, চুণ, ধুম বা ধুলা নাসিকাতে প্রবিষ্ট হইলে কাসি হইতে পারে।

চিকিৎসা।

শুষ্ক ও শুষ্কভাব হইলে।—নিম্নলিখিত ঔষধ গুলি ব্যবহৃত হয়। একোনাইট্, বেলাডনা, আর্সেনিক, নক্স ভমিকা ইত্যাদি। ইহা সরল কাসিতেও ব্যবহৃত হইতে পারে তবে চিকিৎসা সুবিধার জন্য আমরা পৃথক ভাবে লিখিলাম।

একোনাইট ৩, ৬ ডাঃ।—শুষ্ক তরুণ কাসি, অস্থিরতা,

মুখমণ্ডল লাল, মাথাধরা, পিপাসা, গলার ভিতরে ও আলটা-করা মধ্যে শুষ্কতা ও জলন বা শুড় শুড় অনুভব. লাল ও স্বল্প মূত্র, কোষ্ঠ বদ্ধতা, জর ইত্যাদি।

মন্তব্য। এই ঔষধ দুই ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা সেব্য। ৩৪ বার সেবনে ঘর্ম্ম হইয়া বিশেষ উপকার করে। উষ্ণ জল সেবন করা কর্ত্তব্য।

বেলেডনা ৩, ৬।—শুষ্ক কাসি, অবিশ্রান্ত খক্ খক্ করিয়া দম আটকান কাসি, কাসিতে কাসিতে মুখ চোখ লাল হইয়া উঠে গলার ভিতর শুড় শুড় করা, মাথাধরা. রাত্রি কালে বৃদ্ধি, কাসি জন্য নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে।

ব্রায়োনিয়া ৬, ১২ ৩০।—শুষ্ক কাসি কাসিতে গেলে বোধ হয় যেন কপাল ও বক্ষঃস্থল ফাটীয়া যাইবে, কাসির পূর্ব্বে বমি, কাসিলে বক্ষঃ মধ্যে সূচী বেধাবৎ যাতনা. সরল কাসি, গলায় শাদা বা ঈষৎ হরিদ্রা বর্ণ, সময়ে সময়ে ঈষৎ রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা কোষ্ঠ বদ্ধতা, যকৃত স্থানে বেদনা; প্রাতে সন্ধ্যায় ও শীতল বাতাসে বৃদ্ধি।

নক্স ভমিকা ৬।—শুষ্ক কাসি, গলার মধ্যে বোধ হয় যেন সর্দ্দি বসিয়া গিয়াছে, অথচ উঠে না, কাসিতে পেটের মধ্যে বেদনা মাথাধরা, কাসিতে গেলে মাথা ফাটিয়া যাওয়া বোধ, শেষ রাত্রিতে, আহারের পর বৃদ্ধি, কোষ্ঠবদ্ধতা. এবং এলোপ্যাথিক চিকিৎসার পর উপযোগী।

ফসফরস ১২।—গলা খুস্ খুস্ করিয়া কাসি, উচ্চৈঃ-স্বরে কথা কহিলে পড়িলে হাসিলে গান করিলে কাসির সঙ্গে শ্লেষ্মা ফেণাযুক্ত, লবণাক্ত, সামান্য রক্ত মিশ্রিত। এই

ঔষধটি খুব কঠিন আকারের পীড়ায় ব্যবহার্য্য ; সুতরাং সহজ পীড়ায় দেওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে।

রিউমেক্স ৬ —গলা শুড় শুড় করিয়া ক্রমাগত শুষ্ক কাসিতে এই ঔষধ বিশেষ খাটে। ইহাতে উপকার না হইলে দুই এক মাত্রা "ল্যাকেসিস্ ৩০" দিলে, তৎক্ষণাৎ কাসি থামিয়া যায়। বারম্বার হাঁচির সহিত কাসিতে উপকারী।

ইপিকাক ৩, ৬।—কাসিতে কাসিতে শ্বাস বন্ধ হইয়া আসে বমন বা বমন ইচ্ছা গলার ভিতর সাঁই সাঁই করা। এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় বৃদ্ধি।

ড্রসেরা ৩, ৬। রাত্রে শয়ন করিলে কাশীর বৃদ্ধি হয় বলিয়া রোগী উঠিয়া বইসে। বমন ও উদ্গার।

এণ্টিম টার্ট ৬। স্বর ভঙ্গ যুক্ত কাশী, গলা ঘড় ঘড় করে কিন্তু শ্লেষ্মা উঠেনা আহারের সময় কাশীর বৃদ্ধি। কাশীবার সময় হাই উঠা।

সরল বা তরল কাসি।

এণ্টম টার্ট ৬।—গলা মধ্যে শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় করে, অথচ কাসিলে উঠে না ; কাসিতে কাসিতে বমি, শিশু ও বৃদ্ধগণের পীড়া।

ইপিকাক ৬।—দম আটকান কাসি, কষ্ট দায়ক কাসি, বোধ হয় বুকে শ্লেষ্মাপূর্ণ রহিয়াছে, বুকের ভিতর সাঁই সাঁই শব্দ (ক্যামোমিলাতে ও এই লক্ষণ আছে) কাসিতে

কাসিতে শিশু নীল বর্ণ হইয়া যাওয়া, বমন ইচ্ছা ও নীল হড়্ হড়ে শ্লেষ্মা বমন।

হিপার সলফর ৩০।—শ্লেষ্মা থাকিলে তরুণ অবস্থার (একোনাইট, মার্ক সল দেওয়ার পরে জ্বর প্রভৃতি উপসর্গ গেলে যখন শ্লেষ্মা তরল হইয়া যায় তখন) ইহা বা ক্যাল-কেরিয়া ও সলফর ৩০ পর্য্যায়ক্রমে দিলে, শ্লেষ্মা নিঃশেষ হইয়া রোগ দূরীভূত হয়।

মার্ক-সল ৬।—পুরাতন ও নূতন সর্দ্দি ও কাসিতে উপযোগী বর্ষাকালে, রাত্রিতে শয়নের পরে, মাথাধরা, নাক দিয়া জলবৎ সর্দ্দি-জ্বর, কাসি, ইত্যাদি।

পলসেটিলা ৬।—বৈকালে বা সন্ধ্যা কালে বৃদ্ধি, তরল সর্দ্দি কাসিলেই খানিকটা উঠে; মুখ বিতার সামান্য জ্বর বোধ।

ডলকামারা ৬।—সর্দ্দি প্রবল ধাতু; ড্যাম্প বা স্যাঁতা স্থানে বাস জন্য ভড় ভড়ে সর্দ্দি ও কাসি, সরল কাসি ইত্যাদি।

কালি বাইক্রম ৬।—প্রাতঃ কালে নিদ্রা হইতে উঠি-বার পর কাশ বৃদ্ধি কাসিতে কাসিতে আটা বা দড়ির মত শ্লেষ্মা নির্গমন এমন কি হাত দিয়া টানিয়া লইতে হয়।

হুপিং কাসি।

ইহা প্রায় শিশুদিগেরই হইয়া থাকে; ইহা সংক্রামক ও বহুব্যাপক, অর্থাৎ বাটীর মধ্যে বা নিকটস্থ বাটিতে

একটী শিশুর হইলে অন্য শিশু ও এই পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। সুস্থ শিশু দিগের বিশেষ ক্লেশ হয় না, তবে দুর্ব্বল ও রুগ্ন শিশু দিগের এই পীড়া সাংঘাতিক হইতে পারে। ৮ বৎসর বয়সের অধিক হইলে প্রায় হয় না।

লক্ষণ—ইহাকে কুকুরে কাসি বলে, কাসির সঙ্গে গলার ভিতর "হুপ হুপ" শব্দ হয়। প্রথমে সামান্য সর্দ্দি, জ্বর ও কাসি উপস্থিত হইয়া উহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ইহার দুইটি অবস্থা। প্রথমাবস্থায় সামান্য সর্দ্দি, কাসি, দ্বিতীয়াবস্থায় কাসির তেজ বাড়ে ও কাসিতে কাসিতে রোগীর দম আটকাইয়া আইসে, মুখ চোখ লাল হয়। একবার কাসি আরম্ভ হইলে সহজে ছাড়ে না খানিকটা ঘাম হইয়া নরম পড়ে। কাসির ধমকে জ্বর বাঁচি আওরান; নাক মুখ দিয়া রক্ত নির্গত হইয়া থাকে। ইহার চিকিৎসা ধীর ভাবে করিতে হয়। দুই চারি দিনে সারে না, অন্ততঃ দুই মাস কাল চিকিৎসা করিলে সারে। উৎকৃষ্ট চিকিৎসকেরা ৬ সপ্তাহের কমে সারাইতে পারেন নাই।

চিকিৎসা।

হুপিং কাসির প্রথমাবস্থায়—বেলেডনা ৬ ভাল। রাত্রি কালে কাসি বেশী, কাসিতে কাসিতে মুখ চোখ লাল হওয়া ইহার প্রধান লক্ষণ।

কিন্তু কাসিবার সময় হাত পা শক্ত মুখ নীলবর্ণ বুকের ভিতর সর্দ্দির শব্দ, গা বমি, কাসিতে কাসিতে বমন প্রভৃতি থাকিলে—ইপিকাক ৬ দিবে। বুকের ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ,

অথচ কাশিলে সর্দ্দি উঠে না দেখিলে, বিশেষতঃ ঘর্ম্ম হওয়া, রোগীর ঝিমন ভাব থাকিলে এণ্টিমটার্ট ৬ ভাল।

কাশির সময় শিশু শক্ত হইয়া উঠে, মুখ নীল বর্ণ, দৌড়িলে হাসিলে বা কাঁদিলে কাসি, ক্রমি লক্ষণ থাকিলে— সিনা ৩০। দম আটকান কাসিতে কুপ্রম এসিটিকম ৬ ফলপ্রদ।

ড্রসিরা ১২।—উচ্চ শব্দে কাসি, স্বরভঙ্গ, ঘর্ম্ম, খাদ্য ও শ্লেষ্মা বমন নাক দিয়া রক্ত পড়া ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বশেষে "হিপার সলফর" ৬ দিতে হয়। ক্যালি বাই-ক্রমিকাম, ও ভিরেট্রাম এল্বাম কদাচিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

আনুসঙ্গিক উপায়।—সুপথ্য ও পুষ্টিকর খাদ্য এবং সর্ব্বদা উষ্ণ বস্ত্রে গাত্রাচ্ছাদন করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। সরিষার তৈল গরম করিয়া গলায় দিলে উপকার পাওয়া যায়।

ঘুংড়ি।

ঘুংড়ি কাসিতে লেরিংস বা স্বরনলীর উপর শ্লেষ্মা জমিয়া এক প্রকার পদার্থ পড়ে। সাত বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছোট ছোট ছেলেদের এই রোগ হয়। ইহা একটী সাংঘাতিক পীড়া বটে, তবে ছেলেদের সর্দ্দি কাসি হইলেই ঘুংড়ী হইয়াছে মনে করা উচিত নহে। ইহা প্রায় দুই ভাগে বিভক্ত (১) এক রকম ঘুংড়িতে প্রথম সর্দ্দির সঙ্গে জ্বর, গলা বেদনা, তালু ফুলিয়া উঠা ইত্যাদি লক্ষণ হয়।

(২) দ্বিতীয় প্রকারের ঘুংড়িতে প্রথমে কোনও অসুখ থাকে না, রাত্রিতে ঘুমাইতে ঘুমাইতে হঠাৎ (প্রায় শেষ রাত্রি বা ২ প্রহরের পরে) ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া ঘং ঘং করিয়া ভাঙ্গা বাসনের মত ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দে কাসিতে থাকে, শ্লেষ্মা বা কিছুই উঠে না; বালক অস্থির হইয়া পড়ে, গলার উপর হাত রাখে, খানিক পরে ঘুমাইয়া পড়ে ও আবার কাসি হয়। সকাল বেলা অপেক্ষাকৃত ভাল থাকে, সন্ধ্যা আসিলে পুনর্ব্বার রোগের বৃদ্ধি ঘটে; ক্রমশঃ নিশ্বাসের ক্লেশ বেশী হয়, যন্ত্রণায় অস্থির হয়, নিশ্বাস ফেলিতে ও লইতে বুকের মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ হইতে থাকে। রোগের বৃদ্ধি অনুসারে নিশ্বাসের ক্লেশ জন্য রোগীর বুকের ও পেটের পেশী সকল সজোরে ও স্পষ্ট ভাবে নাড়িতে থাকে।

অতঃপর মুখের চেহারা নীল বর্ণ অল্প অল্প ঘাম নিশ্বাস ক্লেশ নিবারণ জন্য মাথাটা পশ্চাৎ দিকে বাকাইয়া রাখে, প্রভৃতি লক্ষণ সমুপস্থিত হয়। ক্রমশঃ রোগী অবশ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। হাত পা অবশ হইয়া শ্বাসরোধ জন্য জীবনী শক্তির বিনাশ ঘটে।

আর এক প্রকার ঘুংড়ী আছে, উহাকে নকল ঘুংড়ী বলে, ইহাতে হাঁচি, সর্দ্দি প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে ইহা তত সাংঘাতিক নহে।

কারণ।—ঠাণ্ডা লাগা জন্য বেশী হয়, তবে হাম বসন্ত হুপিং কাসি প্রভৃতির সঙ্গে ইহা হইতে দেখা যায়। প্রথম হইতে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার দ্বারা ইহার মৃত্যু সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়।

চিকিৎসা।—এই পীড়ার প্রথমাবস্থায় সামান্য শীতের পর গা গরম হইয়া উঠে, সেই সঙ্গে মুখশোষ, অস্থিরতা, মুখ চোক নীল এবং খং খং করিয়া শুষ্ক কাসি প্রভৃতি লক্ষণ দেখিলে একোনাইট ৩ ক্রম, অর্দ্ধ ঘটা; তৎপরে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর দিতে হয়।

বুকের ভিতর সাঁই সাঁই শব্দ, নিঃশ্বাস ফেলিতে ক্লেশ ও শুষ্ক কাসি খুব বেশী থাকিলে, স্পঞ্জিয়া ৩ বা ৬ "একোনাইট ৩" পর্য্যায় ক্রমে ব্যবহার করিলে, অনেক সময় সুফল পাওয়া যায়। এই দুইটা ঔষধ ২৮ ঘণ্টায় ৩।৪ বার ব্যবহার করাইলে, যখন শ্লেষ্মা বেশ সহজ হইয়া কাসির সঙ্গে উঠিতে থাকে, তখন হিপার সলফর ৬। বুকের ভিতর সোঁ সোঁ বা সিস্ দেওয়ার মত শব্দ, শ্লেষ্মা দড়ির মত লম্বা প্রভৃতি লক্ষণে কালি-বাইক্রমিকাম ৬ দিবে।

এই সকল ঔষধে উপকার না হইলে, ও রোগ বৃদ্ধি পাইলে, এবং শিশুর নিম্নলিখিত লক্ষণ প্রকাশিত হইলে—অল্প ঘাম, গাত্র ঠাণ্ডা, মুখ নীল বর্ণ, বুকের ভিতর ঘড় ঘড় শব্দ অথচ শ্লেষ্মা উঠে না—এন্টিমটাট ৬ দেওয়া উচিত। ঘুংড়ির পর স্বরভঙ্গ বেশী দিন থাকিলে—ফস্ফরস ৩০ দুই এক মাত্রা দিলে সারিয়া যায়। উপরোক্ত ঔষধগুলি বড়ি আকারে দিবে।

আনুসঙ্গিক উপায়।—রোগীর সমস্ত গাত্র আবরণ বা উষ্ণবস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখা উচিত। গলার ও বুকের উপর তাপ বা সেক দিতে হয়। বনকা (ঈষৎ উষ্ণ) দুধ, বার্লি সাগু,

গরম গরম খাইতে দিবে। ময়ূর পুচ্ছ ভস্ম করিয়া মধুর সহিত মাড়িয়া শিশুর জিহ্বায় দিয়া খাওয়াইলেও উপকার দর্শে।

ক্রিমি রোগ।

অন্নের ধাতুগত বিকৃতি হইতে ক্রিমির উৎপত্তি। সচরাচর তিন প্রকারের ক্রিমি দেখিতে পাওয়া যায়, সূতার মত, কেঁচোর মত এবং ফিতার মত।

লক্ষণ।—চক্ষুর কোলে কালিমা মত দাগ, চক্ষুর পুত্তলিকা বড় হওয়া, গলার ভিতর জড়াইয়া জড়াইয়া উঠা, মুখ দিয়া জল উঠা, মুখ পাণ্ডুবর্ণ, নাক সিড় সিড় করা, হাঁচি হওয়া, অস্থির নিদ্রা, নিদ্রাকালে দাঁত কিড় মিড় করা, চমকিয়া উঠা, অক্ষুধা বা রাক্ষসবৎ ক্ষুধা, পেট শক্ত, কোষ্টবদ্ধ, অতিসার বা আম মিশ্রিত মল, ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রস্রাব করিলে শাদা চূণের মত দাগ শরীর শীর্ণ।

কারণ।—অক্ষুধায় ভোজন, দিবা নিদ্রা, অলস ভাবে দিন যাপন অধিক মিষ্ট, শাক, মাসকলাই, মৎস্য মাংস, দধি ক্ষীর খাওয়া ইহার কারণ। জল, মৎস্য, শাক, তরকারী প্রভৃতি খাদ্যের সঙ্গে ক্রিমির ডিম মিশ্রিত থাকে, উহারা পেটে গেলে ক্রিমি জন্মে। এই গুলিকে খুব গরম করিয়া খাইলে, উহা মরিয়া যায়।

ক্রিমির চিকিৎসা।—এই রোগের প্রধান ঔষধ 'সিনা' দুই মাস ধরিয়া প্রতি অমাবস্যার সময়ে ২ বা ৩ দিন; এবং

"সলফার ৩০" পূর্ণিমার সময়ে ২।৩ দিন। 'সিনা' ৩০ এক এক মাত্রা সেবন করাইলে কৃমির ধাতু সম্পূর্ণ রূপে শোধরাইয়া যায়। ফিতার মত ও সূতার মত কৃমিতে ঐরূপ নিয়মে 'সলফর ৩০ ও "মাকুরিয়াস" ৩০ কিম্বা 'টিউক্রিয়ম' ১x দিতে হয়। কৃমিতে যাহাদের নানা রকম উপসর্গ হয়, তাহাদের পক্ষে (জ্বর হইলে) 'একোনাইট' ৬ (ভাল ঘুম না হওয়া, ঘুমাইতে চমকিয়া উঠা প্রভৃতি থাকিলে) 'বেলাডনা ৩ (অপাক ভেদের সঙ্গে কৃমি নির্গত হইলে) 'চায়না' ৬ (নাক খোঁট, মল দ্বার কুট কুট করা, এক আধ বার শুষ্ক কাসি পেট কামড়ান, ঘোলাটে প্রস্রাব প্রভৃতি হইলে) 'সিনা' ২০০ (সূতার মত কৃমি জন্য পেট ফাঁপা পেট ভুট ভাট করা, কোষ্ঠবদ্ধ, মলদ্বার কুট কুট করা, প্রস্রাব কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে তাহাতে লাল রঙ্গের বালীর মত গুড়া গুড়া প্রভৃতি দেখিলে ('লাইকোডিয়ম্ ১২ (মলদ্বার অত্যন্ত কুট কুট করা, বাহ্যের সঙ্গে সূতার মত কৃমি নির্গত হওয়া, দুষ্ট ক্ষুধা, প্রভৃতির পক্ষে) 'মাকুরিয়স্ ৬ দিতে হয়। সকল প্রকার কৃমিতে স্যান্টনাইন ১x উপকারী। কৃমির ধাত নষ্ট করিতে ক্যালকরিয়া কার্ব্ব ৩০।

এই সব ঔষধ প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যা কালে এক এক মাত্রা সেবন করাইবে। কিন্তু কৃমির সঙ্গে জর প্রভৃতি প্রবল রোগ থাকিলে ঔষধ ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে।

কৃমির আনুসঙ্গিক চিকিৎসা।—সুসিদ্ধ অথচ পুষ্টিকর ও লঘু পাক জিনিস পথ্য দিবে। পিঠা বিস্কুট, মিষ্টান্ন ও কাঁচা জিনিস পচা মাছ মাংস খাওয়া একেবারে নিষেধ। গরম জল

হাণ্ডা করিয়া পান করিতে দিবে। সূতার মত ক্রমি জন্য মল দ্বারের ভিতর অত্যন্ত কুট কুট করিলে, খানিক জল একটু লবণ গুলিয়া মল দ্বারে পিচকারী দিলে উপকার হয়।

কোষ্ঠ বদ্ধ।

গুরু পাক জিনিস খাওয়া, আফিং খাওয়া, বেশী দিন রোগ ভোগ, অধিক স্ত্রী সঙ্গম কিম্বা হস্তমৈথুন দ্বারা শরীর কাহিল হইয়া পড়া, বেশী দিন ধরিয়া পেটের অসুখ থাকা, জোলাপ লওয়া, বাহ্যের চেষ্টা হইলে বাহ্যে না যাওয়া, মানসিক শ্রম, রাত জাগা ইত্যাদি কারণে কোষ্ঠ বদ্ধ হইতে পারে। মোটা মুটি যে সব কারণে বায়ু ও পিত্ত বেশী হয় আর শরীর দুর্ব্বল হয় তাহাতেই কোষ্ঠ বদ্ধ হইতে পারে।

কোষ্ঠ বদ্ধের চিকিৎসা।—জোলাপ লওয়ার পর মাতাল দিগের ও অধিক গরম মসলা দেওয়া জিনিষ খাইবার পর কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে 'নক্স ভমিকা' খুব ভাল। কোষ্ঠ বদ্ধ যদি একসবার বাহ্যের চেষ্টা হয় অথচ কিছু বাহ্যে হয় না, মলদ্বার আটিয়া আছে বোধ হয় আর তার সঙ্গে মাথা ধরা, ভাল ঘুম না হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ থাকে তবে নক্স ভমিকা' খুব ভাল। যদি একে বারে বাহ্যের চেষ্টা পর্য্যন্ত না থাকে কিম্বা ঘুটের মত শুষ্ক ও শক্ত মল বাহ্যে হয়, আর তার সঙ্গে একটু জ্বর বোধ ও গা মাথায় অত্যন্ত বেদনা থাকে কিম্বা রোগী অত্যন্ত খিট্‌-খিটে হইয়া উঠে আর ঠোঁট দুখানি ফাটা ফাটা দেখা যায় তবে 'ব্রায়োনিয়া ভাল। ক্যাষ্টরওয়েল খাওয়ার পর, আর

গ্রীষ্ম কালের কোষ্ঠ বদ্ধে 'ব্রায়োনিয়া মহৌষধ।—'নক্স-ভমিকায়' উপকার না হইলে এক মাত্রা সল্‌ফর দিবে; তাহাতে উপকার না হইলে, বিশেষতঃ যদি কোষ্ঠবদ্ধের সঙ্গে পেটের ভিতর ভুট্‌ ভাট্‌ শব্দ হয়, ঢেকুর উঠে, আর বাহ্যে যাইবার পর অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত মল দ্বারের ভিতর বেদনা করিতে থাকে, তবে 'লাইকোপডিয়ম্‌' খুব ভাল। যুবা মানুষের পক্ষে ও যাহারা চুপ করিয়া বসিয়া থাকে তাহাদের কোষ্ঠ বদ্ধের পক্ষে 'ওপিয়ম' খুব ভাল। গর্ভাবস্থায় যে কোষ্ঠবদ্ধ তাহার পক্ষে সিপিয়া ভাল। রোগী যে সব জিনিস খায় তাহা মলের সঙ্গে যদি আস্ত আস্ত নির্গত হয় তবে "কেলকেরিয়া কার্ব্ব" ৩০ দেওয়া উচিত। যদি গুঠ্‌লে গুঠ্‌লে মল খানিক বাহির হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িবার পর, বাকী ভাগটী আবার পেটের ভিতর ঢুকিয়া যায় তবে "সিলিসিয়া" ৩০ দিবে। যদি গুঠ্‌লে গুঠ্‌লে মলের সঙ্গে দড়িরমত আম জড়াইয়া থাকে কিম্বা কখন কখন বাহ্যের সময় কেবল আম নির্গত হয়, তবে 'গ্রাফাইটিস্‌' দেওয়া উচিত। যদি বাহ্যে যাইবার সময় এমন বোধ হয় যে খুব অনেক বাহ্যে হইবেক, অথচ বাহ্যে বসিলে কেবল গোটা কতক বায়ু নিঃসরণ হইয়া যায় মাত্র, তাহা হইলে "এণ্টিমোনিয়ম্‌ ক্রুডম্‌" দিবে। এক দিন অন্তর বাহ্যের পক্ষে "এণ্টিমোনিয়ম্‌ ক্রুডম্‌" ভাল; তাহাতে উপকার না হইলে কার্ব্ব ভেজিটেবলিস্‌ দিবে।

এই সব ঔষধ প্রত্যহ ২।৩ বার সেবন করিতে দিতে হয়।

পুরাতন কোষ্ঠবদ্ধ পীড়া।

নক্স ভমিকা ৩০, সলফর ৩০ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য। সপ্তাহে দুই তিন দিন বৈকালে নক্স, এবং দুই দিন প্রাতে সলফর ৩০ দিবে হাইড্রাসটীস ঐ ক্রমে আমরা অনেক সময় ফল পাইয়াছি। কেহ কেহ ক্যাল্‌কেরিয়া ৩০ দিয়া উপকার পাইয়াছেন, বিশেষতঃ শিশুর যকৃতের দোষ থাকিলে ইহা ব্যবস্থা করিতে হয়।

সহকারী উপায়।—পুনঃ পুনঃ জোলাপ ব্যবহার করা ভাল নহে। প্রত্যহ প্রত্যূষে শীতল জল পান বা শীতল জলে স্নান উপকারী। নিতান্ত গুটলে বাধিলে এবং পুনঃ পুনঃ কোন সময় মল বাহির হইতেছে না দেখিলে, গ্লিসীরিণ দিয়া পিচকারী দিলে, তৎক্ষণাৎ মল বাহির হইয়া যায়। গরম জলে সাবান গুলিয়া পিচকারী দিলেও উপকার হয়। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে শৌচে যাওয়া কর্ত্তব্য। গ্রীষ্ম ব্যতীত অন্য সময়ে ব্যায়াম মন্দ নহে।

পথ্য সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হয়; দুগ্ধ, সরবৎ সুপক্ক ফল মুল বিশেষ উপকারী। মাংস ভাল নহে। পেঁপে, আম্র, পিয়ারা, আতা অত্যন্ত উপকারী। আটার রুটী, দধি প্রভৃতি মন্দ নহে। ডাবের জল ভাল, পাকা বেলের সরবৎ হিতকর।

তরকারীর মধ্যে কাঁচা মুগের ডাউল, পটল, বেগুণ, পেঁপে ওল বা কচুর তরকারী প্রশস্ত।

ক্রন্দন।

(শিশুর ক্রন্দন করা)

যত দিন না শিশুরা কথা কহিতে শিখে, তত দিন অসুখাদি হইলে, মনের ভাব কাঁদিয়াই জানাইয়া থাকে। বালকদিগের ক্রন্দনই তাহাদের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়া দিয়া থাকে। ছোট ছেলেরা কাঁদিতে থাকিলে, বিরক্ত না হইয়া বা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছে মনে করিয়া পুনঃ পুনঃ দুগ্ধ বা স্তন পান না করাইয়া উহার যথার্থ কারণ স্থির ভাবে অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।

কোন প্রকার অসুখ হইলে শিশু অসুখের বিষয় কিছুই বলিতে পারে না। অতএব শিশু কাঁদিলেই মনে করিতে হইবে যে তাহার কোন প্রকারের অসুখ হইয়াছে। যে সকল স্ত্রীলোকের সন্তান হইয়াছে, তাহাদিগের এই বিষয়টী জানা অত্যন্ত আবশ্যক। আবার অসুখ হইলেই যে শিশুগণ কাঁদে এরূপ বলা যাইতে পারে না। ক্ষুধা হইলে বা এক পাশে বা এক ভাবে অনেকক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিলেও শিশুগণ কাঁদিতে পারে। অতএব শিশুকে অনেকক্ষণ একভাবে শয়ন করাইয়া না রাখিয়া, তাহাকে কতকক্ষণ পর পাশ পরিবর্ত্তন করাইয়া দিবে। নিদ্রাশূন্যতা অস্থিরতা ও উহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন দ্বারা শিশুর কোন প্রকারের অসুবিধা হইয়াছে এরূপ বুঝায়। হাঁটু গুটাইয়া উপর দিকে পেট চাপিয়া ধরায় প্রয়াস পাইয়া কাঁদিলে পেট কামড়ানি

বুঝায়। শিশু হঠাৎ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া মাথায় হাত দেওয়ার প্রয়াস পাইলে, কাণে বেদনা বুঝায়। শিশু কাঁদিয়া কাঁদিয়া বারম্বার হাতের অঙ্গুলি মুখের মধ্যে দিয়া কামড়াইবার প্রয়াস পাইলে দাঁত উঠার দরুণ বেদনা বা কষ্ট বুঝায়। শিশু কাশিতে কাশিতে ক্রন্দন করিলে বক্ষঃস্থলের পীড়া বুঝায়। কোন দৃশ্যতঃ কারণ ব্যতীত যদি শিশু হঠাৎ কাঁদিয়া উঠে, তবে শিশুর বিছানা বা কাপড় পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। কারণ, অনেক সময় পিঁপড়ায় কামড়াইলে বা পিন, কাঁটা বা স্চী অসাবধানতার দরুন বিছানা বা গায়ের কাপড়ে থাকিলে উহা শিশুর গায় বিঁধিবার দরুণ শিশু কাঁদিতে পারে। উল্লিখিত কারণ ব্যতীত যদি শিশু কাঁদে, তবে নিম্নলিখিত ঔষধ গুলি লক্ষণ বিশেষে ব্যবস্থা করিলে বিশেষ উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।

চিকিৎসা।—চর্ম্ম উষ্ণ ও শুষ্ক, অত্যন্ত অস্থিরতা, নিদ্রাশূন্যতা এবং সর্ব্বদাই অত্যন্ত খিট্ খিট্ করিলে "একোনাইট" ৩, ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। শিশু অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদে; নিদ্রাবেশ, কিন্তু শিশু ভাল রূপে ঘুমাইতে পারে না; শিশু ঘুমের ঘোরে হঠাৎ চম্‌কিয়া উঠে ও উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ইত্যাদি লক্ষণে "বেলাডনা" ৩, ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। শিশু অত্যন্ত কাঁদে এবং অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়ে ও সর্ব্বদা কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে; জ্বর ভাব ও এক গাল লালবর্ণ ও অপর গাল মলিন ইত্যাদি লক্ষণে "ক্যামোমিলা" ৬ বা ১২ ডাঃ ব্যবস্থা। দাঁত উঠিবার দরুণ শিশুর ক্রন্দনের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপ-

কারী। শিশু একবার হাসে ও একবার কাঁদে; অত্যন্ত নিদ্রাশূন্যতা এবং শিশু একেবারেই ঘুমাইতে চাহে না ইত্যাদি লক্ষণে "কফিয়া" ৩ বা ৬ ডাঃ ব্যবস্থা। কোষ্ঠ বদ্ধ ও উদরে দূষিত বায়ু সঞ্চিত হওয়ার দরুণ পেট কামড়ানী; শিশু অত্যন্ত খিট্ খিট্ করে; অত্যন্ত অস্থিরতা ও নিদ্রা শূন্যতা; শেষ রাত্রি ৩।৪ টার সময় শিশুর ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় এবং শিশু শয়ন করিয়া থাকিতে চাহে না ইত্যাদি লক্ষণে "নক্সভমিকা" ৩, ১২ ৩০ ডাঃ ব্যবস্থা। যে সকল শিশুর মাতা অধিক পরিমাণে ঘৃত ও মসলাদি দ্বারা রান্না আহার বা পানীয় দ্রব্যাদি পান, তাহাদিগের পক্ষে এই ঔষধ বিশেষ উপকারী।

গ্রন্থি-স্ফীতি।

(বীচি আওরান)

নানা কারণে শরীরের নানা স্থানের গ্রন্থি স্ফীত হইয়া থাকে। বীচিতে বেদনা, ফুলা, লাল বর্ণ, শক্ত হওয়া, টন্ টন্ করা প্রভৃতি লক্ষণ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। হিম লাগিয়া বা অন্য কোন কারণ বশতঃ গলা, ঘাড়, বগল, কুঁচকি ইত্যাদি নানা স্থানে বিচি আওরাইতে দেখা যায়। পিতামাতার উপদংশ বা গণ্ডমালা দোষ থাকিলেও এইরূপ হয়।

চিকিৎসা।—বেলাডনা ৬, প্রদাহ যুক্ত ফুলা, উত্তাপ, টন্ টন্ করা। ঢোক গিলিতে কষ্ট।

ক্যাল কেরিয়া ৩০।—গলা, ঘাড়, বগল ও কুঁচকির বিচি ফুলিয়া শক্ত হইয়া থাকিলে এবং বিশেষতঃ তৎসঙ্গে কাণ দিয়া পূজ পড়া ও শ্রবণ শক্তির হ্রাস থাকিলে ইহা উপকারী। ছেলেদের পেট ডাগর গণ্ডমালার ধাতে বিশেষ উপকারী। ইহা প্রায়ই সলফরের পরে ব্যবহৃত হয়।

মার্কুরিয়াস ৬—গর্ম্মির পীড়া হইতে হইলে ইহা বিশেষ উপকারী।

রসটক্স ৬।—সামান্য গ্রন্থি স্ফীতির ইহা একটী উত্তম ঔষধ।

সলফর ৩০।—পারা ব্যবহার, চর্ম্ম রোগ স্ক্রফুলা (গণ্ডমালা) ইত্যাদি কারণ বশতঃ বীচি ফুলা, শক্ত হইয়া থাকা বা পাকা।

হিপার-সলফ ৩০।—বীচি ফুলিয়া থাকিলে পূজ জমিলে নষ্ট দেওয়া যায়।

সাইলিসিয়া ৬x, ৩০। গ্রন্থি স্ফীতি হইয়া শাদা রং হয় গণ্ডমালা।

হামের পর গ্রন্থি স্ফীতি—মার্কুরিয়াস আওড ৩x ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ৬, লাইকোপডিয়ম ১২।

নূতন গ্রন্থি স্ফীতি—বেলাডনা, রসটক্স, হেপার সলফার, সাইলিসিয়া।

পুরাতন গ্রন্থি স্ফীতি (গণ্ডমালা) আওডিয়ম, মার্কুরিয়াস আওড ৩x গণ্ডমালা কালি আওড, ক্যালকেরিয়া, সলফর।

সহাকরী উপায়—বেদনা যুক্ত স্থান গরম কাপড়ে আবৃত করিয়া রাখিবে; হিম লাগাইবে না বা জলে ভিজাইবে না। বেদনা স্থানে চুণ গরম করিয়া লাগাইলে অনেক সময়ে উপকার দর্শে। সামান্য গ্রন্থি স্ফীতিতে চুণ মধু একত্র করিয়া লাগাইলে সারিয়া যায়, ফ্লানেল দিয়া গরম জলের সেক দিলেও উপশম বোধ হয়।

গলক্ষত।

(গলার ভিতরে ঘা ও বেদনা)

লক্ষণ।—হা করাইলে দেখা যায় যে, মুখ গহ্বরের পশ্চাৎ ভাগ, কোমল তালুদেশ ও উহার নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ স্ফীত ও রক্তবর্ণ; ঢোক গিলিতে ও শ্বাস প্রশ্বাসে ক্লেশ বা বেদনা অনুভূত হয়। সামান্য শীত ও জ্বর অনুভূত হইয়া থাকে। পীড়া সামান্য আকারের হইলে ২৷৪ দিনে সারিয়া যায়, এবং কঠিনাকারের হইলে. গলার মধ্যে ক্ষত, ক্রমে শ্বাসনালী পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইরা দম বন্ধ হইবার মত হয়, নাসিকা দিয়া কথা বাহির হয়, কখনও বা পানীয় নাক দিয়া বাহিয়া পড়ে। ক্রমশঃ রোগী না খাইতে পারিয়া অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। অতিরিক্ত দুর্ব্বলতা হইতে সাংঘাতিক ফল উৎপন্ন হইতে পারে।

কারণ।—সর্দ্দি লাগা, উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা বা গান করা, পারদ ব্যবহার, উপদংশ বা গর্ম্মির পীড়া জন্যও এই রোগ হইতে পারে।

চিকিৎসা।

বেলাডনা ৬।—গলমধ্যে রক্তবর্ণ, গলাধঃকরণে বেদনা, জ্বরভাব, বৈকালে বেশী, মাথাব্যথা।

মার্কুরিয়াস সল ৬।—বোধ হয় যেন গলার ভিতরে কি একটা আটকাইয়া রহিয়াছে; রাত্রিতে শয্যায় শয়নে পীড়ার বৃদ্ধি; লালপড়া; অনেক লক্ষণ বেলাডনার মত।

ল্যাকেসিস ৬।—গলার ভিতর শুড় শুড় করে, তজ্জন্য বারে বারে কাসি হয় এবং নিশ্বাস বন্ধ হওয়ার ন্যায় বোধ হয়, গলার বেদনা, কামড়ানি এবং জ্বলনবৎ অনুভব। নিদ্রাভঙ্গের পর বেশী।

আর্সেনিক ৬।—অতিশয় কঠিনাকারের পীড়া, দুর্ব্বলতা, দুর্গন্ধ, গলার ভিতর পচিতেছে বোধ হইলে এই ঔষধ।

একোনাইট ৬।—প্রথমে গলার ভিতর শুষ্কতা, পিপাসা, উত্তাপ, স্বরভঙ্গ, জ্বর।

ব্যারাইটা কার্ব্ব ১২।—বেলাডনা বা মার্কুরিয়াস দিয়া বেদনা প্রভৃতি কমিয়া গেলে, পুরাতন ক্ষেত্রে এই ঔষধটী বেশ কাজ করে। বহুদিনের পীড়া ইহার ৩০ শক্তি দ্বারা আরোগ্য হইতে দেখা গিয়াছে।

সহকারী উপায়।—গলায় একখানি গরম কাপড় বা ফ্লানেলের টুকরা দিয়া গলাবন্ধ ভাবে বাঁধিয়া রাখা কর্ত্তব্য। অথবা এক খণ্ড কাপড় শীতল জলে ভিজাইয়া পরে নির্জ্জল করিয়া নিংড়াইয়া, উহা গলার চারিদিকে জড়াইয়া দিয়া,

উহার উপর একখানি কলার পাতা বা গটাপার্চ্চা দিয়া তাহার উপর দুই তিন ভাঁজ ফ্লানেল জড়াইবে। রাত্রিকালে শয়নের সময়ে এই রূপ করা ভাল; বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে তৎপ্রতি লক্ষ রাখিতে হইবে।

পুনঃ পুনঃ যাহাদের গলা বেদনা হয়, তাহাদের পক্ষে (ব্যারিষ্টার, ধর্ম্ম-প্রচারক, ব্যবসায়ী, গায়ক, বক্তা প্রভৃতি) দাড়ী রাখা ভাল।

গর্ভকালের পীড়া।

গর্ভিণীদিগের গর্ভাবস্থায় কতকগুলি বিশেষ পীড়া দেখা দিয়া থাকে, উহাদের চিকিৎসা একটু সাবধানে করিতে হইবে; পুনঃ পুনঃ ঔষধ দেওয়া উচিত নহে। উপসর্গ-গুলি বড়ই কষ্টকর হইলে, ঔষধ না দিলে, অনেক সময় অপকার ঘটে, এজন্য সংক্ষেপে আমরা উহাদের চিকিৎসা লিখিলাম। এ অবস্থায় এলোপ্যাথিক চিকিৎসাদি করিলে অনেক সময় গর্ভস্রাব ঘটে, এজন্য আমাদের দেশে গর্ভা-বস্থার পীড়ার জন্য অনেকে ঔষধ দিতে স্বীকৃত হন না। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে বলিতেছি যে, আমাদের এই চিকিৎসা সকল সময়ে নিরাপদে চলিতে পারে। ইহাতে আশ্চর্য্য ফল হইতেছে। শিশুদিগের পীড়া, গর্ভাবস্থার পীড়া, ওলাউঠা ও রক্তামাশয়ে এখন অনেক এলোপ্যাথিক সরকারি ডাক্তার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করিতেছেন। পরিণামে সত্যের জয় হইবেই হইবে।

গর্ভাবস্থায় প্রাতঃকালীন বমন বা বমনেচ্ছা।

জরায়ু সহিত পাকাশয়ের যে অতি নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহা গর্ভ হইলেই কতকগুলি লক্ষণ দ্বারা স্পষ্ট জানা যায়। গর্ভসঞ্চারের কিছুদিন পর হইতেই (দেড় মাস হইতে তৃতীয় মাস পর্য্যন্ত) বমন, গা বমি বমি, মুখ দিয়া জল উঠা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিয়া থাকে। অনেক গর্ভিণীর খাদ্যদ্রব্য আদৌ উদরস্থ হয় না তজ্জন্য তাঁহারা বড়ই দুর্ব্বলা হইয়া পড়েন।

চিকিৎসা।

ইপিকাক ৬ বা ৩০ —বমন বা গা বমি বমি, পেটের ভিতর অস্বস্তি বোধ; অবিরত গা বমি বমি করা পিত্ত বা শ্লেষ্মা বমন ইত্যাদি। দিবসে বা ২৪ ঘণ্টায় ৩,৪টী অনু-বটিকা দুই বা তিনবার দিতে হয়।

আর্সেনিক ৩০।—ভোজন বা পান মাত্রেই বমন, অনিবার্য্য বমন; দুর্ব্বলতা; অল্প অল্প জল পান, তরল দ্রব্য সেবন মাত্রেই বমন।

নক্স ভমিকা ৩০।—বিবমিষা বা বমন প্রধানতঃ প্রাতে, খাইতে খাইতে বা পানাহারের পরে। কটু ও তিক্ত উদ্গার।—সন্ধ্যাকালে বেশী হইলে পলসেটিলা ৩০ সন্ধ্যাকালে এক বা দুই মাত্রা—গর্ভাবস্থায় এই ঔষধটী সাবধানে দেওয়া উচিত। পূর্ণ গর্ভাবস্থায় দিলে সুপ্রসব হইয়া থাকে, তবে অসময়ে অতিরিক্ত ও ক্রমাগত দিলে, অনিষ্ট হইতে পারে।

ক্রিয়োজোট ১২।—অনেক ঔষধ ব্যর্থ হইলে, আমরা এই ঔষধ দ্বারা অনেক সময় ফল পাইয়াছি।

ফস্‌ফরস ৩০।—আহারের পরই নিদ্রা আইসে। অম্ল উদ্গার ও বমন; পেটে জল গিয়া উহা গরম হইয়া বমন হইলে ইহার দ্বারা ফল পাওয়া যায়।

সহকারী উপায়।—অতি সহজ অথচ পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজনীয়। উপযুক্ত পরিশ্রম, মনের সন্তোষ, গৃহকার্য্যে মন দেওয়া একান্ত আবশ্যক। অর্থাৎ যাহাতে যকৃতের ও পাকশক্তির বৃদ্ধি পায়, তৎপ্রতি মনোযোগ করা কর্ত্তব্য।

প্রাতঃকালে উঠিয়া গরম দুগ্ধ খাইলে অনেক সময় উপকার দর্শে। উহা সহ্য না হইলে শীতল খাদ্য ব্যবহার করা উচিত। সর্ব্বপ্রকার অখাদ্য বা গুরুপাক দ্রব্য বর্জ্জনীয়। লঙ্কা, মরিচ, পাতখোলা, অম্ল খাইতে নিষেধ।

গর্ভাবস্থায় মুখ দিয়া জল উঠা।

আহারাদির অত্যাচারে এবং জরায়ুর সহিত পাকাশয়ের সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এইরূপ লক্ষণ উপস্থিত হয়।

ঔষধ।

নক্স ভমিকা ৩০।—বুক জ্বালা, অম্ল উদ্গার সহ মুখের ভিতর এক এক ঝলক তিক্তাম্ল জল উঠা, হিক্কা, কোষ্ঠবদ্ধ।

পল্‌সেটিলা ৩০।—যাহা ইচ্ছা খাইয়া থাকে, তাহারই উদ্গার উঠা; তিক্তজলবৎ পদার্থ গলা হইতে এক এক ঝলক মুখে উঠে।

সিপিয়া ৩০।—বৈকালে মুখ দিয়া জল উঠা; কিছু আহার করিলেই বমন হয়। দুগ্ধবৎ জলীয় পদার্থ বমন ইত্যাদি।

গর্ভাবস্থায় খীল ধরা।

পায়ে, উরুতে, পিঠে, পেটে, ও কোমরে খীলধরে। ৩। ৪ মাসের গর্ভ হইলে এইরূপ হইয়া থাকে। উরুতে খীল ধরিলে ক্যামোমিলা ৬। পেটে ও কোমরে খীল ধরিলে কলোসিন্থ ৬, রসটক্স ৬, পেট কসিয়া ধরিলে কুপ্রম ৬, কলোসিন্থ ৬, নক্সভূমিকা ৩০। পেট ফাঁপ থাকিলে লাইকোপোডিয়ম ১২।

গর্ভাবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধতা।

ইহাও একটী গর্ভের সাধারণ পীড়া বা লক্ষণ। যখন এই অবস্থায় কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া ক্ষুধামান্দ্য, অনিদ্রা বা অপাক প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়, তখন ঔষধ প্রয়োজ্য।

ব্রাওনিয়া ৩০।—অন্ত্রের ক্রিয়া দূষিত হইয়া মলকাঠিন্য, বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে তৎসঙ্গে মস্তকে রক্ত সঞ্চার ইত্যাদি।

নক্স-ভমিকা ৩০।—অপাক; পুনঃ পুনঃ নিস্ফল চেষ্টা। উদরাধ্মান, অর্শ, দুর্ব্বল কোষ্ঠবদ্ধ ধাতু।

সলফর ৩০।—পুরাতন পীড়া। এই ঔষধ নক্সভমিকা ৩০ সহিত পর্য্যায় ক্রমে অর্থাৎ সকালে সলফর একমাত্রা এবং বৈকালে নক্স ভমিকা ৩০, একমাত্রা ব্যবস্থা করিলে, কোষ্ঠবদ্ধ রোগ সারিয়া যায়।

সহকারী উপায়।—অলস ভাবে দিনযাপন পরিত্যজ্য। প্রাতে উঠিয়া জলপান বা শীতল জলে স্নান। দুগ্ধ, পক্ক ও সুমিষ্ট ফল, তরকারী, মুগের ডাউল, পেঁপে উপকারী।

গর্ভাবস্থায় উদরাময়।

গর্ভাবস্থায়—এই পীড়াটী দেখাদিলে, আহারাদি ধরা-কাট দরকার এবং চিকিৎসাদ্বারা অতিসার বন্ধ না করিতে পারিলে গর্ভস্রাব হইবার কথা।

ঔষধ।

এণ্টিক্রুড ১২।—মল জলবৎ ও প্রচুর, জিব দুধের মত সাদা, বমন, পৈত্তিক বা শ্লেষ্মা মিশ্রিত পদার্থ।

আসেনিক ৩০।—দুর্ব্বলকারী উদরাময়, মলের ভিতর অজীর্ণ ভুক্ত পদার্থ। পেট ফোলা, পিপাসা, অস্থিরতা।

ব্রায়োনিয়া ৩০।—গ্রীষ্মকালীন পীড়া।

ক্যামোমিলা ১২।—গরম, উদরাময়ের ন্যায় তরল মল। সবুজ বা জলবৎ; রোগী খিট্‌খিটে হইবে।

চায়না ১২।—হরিদ্রাবর্ণ জলবৎ, অজীর্ণ দ্রব্য বাহির হওয়া; উদরে বায়ু-সঞ্চার; দুর্ব্বলতা, ঘর্ম্ম, ফল খাইয়া উদরাময়।

পডোফাইলম।—বেদনা শূন্য উদরাময়, প্রচুর জলবৎ বা সবুজাভ হরিদ্রা বর্ণের মল; আমযুক্ত মল। গড় গড় করিয়া ডাকা। প্রাতে বা রাত্রিতে, গ্রীষ্মকালে বেশী।

পথ্য।—বার্লি, বেলশুট ইত্যাদি। ভাল হইলে গাধাললের ঝোল। সুমৎস্যের ঝোল ও বালাম চাউলের ভাত।

গর্ভাবস্থায় মাথার অসুখ।

বেলাডনা ৩০।—মাথাঘোরা, চক্ষুতে অন্ধকার দেখা। দপদপানি মাথাধরা। মুখ চোক লাল ইত্যাদি।

নক্সভমিকা ৩০।—কাণ ভোঁ ভোঁ করা, অন্ধকার দেখা, মাথাঘোরা, অম্ল উদ্গার, কোষ্ঠবদ্ধ।

সিপিয়া ৩০।—কেবল খোলা বায়ুতে ভ্রমণ; মাথা ঘোরা, সন্ধ্যাকালে প্রবল মাথা ধরা, পাকাশয়ে শূন্য-বোধ কোষ্ঠ বদ্ধ।

এতদ্ব্যতীত একোনাইট, পলসেটিলা, ককুলস, প্রভৃতি ৩০ ক্রমের সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়।

গর্ভাবস্থায় দন্তশূল।

চিকিৎসা।—এই পীড়ার প্রধান ঔষধ, একোনাইট, বেলাডনা, ক্যামোমিলা, মার্ক্-সল, নক্স ভমিক। পলসে-টিলা ইত্যাদি। জর বা জরভাব থাকিলে একোনাইট। অন্যথা অধিকাংশস্থলে, ক্যামো বা পলস দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন চায়না বা সিপিয়া ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

গর্ভাবস্থায় মূত্রের কষ্ট।

একোনাইট ৬।—কষ্টে মূত্রত্যাগ; মূত্রত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু তৎসহ যন্ত্রণা, ভার ও উদ্বেগ।

বেলাডনা ৬।—সর্ব্বদা ফোটা ফোটা মূত্রত্যাগ। মূত্র ধারণে অক্ষমতা।

কষ্টিকাম ৩০।—(রাত্রিতে অসাড়ে মূত্রত্যাগ) প্রস্রাব বন্ধ হইলে ক্যান্থারিস। বসিয়া, শয়নে বা ভ্রমণ-কালে অসাড়ে মূত্র ত্যাগ। বারম্বার মূত্রত্যাগের বেগ, প্রস্রাব করিবার সময় যাতনা—পলসেটিলা ৩০। এই লক্ষণে মার্কু-সল দ্বারা অনেক সময় উপকার পাওয়া যায়।

গর্ভাবস্থায় পাফুলা।

গর্ভাবস্থায় পা, উরুদেশ প্রভৃতির শিরা ফুলিয়া থাকে, (অনেক গর্ভবতীর জননেন্দ্রিয় পর্য্যন্ত ফুলে) ইহাতে যাতনা হইলে ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত।

ঔষধ।

আর্সেনিক ১২।—পা শীতল, পা ফুলা, দুর্ব্বলতা।

চায়না ১২।—উদরাময়, আমাশয় প্রভৃতি কারণে দুর্ব্বলা হইয়া পীড়া।

এপিস্ ১২।—শীঘ্র শীঘ্র অধিক ফুলা ও প্রস্রাবে ক্লেশ।

সলফর ৩০।—পূর্ব্বকার চর্ম্মফোলা, গর্ভাবস্থায় বিলুপ্ত হইয়া পীড়া প্রকাশ পাইলে এই ঔষধ।

আমরা পলসেটিলার দ্বারা ফল পাইয়াছি। কিন্তু পারগ পক্ষে ইহা নিষেধ।

গর্ভাবস্থায় মূর্চ্ছা।

রক্ত হীনতা দরুন মূর্চ্ছা হইলে চায়না ৬, ৩০। শোক জনিত মূর্চ্ছা ইগ্নেশিয়া ৬। হৃদ্পিণ্ডের দুর্ব্বলতার দরুন

মূর্চ্ছা হইলে ভিরিটেলস ৬। ভয় হেতু মূর্চ্ছা হইলে ওপিয়ম ৬। সায়বিক দুর্ব্বলতায় এসিড ফস ৬। রোগীর মূর্চ্ছা অবস্থায়, স্পিরিট ক্যাম্ফার মৃগনাভী, এসাফেটিডার আঘ্রান লইলে উপকার হয়।

গর্ভস্রাব।

নানাকারণে গর্ভস্রাব হইয়া থাকে যথা, আঘাত, পতন, উচ্চ নীচে পা পড়া, ভারিদ্রব্য তোলা, অসমান পথে গরুর-গাড়ী বা টমা করিয়া যাওয়া, স্বামীসহবাস, মানসিক আবেগ, শোক দুঃখ প্রভার ক্রোধ ইত্যাদি। বিরেচক ঔষধ সেবন বা অন্যান্য গর্ভস্রাবকারী ঔষধ ভ্রম ক্রমে ঔষধ বলিয়া সেবন করিলে গর্ভস্রাব হইতে পারে।

ইহাতে বড়ই সাংঘাতিক ফল উৎপন্ন হয়, ভ্রুণের ও গর্ভিনীর উভয়ের জীবন লইয়া সংশয় হইয়া উঠে। একবার গর্ভস্রাব হইলে, পুনরায় ঠিক সেই সময় গর্ভস্রাব হইবার আশঙ্কা থাকে। সচরাচর তৃতীয় হইতে ৬ষ্ঠ মাসমধ্যেই গর্ভস্রাব বেশী হয়।

লক্ষণ।—মাসিক ঋতুশোণিত প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে শরীরে যেরূপ ভাব হয় ইহাতেও সেইরূপ অসুস্থতা অনুভূত হইয়া থাকে। প্রথমে বেদনা পরে শ্লেষ্মাবৎ পদার্থ পরে রক্তস্রাব, সর্ব্বশেষে জল ভাঙ্গিয়া ভ্রুণাদি পদার্থ নির্গত হয়। যতক্ষণ ভ্রুণ ও ফুল না পড়ে, ততক্ষণ গর্ভিনী বা প্রসূতির পক্ষে নিস্তার থাকে না। পতন বা আঘাত জন্য হইলে

সহসাই সমস্ত লক্ষণ দেখা দিয়া থাকে, প্রায় সেরূপ স্থলে, একেবারে রক্ত দেখা দেয়।

ঔষধ।

একোনাইট ৬।—ভয় পাইয়া গর্ভস্রাব; রক্ত-স্রাব সহ মৃত্যুভয়; নিশ্চিত মৃত্যু হইবে বলিয়া দিন গুণিয়া বলে। মানসিক উৎকণ্ঠা, জ্বরভাব, অস্থিরতা। ইহাতে উপকার না হইলে ওপিয়ম ৩০।

আর্ণিকা ৬ বা ৩০।—পতন, আঘাত, ধাক্কা লাগা, প্রসব বেদনার মত বেদনা ও রক্তস্রাব দেখা দেওয়া, আঘাত লাগা জন্য সর্ব্বাঙ্গ বেদনা ইত্যাদি।

ক্যামোমিলা ১২।—প্রসব বেদনা মত বেদনা থাকিয়া থাকিয়া, তৎসঙ্গে কাল জমাট বান্ধা রক্তস্রাব, উদরে বেদনা, মূত্রত্যাগ, অধীর চাঞ্চল্য, বেদনা জন্য চীৎকার ইত্যাদি। রাগ জন্য গর্ভস্রাবাশঙ্কা।

ইগ্নেসিয়া ৩০।—শোক দুঃখ জন্য পীড়া; বিমর্ষ ও বিষন্নচিত্ত, মধ্যে মধ্যে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ।

বেলেডোনা ৬।—কোমরে ও পেটে বেদনা সহ কাল বা লাল রক্তস্রাব, মুখ চোখ রক্তবর্ণ।

ক্রোকাস-স্যাট ৬।—অধিক পরিমাণে কাল থান থান রক্তস্রাব।

ইপিকাক ৬।—ক্রমশঃ লাল রক্তস্রাব, অবিরত বিবমিষা, বা বমন ইত্যাদি।

নক্সভমিকা ৩০।—প্রত্যেক বেগের সঙ্গে বাহ্যে বা মূত্র ত্যাগ, উদরে বেদনা বিবমিষা, উত্তেজনশীলস্বভাব, কোষ্ঠবদ্ধ ধাতু, যাহারা যকৃতের পীড়া ভোগ করিতেছিল।

জেল্‌সিমিনম্‌।—প্রদরের মত বেদনা তলপেটের সম্মুখ হইতে উঠিয়া কোমরের দিকে যায়।

পল্‌সেটিলা ৩০।—একবার বেদনা ঘুড়িয়া যেমন যাওয়া অমনি রক্তস্রাব ও আর একবার বেদনা; কিয়ৎক্ষণ জন্য স্রাব থাকে না কিন্তু আবার দ্বিগুণ বেগে নির্গত হয়। আবদ্ধ গৃহ মধ্যে থাকিয়া শীত শীত বোধ; অশ্রু, মৃদু প্রকৃতি স্ত্রীলোকের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

সাবাইনা ৬।—জরায়ু হইতে ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে এইরূপ কনকনানি ও প্রসব বেদনা পৃষ্ঠ দেশ হইতে বস্তি কোটর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রচুর উজ্জ্বল, কতকটা তরল কতকটা জমাট বান্ধা রক্তস্রাব। তৃতীয় মাসে গর্ভ-স্রাব পক্ষে ভাল।

সিকেল কর্ণ ৬।—গর্ভস্রাবের পর উপকারী; প্রচুর কাল রক্ত স্রাব, দুর্ব্বলতা, নাড়ী ক্ষীণ, মৃত্যু ভয়, ইত্যাদি। ইহার পরিবর্ত্তে, চায়না ১২ দিলেও চলে।

ভাইবর্ণাম ৩।—জল ভাঙ্গিবার পূর্ব্বে এবং যখন আক্ষেপিক বেদনা হইতে থাকে। তখনও এই ঔষধ প্রয়োগে গর্ভস্রাব নিবারিত হয়।

ঔষধ প্রয়োগের নিয়ম।—গর্ভস্রাবের আশঙ্কা অনু-সারে ৩০।৪০ মিনিট অন্তর বা দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ঔষধ সেবনীয়।

হ্যামামেলিস ৩।—প্রচুর বেদনা শূন্য রক্তস্রাব।

গর্ভস্রাব নিবারণোপায়।

গর্ভস্রাবের আশঙ্কা উপস্থিত হইবামাত্র রোগীকে স্থির-ভাবে শয়নের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাদের একবার গর্ভস্রাব হইয়াছে, তাহাদের পুনর্ব্বার গর্ভসঞ্চার হইলে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। পুনঃ পুনঃ যাহাদের একই সময়ে গর্ভস্রাব ঘটে, তাহাদের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা করিতে হয়।

সাধারণ স্বাস্থ্য বা ধাতু বিকৃতি জন্য, গণ্ডমালা দোষ দেখিলে ক্যাল্‌কেরিয়া ৩০। পূর্ব্বে অনিয়মিত ও স্বল্প ঋতু, চর্ম্মরোগ প্রভৃতিতে সিপিয়া ৩০ ব্যবস্থা করা যায়।

প্রথম তিন বা চারিমাসের মধ্যে পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাব হইলে এপিস ৩০। শেষাবস্থায় অর্থাৎ ৫।৬ মাসে ওপিয়ম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাসে এপিস, সিমিসিফিউগা, স্যাবাইনা, থুজা ইত্যাদি।

৫ম হইতে ৭ম মাসে—সিপিয়া ৩০।

পুনঃ পুনঃ গর্ভস্রাবাশঙ্কা থাকিলে সিপিয়া ৩০, এবং কদাচিৎ জিঙ্কাম অথবা অরম মিউর ৬ ক্রম ব্যবস্থা করা ভাল।

গর্ভসঞ্চার হইয়াছে জানিবার পর হইতে ২।৩ মাসকাল ঔষধ সেবন করান ভাল। সপ্তাহে তিন দিন ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

গর্ভস্রাবের পরে যাহা করা কর্ত্তব্য।

গর্ভস্রাব ঘটিলে প্রসবের পর যাহা যাহা করা কর্ত্তব্য, ইহার পর ও, তদনুরূপ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়।

সম্পূর্ণ বিশ্রাম বিহিত। ৩।৪ মাস পর্য্যন্ত শরীর যাহাতে ভাল হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। অতিরিক্ত ঝাল, বা তাপ ভাল নহে। একবার গর্ভস্রাব ঘটিলে, কিছুকাল স্বামী-সহবাস বন্ধ রাখা কর্ত্তব্য। যাহাদের পুনঃ পুন গর্ভস্রাব হয়, তাহাদের পুনঃ পুনঃ গর্ভ হয় সুতরাং যাহাতে গর্ভ না হয়, তৎপ্রতি স্বামীর মনোযোগ দরকার। জলবায়ু পরি-বর্ত্তন জন্য অন্যস্থানে গমন, স্বামী হইতে পৃথক বাস বিশেষ প্রয়োজন।

চক্ষু প্রদাহ বা চোক উঠা।

লক্ষণ।—চক্ষুর শ্বেতভাগ লাল, চক্ষুতে বালুকা পড়িলে যেরূপ কর কর করে সেইরূপ যাতনা ও গরম বোধ। আলোক সহ্য হয় না; চক্ষু হইতে জলপড়া, প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। ইহার সঙ্গে কখন কখন জ্বর বিদ্যমান থাকিতে দেখা যায়।

কারণ।—চক্ষুতে ধূলি, ধূম, রৌদ্র, অপরিশুদ্ধ বা শীতল বায়ু, বা তেজস্কর জ্যোতিঃ লাগার জন্য পীড়া উৎপন্ন হয়। ট্রেণে কয়লার গুড়া বা ঝাপটা বাতাস লাগিয়া এই পীড়া হইতে দেখা যায়। পশ্চিম প্রদেশে গ্রীষ্মকালে এই পীড়া অধিক হয়। গণোরিয়া বা ধাতুর পীড়া জন্যও এই-রোগ হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।

তরুণ চক্ষুপ্রদাহে একোনাইট ৩x।—তরুণ, রোগে, অত্যন্ত বেদনা, আলোকাতঙ্ক সহিত নাড়ী দ্রুত, গাত্র শুষ্ক জ্বর, ঠাণ্ডি লাগিয়া পীড়া।

আর্ণিকা ৬।—আঘাতাদি লাগিয়া পীড়া।

আর্সেনিক ৩০।—হিম লাগিয়া দুর্ব্বল ব্যক্তিগণের চক্ষু উঠার সঙ্গে জালাজনক পিচুটী, চক্ষুতে গরমবোধ।

বেলাডনা ৬।—চক্ষু লালবর্ণ আলোকাসহ্য চক্ষুর চারিদিকে কামড়ানি ইত্যাদি একোনাইটের সঙ্গেও অনেকে দিয়া থাকেন। আমরা উহার পক্ষপাতী নহি।

ইয়ুফ্রেসিয়া ৩x।—হিম লাগিয়া চক্ষু উঠা, চক্ষু দিয়া জল ঝরা, চক্ষুতে বালি পড়ার ন্যায় যাতনা, কপালে ও নাসিকামূলে সর্দ্দি লাগিলে যেরূপ যাতনা তদ্রূপ যাতনা, চক্ষু দিয়া অত্যন্ত জল পড়াই ইহার বিশেষ লক্ষণ। [বাহ্যিক প্রয়োগ জন্য এই ঔষধের মূল আরক বা মাদার টিংচার ২।৪ ফোটা এক আউন্স জলে দিয়া উহাতে দিবসে দুইবার চক্ষু ধাবন করা মন্দ নহে]।

মার্কুসল।—পিচুটি ও পুজে চক্ষুর পাতা জুড়িয়া যায়। চক্ষুতে বড় বেদনা ও চুলকানি। গর্ম্মি বা গণোরিয়া জন্য পীড়া। পূজযুক্ত প্রদাহে হিপার সলফর ৩০ ব্যবহৃত হয়।

পলসেটিলা ৬।—চক্ষুতে সূচবিদ্ধবৎ যাতনা, বহি-র্ব্বায়ুতে গমন করিলে চক্ষু দিয়া জল পড়ে, চক্ষুর পাতা ফুলা, চক্ষু যোড়া লাগা। ধাতের পীড়া আবদ্ধ হইয়া রোগ।

আর্জ্জেণ্টাম নাইট ১।—গুরুতর পীড়ার ও শিশুদিগের পূযযুক্ত পীড়ার একটা মহৌষধ। এমন কি চক্ষু মধ্যে ক্ষত হইলেও ইহাতে সারে। আর্জ্জেণ্টাম ৩x পাঁচ ফোটা ২ আউন্স ডিসটিলড ওয়াটারে মিশাইয়া দিবসে ২।৩ বার চক্ষু ধৌত করিবে।

এপিস।—চক্ষু লাল হইয়া ফুলিয়া উঠা, জ্বালা কন-কনানি।

সলফর ৩০।—এই ঔষধ প্রয়োগ দ্বারা পুরাতন প্রকারের পীড়াও আরোগ্য হইতে দেখা যায়। সপ্তাহে তিন দিন ঔষধ দিলেই যথেষ্ট।

ক্যালকেরিয়া ৩০।—সলফরের পরে বা সহিত পর্য্যায়-ক্রমে ব্যবহার্য্য।

হিপার সলফর ৩০।—পুনঃ পুনঃ পীড়ার প্রকাশ; উপদংশ বা গণোরিয়া জন্য পারদাদি ব্যবহার করিয়াও পীড়া না সারিলে।

নাইট্রিক এসিড ৩০।—গরমির পীড়া জন্য চক্ষু উঠা পারা দোষ ইত্যাদি।

অন্যান্য উপায়।—রোগীকে অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ রাখা বা চক্ষুতে নীল বা সবুজ বর্ণের পর্দ্দা বা চসমা ব্যবহার করিতে দেওয়া ভাল। মধ্যে মধ্যে উষ্ণ জলে বা দুধে জলে

মিশাইয়া চক্ষু ধৌত করা ভাল। লঘুপাক পথ্য হিতকর। ঠাণ্ডি ভাল নহে। গেড়ির জল চক্ষে দেওয়া ভাল।

চক্ষে ছানি।

অজীর্ণ দোষে, পারা ব্যবহারে, বার্দ্ধক্যে এবং যাহাদের মূত্রযন্ত্রের পীড়া থাকে তাহাদের চক্ষে ছানি পড়িয়া থাকে।

চিকিৎসা।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ৬x।—গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ ব্যক্তির।

সলফার ৩০।—কোন চর্ম্ম রোগের পর ছানি।

ক্যানাবিস স্যাট ৩। চক্ষু প্রদাহ ও মূত্র যন্ত্রের পীড়া থাকিলে, ফসফরাস ৩০ বৃদ্ধদিগের স্নায়বীয় শক্তি হ্রাস হইয়া চক্ষে ছানি।

কোনায়ম ৩০।—আঘাত লাগিয়া চক্ষে ছানি।

পলসেটিলা ৩০।—পরিপাক শক্তি হ্রাস হইয়া চক্ষে ছানি এবং স্ত্রীলোকদিগের ঋতু বন্ধ হইয়া ছানি।

সাইলিসিয়া ৩০।—চক্ষে ধোঁয়ার মতন দেখিলে, এবং পুরাতন ছানি।

নাইট্রিক এসিড ৩০।—পারা অপব্যবহারের পর।

চুলকানি পাঁচড়া।

ইহাকে স্পর্শাক্রমক বা ছোঁয়াচে রোগ কহে। একেরাস্ নামক একপ্রকার কীটানু হইতে ইহাদের জন্ম চুলকানি

ইহাদের প্রধান লক্ষণ বলিয়া ইহার নাম চুলকানি—পাঁচ্ড়া; শরীরের কোমল অংশ ইহাদের দ্বারা বেশী আক্রান্ত হয়। সামান্য আকারের পীড়াকেও তাচ্ছল্য করা যায় না। চুলকানিও পাচড়ার বিশেষ লক্ষণ লেখা বাহুল্য। যেহেতু সকলেই ইহাদের বিষয় বিশেষরূপে অবগত আছেন।

কারণ। সর্ব্বদা অপরিষ্কার থাকা; অলসভাবে দিন যাপন প্রভৃতি কারণে দেহ রোগপ্রবণ হইলে উক্ত কীটাণু রক্তের সঙ্গে থাকিয়া রোগ জন্মিয়া দিয়া থাকে। রোগীর কাপড় পরিলে বা একসঙ্গে থাকিলেও এই রোগ হইতে পারে।

চিকিৎসা।

সল্ফর ৩০।—চুলকানি ও পাচড়া উভয় রোগেরই ইহা একমাত্র উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রত্যহ দুই তিন বার খাইতে দেওয়া যায়। অসহ্য চুলকানি বা চামড়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেও উহা হয়। চুলকানি রাত্রিকালে বৃদ্ধি। চুলকানি জ্বালা ইত্যাদি লক্ষণ। এতদ্ব্যতীত শুষ্ক চুলকানিতে মার্কুরিয়স ও সলফর তিন চার দিন অন্তর পর্য্যায়ক্রমে যতদিন না কোন উন্নতি বা পরিবর্ত্তন দেখা যায়। কোন নূতন লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কার্ব্বভেজ, আর্সেনিক বা হিপার প্রযুজ্য।

পাচড়ায় সল্ফর ও লাইকোপডিয়ম পর্য্যায়ক্রমে তিন চার বার ব্যবস্থা। শুকাইয়া আসিলে কার্ব্বভেজিটেব্লিস্ বা মার্কুরিয়স দিবে। সলফার ও লাইকোপডিয়মে কোন ফল না দর্শিলে দিন একমাত্রা কষ্টিকম্ দিবে। ইহাতেও কোন

ফল না হইলে একদিন অন্তর একমাত্রা করিয়া মার্কুরিয়স প্রয়োগ করিবে।

সহকারী উপায়।—নিমপাতা জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ঐ জলে পাঁচড়া উত্তম করিয়া ধৌত করিবে এবং পাঁচড়া খুব সড় সড় করিলে নারিকেল তৈল ও চুনে ফেনাইয়া পাঁচড়ার উপর রগড়াইবে। গাঁদাপাতার মলম বাহিক প্রয়োগ করিবে। প্রথমে গরম জল ও সাবানে উত্তম রূপে ধৌত করিয়া ঐ মলম লেপন করিবে। পীড়িত ব্যক্তির কাপড় গামছা অন্য কেহ পরিধান করিবে না। পীড়া আরোগ্য হইয়া গেলেও পুরাতন বস্ত্রাদি রজকের বাড়ী না দিয়া কখন ব্যবহার করিবে না, কারণ কীট সকল উহাতে সংলগ্ন থাকে, এবং পরে গাত্রে পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক পীড়া উৎপাদন করে। ঔষধ অপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাই এই পীড়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। পীড়ার যন্ত্রণায় যে সে মলম ব্যবহার করা যুক্তি সঙ্গত নহে।

জ্বর।

জ্বরের লক্ষণ। গাত্র গরম, নাড়ীর বেগবিশিষ্ট গতি শ্বাসক্রিয়া দ্রুত, গাত্র শুষ্ক ও গাত্র জ্বালা প্রভৃতি লক্ষণ বিশিষ্ট পীড়াকে জ্বর বলে।

বিভিন্ন প্রকারের জ্বর।

আমাদের দেশে সচরাচর সামান্য জ্বর সবিরাম, স্বল্প-বিরাম বা অবিরাম জ্বর বেশী হইতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত

যে সকল জ্বর হয়, (যথা বিকারজ্বর বসন্তজ্বর ইত্যাদি) আমরা ক্রমশঃ তাহাদেরও উল্লেখ করিতেছি। সবিরাম জ্বর বলিলে—যে জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া আইসে, তাহাকে বুঝায়। স্বল্পবিরাম বলিলে, যে জ্বর ২৪ ঘণ্টা মধ্যে এক সময়ে একটু কমিতে না কমিতে আবার বেশী হয়। এবং অবিরাম জ্বর বলিলে যে জ্বরের ক্রমাগত একভাবে ভোগ হইতে থাকে তাহাকে বুঝায়।

জ্বরে থার্মোমিটার দ্বারা তাপ নির্ণয়।

আমরা প্রথমেই ইহার ব্যবহারের প্রণালী বলিয়াছি। এস্থলে জ্বরে ইহার পরীক্ষা বিষয় বলিতেছি;—১০১ ডিগ্রী উঠিলে সামান্য জ্বর; ১০৩ পর্য্যন্ত মধ্যম, ১০৫ বা ১০৬ ডিগ্রী উঠিলে ভয়ানক বা বিপদ জনক জ্বর বলিয়া জানিবে। ম্যালেরিয়া জ্বরে বালকদিগের আমরা ১০৭ হইতে ১০৯ পর্য্যন্ত উঠিতে দেখিয়াছি।

সামান্য জ্বর।

কারণ। রাত্রি জাগরণ অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম, হিম লাগান, ঋতু পরিবর্ত্তন, গরম হইতে ঠাণ্ডায় যাওয়া বা ঠাণ্ডা হইতে গরমে যাওয়া ভিজা কাপড় পরিধান ইত্যাদি বশতঃ এই জ্বর হইয়া থাকে।

চিকিৎসা। একোনাইট ৩, ৬। ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর ১ ফোটা করিয়া সেব্য। শিরঃ পীড়া চক্ষু লাল ইত্যাদি

লক্ষণে বেলেডোনা ৬। সর্ব্বশরীরে বেদনা বিশেষতঃ কোমরে থাকিলে রসটক্স ৬। ঘৃতাক্ত দ্রব্য আহারের পর জ্বর হইলে পলসেটিলা ৬। জলে ভিজিয়া জ্বর হইলে ডলকামারা ৬।

অবিরাম জ্বর।

(একজ্বর)

লক্ষণ। বৈকালে বা সন্ধ্যার সময় গা অল্প শীত শীত করিয়া এই জ্বর হয়। গাত্র গরম ও শুষ্ক, নাড়ী দ্রুত ও মোটা জিহ্বা শুষ্ক ও ময়লাবৃত, পিপাসা ও কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, প্রস্রাব অল্প ও লাল, কোষ্ঠবদ্ধ, কোমর ও মাথাব্যথা ইত্যাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়।

কারণ। হিম লাগা, জলে ভিজা, হটাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হওয়া ঋতু পরিবর্ত্তন, অল্প আহার জন্য শরীরে দুর্ব্বলতা, আঘাতাদি প্রাপ্তি ইত্যাদি কারণে এইরূপ জ্বর হইয়া থাকে। ইহা প্রায় সাত দিনের মধ্যেই সারিয়া যায়।

চিকিৎসা।

একোনাইট ডাঃ ৩, ৬। প্রথমে শীত হইয়া পরে গা গরম ও শুষ্ক গাত্র, মুখশুষ্ক, পিপাসা, নাড়ীপূর্ণ, দ্রুত শ্বাস ও প্রশ্বাস, অস্থিরতা ; ঠাণ্ডাবাতাস লাগিয়া পীড়া প্রভৃতি লক্ষণ ৪।৫ মাত্রা ঔষধ দিলে খানিকটা ঘর্ম্ম হইতে পারে ও জ্বর নরম হয়। ঘর্ম্ম হইলে ঔষধ বন্ধ।

বেলেডনা ৬ বা ৩০। প্রথমে মাথাব্যথা, আটা আটা ঘাম ; ক্ষুধামান্দ্য, পিপাসা, জিহ্বায় সাদা লেপ, অগ্রভাগ

লাল, উদর স্পর্শে বেদনা, চমকিয়া উঠা, ভুলবকা, চক্ষুলাল লক্ষণে বেলাডনা ভাল। একোনাইটের সহিত পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া ভাল।

ব্রায়োনিয়া ৬, ১২, ৩০। মাথাঘোরা, উঠিয়া বসিলে মুস্থির ভাব, কপালে ভারবোধ, মাথা ছিড়ে পড়া, শিরঃপীড়া, শুষ্ক কাশ ও জিহ্বায় সাদা বা হরিদ্রা বর্ণের লেপ, পেশীর বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ, প্রচুর জল পিপাসা, ঘর্ম্ম ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ উপযোগী।

জেলস ১x।—একোনাইট ও বেলাডনায় জ্বর না কমিলে এবং শিশুদিগের বিশেষতঃ সর্দ্দি ভাব থাকিলে।

মার্কুসল ৬। মুখফেকাশে, জিহ্বায় পুরুময়লা, হরিদ্রাভ ময়লা, দুর্গন্ধ নিশ্বাস, মাঢ়ীফুলা, লালপড়া, কৃমি বা সর্দ্দি লক্ষণে এই ঔষধ। রাত্রিকালে বৃদ্ধি।

এণ্টিমক্রুড ৬। পচা ঢেকুর, বমনেচ্ছা, কোষ্ঠবদ্ধ আহারীয় সমস্ত সামগ্রীতে ঘৃণা, জিহ্বায় সাদা দুধের মত লেপ, পিপাসা, মধ্যাহ্নে বৃদ্ধি।

নক্স ভমিকা ৩০। কোষ্ঠবদ্ধতা, রাত্রি জাগরণ বা আহারাদি বা মদ্যপান প্রভৃতি অত্যাচারে পীড়া। অক্ষুধা বিবমিসা, পুনঃ পুনঃ বেগ অথচ খোলসা বাহ্যে হয় না।

সহকারী উপায়। ঘরের বিছানায় শয়ন করাইয়া গরমজলে গা হাত মুছাইয়া দিয়া লেপ ঢাকিয়া রাখিলে ঘর্ম্ম হইয়া উপকার হয়।

পথ্যাদির মধ্যে ঈষৎ উষ্ণ জলপান, দুগ্ধ সাগু ব্যবস্থেয়।

রেমিটেণ্ট ফিভার।

স্বল্পবিরাম জ্বর।

বৈদ্যক মতে বাতশ্লেষ্মা ও পিত্তশ্লেষ্মা জ্বরের সঙ্গে এই রোগের অনেক সাদৃশ্য আছে। ইহার অন্যান্য লক্ষণ অবিরাম জ্বরের মত। জ্বর না ছাড়িয়া যদি ক্রমাগত ভোগ করিয়া থাকে, অথবা সকালে গায়ের উত্তাপ ২।৪ ঘণ্টা মাত্র একটু কম থাকিয়া বৈকালে পুনরায় বৃদ্ধি হয়, তবে তাহাকে স্বল্পবিরাম জ্বর কহে। প্রথমে শীত হইয়া পরে উষ্ণতা বৃদ্ধি, গাত্রদাহ, পিপাসা, গা শুষ্ক, কোষ্ঠ বদ্ধ, বমি, পেট বেদনা, মাথাধরা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। সামান্য প্রকারের এই সকল লক্ষণ থাকিয়া ক্রমশঃ ১৪ দিনের মধ্যে সারিয়া যায়। কিন্তু সময়ে সময়ে উহা সাংঘাতিক আকার পরিগ্রহ করে। জ্বর বেশী, হাত পা কাঁপা, তাপ ১০৫.৬, নাড়ী অনিয়মিত ও দ্রুত, প্রলাপ, পেটফাঁপা, কাশী, যকৃত বেদনা, প্রভৃতি উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়া পীড়া সাংঘাতিক করিয়া তুলে।

কারণ। কেহ পুতিবাষ্প ম্যালেরিয়াকেই কারণ বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। কেহ বলেন, একজ্বরই এই-রূপাবস্থায় উপনীত হয়। ফলতঃ এ সকল পীড়ার তত্ত্বের আলোচনায় প্রয়োজন নাই; আমরা নিম্নে উহার চিকিৎসার উল্লেখ করিলাম।

স্বল্পবিরাম জ্বরের ঔষধ। ২।৪ মাত্রা একনাইট দিয়া উপকার না হইলে ব্রায়োনিয়া ১২ ও রসটক্স ৩০ পালা

করিয়া সেবন করাইলে বেশ উপকার হয়। এক বেলা ব্রায়োনিয়া এবং একবেলা রসটক্স দেওয়া কর্ত্তব্য।

ব্রায়োনিয়া ৬ সেবনে মাথার কামড়ানি শুষ্ক কাশি বুকের পার্শ্বে ও হাত পার গাইটে বেদনা নড়িলে বেশী হয় বলিয়া স্থির হইয়া থাকা, কোষ্ঠবদ্ধ, মুখ শুষ্ক অথচ তৃষ্ণা না থাকা কিম্বা অনেক বিলম্বে অধিক জল পান করা ওষ্ঠ শুষ্ক ও ফাটা মত হওয়া প্রভৃতি লক্ষণ নিবারণ হয়।

রসটক্স ৬ সেবনে আপনা আপনি বিড় বিড় করিয়া বকা, গায়ের বেদনা স্থির থাকিলে বেশী হয় বলিয়া ছট্ ফট্ করণ ও ভেদ প্রভৃতি নিবারণ হয়। জেল্‌সিমিয়ম্ সেবনে ঝিমান, মাথা ঘোরা মাথা ভার ও সাঁটিয়া ধরার মত বেদনা; দুর্ব্বলতা প্রভৃতি লক্ষণ নষ্ট হয়। সরল আকারের এবং শিশুদিগের স্বল্পবিরাম জ্বরে জেল্‌সিমিয়ম্ বিশেষ উপকারী। যদি প্রতিবার জ্বর ফুটিবার সময়ে যে শীত হয়, তাহাতে জল পিপাসা থাকে, শীত কমিবার সঙ্গে সঙ্গে হল্‌দে পিত্ত বমি হয় আর গা মাথায় বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ বা দাস্ত প্রভৃতি লক্ষণ থাকে এবং সকালবেলা বেশী হয় তবে ইউপেটোরিয়ম্ পা্ফোলিয়েটম্ দিতে হয়। অত্যন্ত গাবমি বমি করা বমি হওয়া প্রভৃতি পিত্তের দোষ থাকিলে ইপিকাক দেওয়া যায়। যদি পেটের দোষ থাকা জন্য রাত্রিকালে পাতলা, হড়্‌হড়ে ও পিত্তের মত সবুজবর্ণ ভেদ হইতে থাকে, আর মুখ তিক্ত, বমি, অরুচি প্রভৃতি থাকে এবং পিপাসা একেবারে না থাকে বিশেষতঃ যদি ঘৃতপক্ক দুষ্পাচ্য জিনিস খাইবার পর পীড়া হয়, তবে পলসেটিলা, দেওয়া উচিত। যদি রোগী

ভারী খিট্ খিটে হয় আর তার সবুজ বর্ণ ও দুর্গন্ধ ভেদ হয় তবে 'ক্যামোমিলা' দিবে। যদি অম্ল ঢেঁকুর উঠা ও কোষ্ঠ-বদ্ধ পেট কামাড়ন প্রভৃতি থাকে বিশেষতঃ তার সঙ্গে যদি রোগী খিট্ খিটে হয়, তবে 'নক্সভমিকা' দেওয়া উচিত; পিত্ত শ্লেষ্মা জ্বরে ইহার সঙ্গে 'পডোফিলম্' পালা ক্রমে সেবন করাইলে অধিকাংশ স্থলে উপকার হয়। মুখ দিয়া অতিশয় লালা নির্গত হওয়া, প্রচুর ঘাম হয় অথচ তবুও যাতনা না কমা, এক একবার শীত ও আবার খানিক পরেই ঘর্ম্ম বোধ. মুখে দুর্গন্ধ, মাড়ি ও মুখের ভিতরে ঘা, মুখের চেহারা হল্দে মত হওয়া, হল্দে কিম্বা সবুজে ও ফেনা যুক্ত বাহ্যে, রাত্রিকালে পেটের অসুখ প্রভৃতি 'মার্কুরিয়স্' দিবার লক্ষণ। সর্ব্বাঙ্গ হল্দে মত হওয়া, ফাকা ঢেঁকুর উঠা, যকৃত বেদনা, জ্বরের সময় বেশী কথা কহা প্রভৃতি লক্ষণে পডোফিলম্' দেওয়া উচিত। যদি রাত্রিকালে অত্যন্ত মুখ শুকাইতে থাকে, অথচ মুখে কিছু ভাল না লাগে, দুর্গন্ধ ঢেঁকুর উঠার সঙ্গে বমি করিতে ইচ্ছা হয়, শরীর খুব কাহিল হইয়া পড়ে এবং সামান্য মাত্র পরিশ্রমে ঘাম হইতে থাকে, তবে 'ককিউলস্' দেওয়া উচিত। জ্বরের সঙ্গে অত্যন্ত জ্বালা, ভয়ানক পিপাসার চোটে এব্‌শ বার একটু একটু জল পান করা, জল খাইবার মাত্র বমি হওয়া, পেট জ্বালা, ছট্ ফট্ করা নাড়ী দ্রুত জ্বর কমিবার কালে ঘাম আদৌ না হওয়া কিম্বা আঠা আঠ হওয়া প্রভৃতি লক্ষণে 'আর্সেনিক' ১২ আবশ্যক।

ব্যাপটেসিয়া ১x—৩x। কম জ্বরে উত্তাপ প্রাতে ১০৩ ডিক্রি ও রাত্রে ১০৫ হয় নাড়ী মোটা, নরম অথচ দ্রুত,

উদরাময় মলে দুর্গন্ধ, পেট ফাপা, শ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, অস্থিরতা ও তন্দ্রা ভাব গলমধ্যে ক্ষত, শয্যা কণ্টক, বমন ইত্যাদি লক্ষণে ব্যবহার্য্য।

নাসা জ্বর।

লক্ষণ। এই জ্বরে নাকের ভিতর পিয়াজের কোষার মত একরকম ফুলা দেখা যায়। ইহা হইলে মাথা ভারি, মাথা কামড়ানি জ্বর, ঘাড়ে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়। নাসার ধাতু দিগের মাসে মাসে ইহা হইতে দেখা যায়। সর্দ্দিজ্বরের মত সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হয়।

চিকিৎসা।

অনেকে নাসা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া থাকেন; ইতিপূর্ব্বে নাকে সূচীবিদ্ধ করিয়া খানিকটা রক্ত মোক্ষণ করা হইত; কেহ কেহ পায়ের হাঁটুর ভিতর দিকের শিরা বিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিয়া ভাল করিতেন।

ঔষধ।

ইহার ভাল ঔষধ বেলাডনা ৩০ তিন ঘণ্টা অন্তর এক একমাত্রা সেবনীয়। নাসাধাতু বা ক্রমি ধাতু ব্যক্তি গণের পীড়ায় টিউ ক্রিয়াম ভাল কাজ করে। ক্যালকেরিয়া ৩০ দিলে এই রোগ প্রবণতা সারিয়া যায়। প্রত্যহ সরিসা তৈলের নাস গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

ম্যালেরিয়া জ্বর বা পালাজ্বর।

ইহাকেই কম্পজ্বর বা সবিরাম জ্বর কহে এই জ্বরেই বঙ্গদেশ উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে। ম্যালেরিয়া ও কুইনাইন এই দুই বিষে মিশ্রিত হইয়া বঙ্গবাসীর অস্থি মাংস জর্জ্জ-রিত হইল।

লক্ষণ। যে জ্বর ছাড়িয়া ছাড়িয়া হয়, অর্থাৎ যাহার বিরাম আছে, তাহাকেই সবিরাম জ্বর বলে অর্থাৎ কম্প দিয়া পালা করিয়া (সময় নির্দ্দিষ্টভাবে) আইসে বলিয়া কম্পজ্বর বা পালাজ্বর নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহার প্রধানতঃ, প্রথম শীত বা কম্পাবস্থা, দ্বিতীয় উষ্ণ বা জ্বরাবস্থা। তৃতীয় ঘর্ম্মাবস্থা, চতুর্থ বিরামাবস্থা, প্রথমে কম্প দিয়া জ্বর আসিয়া পরে জ্বর মাথাধরা পিপাসা গাত্রদাহ প্রভৃতি সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পরে ঘর্ম্ম হইয়া সমস্ত লক্ষণ কম পড়িতে থাকে। পুনর্ব্বার জ্বরাক্রমণ পর্য্যন্ত কালকে বিরাম কাল কহে।

এই জ্বর প্রতিদিন বা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একবার করিয়া হইলে প্রাত্যহিক বা ঐকাহিক (কোটিডিয়ন্); একদিন অন্তর অর্থাৎ ৪৮ ঘণ্টার পর হইলে দ্ব্যহিক (টার্সিয়ান্) ৭২ ঘণ্টার পর হইলে ত্র্যহিক (কোয়ার্টান) কহে। প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টায় দুইবার করিয়া হইলে "ডবল্ কোটিডিয়ান্ জ্বর বা দ্বৌকালীন বিষম জ্বর (দ্বৌকালিনজ্বর) কহে।

ইহার আনুষঙ্গিক উপসর্গ। ক্ষুধামান্দ্য কো[illegible] বা অতিসার, বমন প্রভৃতি লক্ষণ থাকে। পরে বহুদিন এই [illegible]রে ভুগিতে ভুগিতে ক্রমশঃ প্লীহা ও যকৃতের বিশৃঙ্খলতা ঘটে। অতঃপর ক্রমশঃ রোগী জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ রক্তা[illegible]তা, শোথ প্রভৃতি লক্ষণ আসিয়া রোগীর জীবন শঙ্কটাপন্ন হইয়া থাকে বা অনেকের জীবনলীলা শেষ হয়।

কারণ। ম্যালেরিয়া বিষ হইতে ইহার উৎপত্তি ঘটে। ম্যালেরিয়া বিষ কি, আজিও ঠিক হয় নাই। কেহ বলেন, জীবাণু কেহ বলেন গলিত উদ্ভিদ বা পত্রাদি পচিয়া বা স্যাঁতা স্থান হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। তৎপরে শ্বাসপথ দ্বারা মশকাদির দংশন দ্বারা রক্তে প্রবিষ্ট হইয়া জ্বর উৎপন্ন করে। ফলতঃ, দুর্ব্বলতা, আহারের অনিয়ম, হিমলাগা, জলে ভেজা প্রভৃতি ইহার উত্তেজক কারণ। জলবায়ুর দোষে যে এই জ্বর হয় তাহার আর সন্দেহ নাই।

পথ্যাদি। নূতনাবস্থায় দুধ, দুধসাবু, জলসাবু, জলবার্লি, ডালিম বা বেদানা দিবে। পুরাতনাবস্থায় অন্ন, মৎস্যের ঝোল, দুধ রুটি বা দুগ্ধ সাবু ব্যবহার্য। ভাত অপেক্ষা সুজির রুটী ভাল, একাদশী, অমাবস্যা পূর্ণিমায় ভাত নিতান্ত নিষেধ। উষ্ণজলে স্নানকরান ভাল ঠাণ্ডাজলে স্নান নিষেধ। কচু, পেপে ফলের তরকারি (আটাশুদ্ধ পেপের ডালনা); কাগুচিনেবু সুপথ্য বটে মাগুরমাছ উপকারী অথচ খাদ্য।

উৎকৃষ্ট স্থানে জলবায়ু পরিবর্ত্তন করিলে পীড়া সহজে সারিয়া যায়।

ম্যালেরিয়া স্থানে বাস করিতে হইলে, প্রাতে ও সন্ধ্যায়

বেড়ান ভাল নহে। একতালা গৃহে বা স্যাঁতা স্থানে শয়ন নিষেধ। কলাখাওয়া বড় নিষেধ। প্রত্যহ প্রাতে একটু একটু চা খাওয়া মন্দ নহে; মসকাদির দংশন হইতে রক্ষা পাইবার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য।

স্নান বা পান করিবার জলের বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হয়। উষ্ণ জল বা ফিল্‌টার জলপান বিধেয়।

ঔষধ।

চায়না ১ম বা ৬ষ্ঠ ডাঃ।—অল্প দিনের পালা জ্বর, জ্বর আসিবার পূর্ব্বে মাথা ব্যথা। ক্ষুধা ও বুক ধড়ফড়ানি, শীতের অবস্থায় কম্প ও বেদনা, জ্বরের অবস্থায় প্রবল পিপাসা এবং ঘর্ম্মাবস্থায় প্রচুর ঘর্ম্ম এই সকল প্রধান লক্ষণ থাকিলে, ইহা ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত জ্বরের পূর্ব্বে গা বমি বমি, মাথা ঘোরা কাসিতে প্লীহা যকৃতে বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। ম্যালেরিয়া স্থানে প্রথম প্রথম ইহার দ্বারা ঠিক কুইনাইনের মত জ্বর বন্ধ হয়।

আর্সেনিক ৬ বা ৩০।—পুরাতন জ্বর, তিনটী অবস্থা স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয় না। গাত্র জ্বালা, অপরিতৃপ্ত পিপাসা জ্বর আসিবার পূর্ব্বে দুর্ব্বলতা, শীতের পূর্ব্বে মাথা ঘোরা বা মাথা ব্যথা, হাইতোলা, সর্ব্বশরীরে অসুস্থ বোধ। শ্বাসকৃচ্ছ্রতা বমনোদ্বেগ, পাকাশয়ে ও অন্ত্রে বেদনা। হাত পা ফুলা। প্লীহা যকৃতে বেদনা, মুখ পাণ্ডু বর্ণ। ঐকাহিক, দ্ব্যহিক বা ত্র্যাহিক জ্বরে বিশেষতঃ যেখানে কুইনাইন বেশী খাওয়ান হইয়াছে, সেখানে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

নক্স ভমিকা ৬ বা ৩০।—প্রায় শেষ রাত্রিতে জ্বর বা প্রত্যূষে ; শীত ভয়ানক ও অনেকক্ষণ থাকে। গা গরম, অথচ রোগী গায়ে কাপড় দিতে চাহে। শীতের সময় গায়ে কামড়ান মাথা ব্যথা মাথা, ঘোরা, বুক বেদনা বমন। কুই- নাইনাদির অপব্যবস্থায়। প্লীহা যকৃতের বৃদ্ধি।

ইপিকাকুয়েনা ৬ বা ৩০।—সামান্য শীত ও উষ্ণতা গা বমি বমি, বমন, বাহিরে উত্তাপ প্রয়োগে শীত বৃদ্ধি। তৃষ্ণা শীতের সময় নহে, উষ্ণাবস্থায় অল্প। বিরামকালে পেটের অসুখ। কুইনাইন বা আর্সেনিক বেশী খাওয়ার পর জ্বর। ডাক্তার জার এই ঔষধের বড়ই পক্ষপাতী।

পল্‌সেটিলা ৩০শ।—বৈকালে বা সন্ধ্যাকালে জ্বর। শীত ও উষ্ণাবস্থায় পিপাসা শূন্যতা, মুখ বিস্বাদ, জিহ্বা অপরিষ্কার, আমাশয়। লুচি বা চর্ব্বি খাওয়া জন্য পীড়া। বাহিরের বায়ু ভাল লাগে।

ব্রায়োনিয়া ৩০।—শীতাবস্থা অধিক। পিপাসা, শুষ্ক, কাশী, বক্ষঃস্থলে বেদনা, কোষ্ঠ বদ্ধতা, প্লীহা যকৃতের বৃদ্ধি ও বেদনা।

নেট্রাম মিউর ১২ বা ৩০শ।—পা কি কোমর বেদনা, শীত, নীলবর্ণের নখ, পিপাসা, ফেটে যাবার মত শিরঃপীড়া, ঘর্ম্ম হইলে মাথা ব্যথা কমে। পৈত্তিক বমন, প্লীহা যকৃতের বৃদ্ধি ; পুরাতন ও নূতন ক্ষেত্রে উপযোগী।

ইউপেটোরিয়ম পার্ফ ১ দ।—শীতের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে পিপাসা ; দীর্ঘস্থায়ী তাপ, অল্প ঘর্ম্ম, শীতের পর বমন, কোমর বেদনা, অস্থিমধ্যে বেদনা। সকালে জ্বর। উদরাময়।

ভিরেট্রাম এল্বাম ১২শ।—গা ঠাণ্ডা শীতল চট্‌চটে চর্ম্ম, তৃষ্ণা, দুর্ব্বলতা, বমন ও ভেদ পেট বেদনা, কোমর বেদনা।

সিড্রন ১—বা ৩।—ঠিক এক সময়ে জ্বর (ঘড়ি ধরা সময়)।

কতক নেট্রামের লক্ষণ, কতক আর্সেনিকের লক্ষণ থাকিলে নেট্রাম আর্স ১২ ভাল।

পুরাতনক্ষেত্রের প্লীহা যকৃতের বৃদ্ধির সঙ্গে জ্বর— ক্যাল্‌কেরিয়া আর্স ৩০ ক্রমে বিশেষ উপকার করে।

দ্বৈকালীন জ্বরে—এপিস, এণ্টিক্রুডম, বেলাডনা চায়না প্রভৃতি ভাল।

পালা জ্বর ঔষধ।

ইগ্নেশিয়া ৬, ৩০।—বিষমজ্বরে জ্বরকালে জ্বরের পূর্ব্বে পিপাসা দাহ অবস্থায় পিপাসার অভাব, অন্তরে শীত বাহিরে তাপ সর্ব্বশরীরে চুলকাইয়া শীত পিত্ত বাহির হয়। গাত্রে আমবাত বাহির হয়।

লাইকোপোডিয়ম ১২।—বেলা ৪টার সময় জ্বর আসিয়া রাত্রে ৮ টার সময় ছাড়িয়া যায় অত্যন্ত শীত হইয়া জ্বর আরম্ভ হয়, ইহার সঙ্গে কোষ্ঠবদ্ধ ও পেটফাঁপা থাকে।

আর্ণিকা ৬।—এই জ্বর প্রাতে আসিয়া থাকে এবং জ্বর আসিবার পূর্ব্বে অত্যন্ত হাই উঠে, হাড়ের ভিতর

ভয়ানক বেদনা, মস্তক ও মুখ গরম কিন্তু অন্য অঙ্গ শীতল, সামান্য জ্বর ভিতরে শীত বাহিরে তাপ, এবং জল পানে শীতের বৃদ্ধি।

এণ্টিমক্রুড ৬।—নাড়ী অতিশয় অনিয়মিত, শীতের আধিক্য এমন কি গরম ঘরেও শীত যায় না। অত্যন্ত বিমর্শতা, পিপাসার অভাব প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গের পর, ঘর্ম্ম, জিহ্বা শাদা, কোষ্টবদ্ধ বা উদরাময় ইত্যাদি।

ওপিয়ম ৬, ৩০।—বিষম জ্বর, কম্প সহ শীত, শীতাবস্থায় নিদ্রা এবং নিদ্রাবস্থায় মুখ খোলা থাকে ও নাসিকা ডাকিতে থাকে। পিপাসা থাকে না। দাহাবস্থায় পিপাসা ও অতিশয় ঘর্ম্ম হয়, এবং শয্যা অত্যন্ত গরম বোধ হয়।

কুইনি সলফ ১x, ৩x। যে জ্বর শীত করিয়া আসে, ঘর্ম্ম দিয়া ছাড়ে। এবং জ্বর বিচ্ছেদে সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করে, এমন কি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

সর্দ্দি জ্বর ও ইনফ্লুয়েঞ্জা।

সর্দ্দি কাশির সহিত জ্বর ও তৎসঙ্গে অত্যন্ত গাত্রবেদনা। বিশেষতঃ ফাল্গুন মাসেও অরুচি থাকিলে ইনফ্লুয়েঞ্জার লক্ষণ বুঝিতে হইবে। অত্যন্ত গাত্র বেদনা, এই ব্যারামের প্রধান লক্ষণ এদেশে ডেঙ্গু জ্বর আসিয়া অন্তর্হিত হওয়ার পর এই রোগ বিরাজ করিতেছে। এই রোগ ৩।৪ দিন মাত্র আক্রমণ করে তৎপরে ছাড়িয়া যায় কিন্তু ইহার অরুচি লক্ষণ ১০।১২ দিনে যায় না।

চিকিৎসা।

বেলাডনা ৬।—সর্দ্দি, কাশি, ভয়ানক গাত্র বেদনা, জ্বর।

একোন ৩।—অত্যন্ত জ্বর, সর্দ্দি, পিপাসা, হাঁচি।

ব্রাইওনিয়া।—অত্যন্ত কাসি, জ্বর। এতদ্ব্যতীত ইউ-পেটোরিম, ফসফরাস এন্টিমটার্ট, আর্স লক্ষণ বিশেষে দেওয়া যায়।

সহকারী উপায়। প্রত্যহ দুই বেলা দুইটী সোডা ওয়াটার পান করিতে দিবে। ইহা একপ্রকার ঔষধ বলিলেও হয়। ঠাণ্ডা জল পান ও টক্ ও মিষ্ট সামগ্রী নিষেধ।

পথ্যাপথ্য।—দুগ্ধসাবু, সুজির রুটি ব্যবস্থেয়। ৩। ৪ দিন পরে অন্ন দেওয়া যায়।

দদ্রু বা দাদ।

ইহাও একপ্রকার ছোঁয়াচে রোগ; কীটানু হইতে উৎ-পন্ন। অপরিষ্কার হইতেও ইহার উৎপত্তির সাহায্য হয়। সর্ব্বদা অপরিষ্কার থাকা, পীড়িত ব্যক্তির বস্ত্রাদি ব্যবহার না করিলে ইহা প্রায় হয় না।

চিকিৎসা।

ঘাড়ের উপর দাদ হইলে, এবং দাদ হইতে রস পড়িতে থাকিলে, সন্ধ্যাবেলা চুলকানি বেশী হইলে—কষ্টিকাম ৬।

দাদ হাতের উপর বেশী হইলে, এবং মধ্যে মধ্যে পাকিয়া ক্ষত মত হইলে—মার্কুসল। ফোস্কা বা বিজ্ গুড়ি মত হইলে, দাদ ভাল হইয়া বুকে বেদনা, আমরক্ত, এবং আমরক্ত ভাল হইয়া দাদ হইতে থাকিলে রসটক্স ৩০।

শুষ্ক দদ্রু রোগে, চুলকানি, জ্বালা হইলে ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া ১২।

ক্যাল্‌কেরিয়া ৩০ এবং সলফর ৩০ পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার ইহার উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিপিয়া ৩০। কালকাল দাগ যুক্ত পীড়া। প্রথমে দিলে আর পীড়া বৃদ্ধি হইতে পায় না। দাদের উপর সিপিয়া ৩x গুড়া গ্লিসারিণের সহিত লাগান ভাল। সর্ব্বশেষে আমাদের প্রস্তুত সুগন্ধ দাদের মলম লাগাইলে দুই দিনে দাদ আরোগ্য হয়।

দন্তশূল বা দাঁত বেদনা।

লক্ষণ।—সচরাচর এই পীড়া আবালবৃদ্ধ বনিতার হইয়া থাকে। দন্ত বেদনা কখন এক দাঁতে কখন বা বহু দাঁতে, এবং তথা হইতে মুখ, কাণ গলা, এবং মস্তক পর্য্যন্ত বেদনাযুক্ত বোধ হয়। দাঁত নড়িয়া, গর্ভাবস্থায়, হিম লাগিয়া ও কখন কখন বা পোকা লাগিয়া এবং পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত বশতঃ এবং বাতের পীড়া ইত্যাদি কারণে দাঁতে বেদনা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

একোনাইট ৬।—সর্দ্দি লাগিয়া দাঁতে বেদনা জ্বর ভাব শীতল জলে ক্ষণিক আরাম বোধ।

ক্রিয়োজোট ১২।—দাঁতে পোকা লাগিয়া দন্ত বেদনায় ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই অবস্থায় মার্কুরিয়স ও উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা যে কেবল বেদনায় উপকারী তাহা নহে; ইহা সেবনে দাঁতে পোকা খাওয়া স্থগিত হয়।

ক্যামোমিলা ১২শ।—শীতল বায়ু লাগিয়া ঘর্ম্ম রোধ জন্য পীড়া। বেদনা অসহ্য; রাত্রিতে এবং শয্যায় শয়নে বৃদ্ধি; গরম দ্রব্য আহারের যন্ত্রণা, দাঁতের গোড়া ও গাল ফুলা কখন মাথার একদিক পর্য্যন্ত বেদনা। শিশুদিগের দন্তোদ্গমের সময়, বিশেষতঃ তাহার সঙ্গে সঙ্গে উদরাময় থাকিলে, ইহা বিশেষ উপকারী।

মার্কুরিয়স সল্ ৬।—দাঁতে পোকা লাগিয়া মুখের এক দিক, কাণ, গ্রন্থি, রগ পর্য্যন্ত একেবারে বেদনাযুক্ত বেদনার সঙ্গে লালা নিঃসরণ, শীতল জলে ক্ষণিক উপশম, আহারে এবং রাত্রিতে বৃদ্ধি। গর্ভাবস্থায় দন্ত বেদনায় মার্কুরিয়স ১২ উপকারী।

পল্সেটিলা ৬।—মুখে কোন দ্রব্য দিলেই বেদনা, সন্ধ্যাকালে রাত্রিতে এবং গরমে বেদনা বৃদ্ধি। দাঁতের বেদনার সঙ্গে কাণ কামড়ানি ও মাথাধরা। খোলা বায়ুতে বেড়াইলে বেদনা হ্রাস কিন্তু উষ্ণ গৃহ মধ্যে বৃদ্ধি হয়।

নাইট্রিক এসিড ৬। পারদ ব্যবহারের পর দন্তশূলে প্রচুর পরিমাণে লালা স্রাব হইলে।

আর্সেনিক ৬।—বেদনায় হাত দিলেই ও বেদনার দিকে শুইলে বৃদ্ধি। বিশ্রাম ও ঠাণ্ডা প্রয়োগে বৃদ্ধি; সঞ্চালনে এবং গরম প্রয়োগে উপশম। পীড়া আরাম হইয়া গেলেও যাহাতে পুনরায় না হয় তজ্জন্য কিছুদিন ইহা ব্যবহার করা উত্তম।

ষ্টাফিসেগ্রিয়া ৬।—দাঁত কাল হইয়া যায়, আহারের সময়ে বা শীতল জল সেবনে মাড়ীতে বেদনা, পোকায় খাওয়ায় গর্ত্তযুক্ত দাঁতে বেদনা।

বেলেডনা ৩০।—দাঁতে খোচা বোধ ও দপদপানি, অনেকগুলি দাঁতে একেবারে বেদনা বোধ সুতরাং কোন-টিতে বেদনা নির্দ্দেশ করা যায় না. বেদনা নড়িয়া বেড়ায়, ঠাণ্ডা ও গরম উভয়তেই বেদনা বৃদ্ধি, মস্তকে রক্তাধিক্য ও মাথাধরা।

ব্রাইওনিয়া।—বেদনা উত্তাপে বৃদ্ধি, শীতল জলে ক্ষণিক উপশম। যে পার্শ্বে বেদনা সেই পার্শ্বে শয়নেও বেদনা হ্রাস হয়। এবং ঐ সঙ্গে বাতের পীড়া থাকিলে।

নক্সভমিকা ৩০শ।—চিড়িক মারার ন্যায় বেদনা, আহা-রের পরে দন্ত বেদনা, নিশ্বাস লইলে ও গরমে আরাম বোধ কিন্তু মানসিক চিন্তায় বেদনা বৃদ্ধি।

প্লান্টেগো ৩। ইহা সকল রকম দন্ত শূলে উপকারী এবং প্লান্টেগো ϕ তুলায় ভিজাইয়া দন্তে লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়।

দ্রষ্টব্য।—ঠাণ্ডা লাগিয়া—একোনাইট, বেলেডনা, ক্যামমিলা, মর্কুরিয়াস।

দাঁতে পোকা লাগিয়া—ক্রিয়াজোট, ষ্টাফিসেগ্রি, মার্কুরিয়াস।

অপাক বশতঃ—ব্রাইওনিয়া, নক্সভমিকা, পলসাটিলা।

স্নায়বিক বেদনা—বেলেডনা, ক্যামোমিলা, নক্সভমিকা, আর্সেনিক।

সহকারী উপায়। প্রত্যহ সকালে ও আহারান্তে দন্ত শীতল জলে ভালরূপ ধৌত করিবে। যাঁহাদের দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়ে (পান্‌সে দাঁত) তাঁহাদের পক্ষে দাতন ক। বিশেষ উপকারী। অতিরিক্ত গরম বা বরফের ন্যায় ঠাণ্ডা পদার্থ দাঁতের সহিত সংস্পর্শ করা অতীব অন্যায়, কারণ তাহাতে দাঁত একেবারে নষ্ট হইতে পারে। অনেকের বিশ্বাস তামাকে বা চুরুটে দাঁতের গোড়া শক্ত হয়; এটি সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। তাহাতে আমাদের বিশ্বাস, দাঁত নষ্ট করে। প্রতিদিন রাত্রিতে শয়নের পূর্ব্বে, বিশেষতঃ মাংসাহারের পর, মুখ ভাল করিয়া ধুইয়া শয়ন করিবে।

দাঁতের গোড়া নষ্ট হইয়া গেলে উহা উঠাইয়া ফেলা উচিত। উঠাইবার পূর্ব্বে ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করিয়া বেদনা বা আনুষঙ্গিক উৎপাত সকল দূর করতঃ দাঁত রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত।

দন্তোদ্গম বা দাঁত উঠা।

দন্তোদ্গম যদি শিশুজীবনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, তথাপি অনেক সময় ইহা কষ্টদায়ক এবং দুর্ব্বল ও রুগ্ন শিশুদিগের পক্ষে সাঙ্ঘাতিক হইয়া থাকে। কাসি, উদরাময়, অনিদ্রা প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, এজন্য দাঁত উঠাকালীন শিশুদিগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। শিশুগণের দাঁত প্রথম কখন উঠিবে সে সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে না। তবে শিশুর ষষ্ঠ মাস বয়সে, সচরাচর প্রথমতঃ নিম্ন মাড়ির ঠিক মধ্যস্থল মধ্যে ইন্‌সিজার্স্ (Central Incisors) নামক দুইটী দাঁত বাহির হয়। ৯ মাসে নিম্নমাড়িস্থ ২টী পার্শ্বের ইন্‌সিজার্স্ নামক দাঁত বাহির হয় এবং উহার অনতিকাল বিলম্বেই উপরের মাড়ির দুইটী পার্শ্বের ইন্‌সিজার্স্ নামক দাঁত বাহির হয়। ১ বৎসর সময়ে নিম্ন মাড়িতে কষের সম্মুখস্থিত ২টী ও উপরের মাড়িতে ২টী মোলার্স্ (Molars) নামক দাঁত বাহির হয়। ১৪ হইতে ২০ মাস মধ্যেই উক্ত প্রকারে নিম্ন ও উপরের মাড়ির ৪টী ক্যানাইন্ (Canine) নামক দাঁত বাহির হয়। ২ হইতে ২॥০ বৎসর মধ্যেই নিম্ন ও উপর মাড়িতে আবার ৪টী করিয়া কষের বা পশ্চাদ্ভাগের দাঁত বাহির হয়। এই সময়ে মোট ২০টী দাঁত বাহির হইয়া থাকে। এই সময়ের দাঁতগুলিকে দুগ্ধদন্ত বা অস্থায়ী দাঁত বলে। আবার উক্ত নিয়মে সকল শিশুর দাঁত উঠে না।

কোন কোন শিশুর তিন মাসের সময়, কাহারও বা ১০ মাস, কাহারও বা ১১।১২ মাসে দাঁত বাহির হইতে আরম্ভ হয়। এই প্রকার অনিয়মে দাঁত উঠা যে শিশুর পক্ষে অনিষ্টকর এরূপ বলা যাইতে পারে না।

জ্ঞানদন্ত (Wisdom Tooth) ব্যতীত, স্থায়ী দাঁত ৬ বৎসর বয়সে উঠিতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ১৩ বৎসর বয়সের সময় দাঁত উঠা সমাপ্ত হয়। জ্ঞানদন্ত (Wisdom Tooth) সচরাচর ১৭ হইতে ২১।২২ বৎসরের সময় বাহির হয়। আবার কোন কোন ব্যক্তির ২৮।২৯ বৎসর সময়ও জ্ঞানদন্ত উঠিতে দেখা যায়। মনুষ্যের মোট ৩২টী স্থায়ী দাঁত হয়। কষ্টে দাঁত উঠিলে অনেক প্রকারের স্থানিক পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। মাড়ি প্রশস্ত ও অপেক্ষাকৃত কোন স্থানবিশিষ্ট বহির্গত ও উহা প্রায় দাঁতের আকার বিশিষ্ট হয়। উক্ত স্থান লালবর্ণ ও স্ফীত হয় এবং অত্যন্ত টাটায়। কিন্তু কঠিন পদার্থ কামড়াইতে চাহে, অথবা নিজের হাতের মুঠি মুখের মধ্যে দিয়া কামড়ায়। মুখে প্রচুর পরিমাণে লালা উঠে ; মুখের মধ্যে উষ্ণ হয়। মাড়িতে অঙ্গুলাদি লাগিলে টাটায়। শিশুর জ্বরভাব হয়, মাথা উষ্ণ ও পায়ের পাতা শীতল হয় ; ঘুম ভাল হয় না ; সর্ব্বদা খিট্ খিট্ করে এবং কখন কখন বিশেষতঃ রাত্রিতে, ঘুমের ঘোরে কষ্টদায়ক কাশির উদ্রেক হয়। এই সকল অসুখ এবং শৈশবাবস্থায় অন্যান্য প্রকারের অসুখ শিশুর দাঁত উঠার সময় হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা বুঝিতে হইবে।

শীঘ্র শীঘ্র বা সহজে দাঁত উঠার জন্য অনেক চিকিৎসক

বিশেষতঃ এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ অস্ত্র দ্বারা নাড়ী কাটিয়া দিয়া থাকেন। ইহা যে একটি ভাল প্রণালী এরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার না দর্শিয়া বরং অনেক সময়ে অপকার হইতে পারে। ইহাতে অনেক সময় দাঁতের অনিষ্ট করে এবং উহার দরুণ অনেকের দাত অকালে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এতদ্ব্যতীত দাঁত বাহির হওয়ার পূর্ব্বে কাটা স্থান শুকাইয়া যায় এবং কাটা স্থানের দাগটী মাড়িকে কঠিন করিয়া উক্ত স্থানে দাঁত উঠার বিশেষ ব্যাঘাত জন্মায়। কিন্তু যদি মাড়ি স্ফীত ও প্রদাহযুক্ত হইয়া স্ফীতি স্থান ফোড়ার আকার ধারণ করে, তবে স্ফীত স্থান অস্ত্র দ্বারা কাটিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

চিকিৎসা।

একোনাইট (৩ ডাঃ)।—শিশু সর্ব্বদা অস্থির; সর্ব্বদাই ক্রন্দন করে, কোনও মতে শান্ত করা যায় না। চর্ম্ম শুষ্ক ও উষ্ণ, জ্বর, অনিদ্রা, মাথা গরম, পিপাসা, সবুজ বর্ণের ভেদ বা কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি লক্ষণে উপকার করে।

বেলাডনা ৩০শ।—শিশুর কোঁতানি বা ফোঁপান, ঘুমের ঘোরে চমকিয়া উঠা, মুখমণ্ডল লাল, জ্বর, মাথা গরম, উষ্ণ, আক্ষেপ, মাড়ী বেদনা প্রভৃতি।

ব্রায়োনিয়া ১২।—মুখ শুষ্ক, উষ্ণ, উঠিলে কাসে, বমন, পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধতা, খিটখিটে, যকৃতে বেদনা প্রভৃতি।

ক্যাল্‌কেরিয়া কার্ব্ব (৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ)।—মাথা বড় ও উহার উপরিভাগের হাড়ের জোড় খোলা থাকে (Open Fontannelles.) শিশু গণ্ডমালা ধাতুবিশিষ্ট, নিদ্রাবস্থায় মাথায় ঘর্ম্ম হয়, খড়ি মাটির ন্যায় ঘোলাটিয়া বা সাদাটিয়া জলবৎ তরল ভেদ; উগ্র স্বাদ বা গন্ধবিশিষ্ট পদার্থ বা উদরস্থ অজীর্ণ আহার দ্রব্যাদি বমন পেটফাঁপা ও ফাঁপা; রোগী শিটা বা শীর্ণ হয় বটে, কিন্তু তাহার ক্ষুধার হ্রাস না হওয়া বরং বৃদ্ধি হয় ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিবে।

ক্যামোমিলা।—(৬ বা ১২ ডাঃ)—স্নায়ুমণ্ডলীর অত্যন্ত উত্তেজনা; ঘুমের ঘোরে চমকিয়া বা হঠাৎ কাঁদিয়া উঠা এবং বারবার এপাশ ও পাশ করিয়া ছটফট করা; শিশু অত্যন্ত খিট্‌খিটে হয় এবং সর্ব্বদা কোলে চাপিয়া বেড়াইতে চাহে, এক গাল লাল ও অপর গাল মলিন বা শিটা; হাত পায়ের আকস্মিক স্পন্দন; উদরাময় ও সবুজ হরিদ্রা বা সাদার আভাযুক্ত পচা ডিমের ন্যায় গন্ধযুক্ত শ্লেষা ভেদ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র এই ঔষধে অনেক শিশুকে সারিতে দেখা গিয়াছে।

কফিয়া।—(৩ বা ৬ ডাঃ) নিদ্রাশূন্যতা ও শিশু সহজেই চটিয়া যায়; খিট্‌ খিট্‌ করা ও করুণ স্বরে কোঁথানি বা কোঁকানী, রোগী একবার হাসে আবার কাঁদে; জ্বর বোধ এবং নিদ্রাশূন্যতার দরুণ শিশু অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হয়।

গ্রাফাইটিস্।—(৬ ডাঃ)। শরীরের চর্ম্ম অস্থস্থ; হাঁটুর উপর বা পশ্চাৎদিকে, কর্ণের পশ্চাৎভাগে ও গলার ভাঁজে ভাঁজে ছাল উঠা বা ছালশূন্য হওয়া, মাথা ও মুখমণ্ডলে ফুস্কুড়ি যাহা হইতে চটচটিয়া আঠা বস্তুর নির্গত হয়, কোষ্ঠবদ্ধ বা বৃহৎ আকারের গুটলে মলত্যাগ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

হায়োসায়েমাস (৩ বা ৬ ডাঃ)—শিশু মুখের মধ্যে আঙ্গুল দিয়া চিবানর ন্যায় মাড়ি চাপে, চক্ষু লালবর্ণ ও উজ্জ্বল; আক্ষেপ যাহা মুখমণ্ডলের বিশেষতঃ চক্ষুর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পেশী সমূহের স্পন্দন হইয়া প্রথম আরম্ভ হয়; ঘোর নিদ্রা, বীড়্ বীড়্ করিয়া বা চুপে চুপে প্রলাপ বকা ও বিছানার কাপড়াদি খোটা, অনিচ্ছাপূর্ব্বক হরিদ্রা বর্ণের জলবৎ তরল ভেদ ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

ইগ্নেসিয়া (৩০ বা ৬ ডাঃ)—বারম্বার উষ্ণানুভব ও ঘর্ম্ম; শিশু ঘুম হইতে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে ও কাঁপে, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পমান স্পন্দন; অত্যন্ত ছটফট করণ; দীর্ঘ নিশ্বাস ও হাই তোলা ও চিৎকার করিয়া কাঁদা; রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা ভেদ ও মলত্যাগের সময় সর্ব্বদা কোঁথ পাড়া ও গুহ্য দ্বার বাহির হইয়া পড়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থেয়।

ইপিকাকুয়েনা (৩, ৬, ১২ বা ৩০ ডাঃ)—মুখমণ্ডল শিটা বা মলিন; চক্ষু নীলবর্ণের রেখা দ্বারা পরিবেষ্টিত, সর্ব্বদা বমনোদ্বেগ, কিন্তু বমন হয় না, উদরাময় ও ঘাসের ন্যায় সবুজবর্ণ অথবা টক পচা দুর্গন্ধযুক্ত অনেক প্রকার বর্ণ

বিশিষ্ট মলত্যাগ, সর্দ্দি ও শ্বাসরোধক কাশি ও বায়ুনলে শ্লেষ্মার ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হওয়া ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ।

মার্কিউরিয়াস্ সলিউবিলিস (৬ বা ১২ ডাঃ)—মুখে প্রচুর পরিমাণে লালা উঠা; মাড়ি লালবর্ণ এবং কখন কখন জিহ্বা ও মুখ গহ্বরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত; সবুজের আভা-যুক্ত রক্ত মিশ্রিত চটচটিয়া আঠা তরল ভেদ এবং দাস্তের সময় অত্যন্ত কষ্টদায়ক কোঁথপাড়া, উগ্রগন্ধযুক্ত হরিদ্রা বর্ণের মূত্রত্যাগ; রাত্রিযোগে অসুখের বৃদ্ধি ইত্যাদি লক্ষণে এই ঔষধ ব্যবস্থা।

নক্স ভমিকা—(১২ বা ৩০ ডাঃ)—শিশু অতিশয় খিটখিটে, সহজে চটে, অক্ষুধা, পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধতা, বার-বার সামান্য মল, কটাবর্ণের শ্লেষ্মা মিশ্রিত ভেদ। গরম মসলা বা গুরুপাক-দ্রব্য ব্যবহারের ফল।

পডোফাইলাম ৬।—অনিদ্রা, অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষু, কোঁ-তানি, দন্ত কিড়মিড়, মাথা এ পাশ ও পাশ করা, সবুজ ও হরিদ্রা বর্ণ মল বা চা-খড়ি মত শাদা দুর্গন্ধ ভেদ। কাঠবমন, প্রাতে উদরাময়। গুহ্যদ্বার বাহির হইয়া পড়া।

সল্ফর ৩০শ।—মুখমণ্ডল মলিন; মস্তকের উপরি-ভাগের অস্থির সংযোজন না হওয়া, গায়ে চুলকণা পাচড়া। শাদাটে বা সবুজাভ দুর্গন্ধ ভেদ, বা রক্তমিশ্রিত আম ভেদ। গুহ্য দ্বার ক্ষত; প্রত্যুষে উদরাময়। দুর্ব্বলতা ইত্যাদি।

দন্তোদ্গমনকালে এই সকল ঔষধ সাধারণ পীড়ায় ব্যব-হৃত হয়। ফলতঃ নিম্নে আমরা এই সময়কার কয়েকটী

বিশেষ ব্যাধি ও তাহার সামান্য চিকিৎসার কথা উল্লেখ করিলাম। ঔষধের বিস্তৃত লক্ষণ ইহাতে মিলাইয়া লইবেন। ফলতঃ ইহাদের চিকিৎসা অতি সাবধানে ও স্থিরভাবে করিতে হইবে।

দন্তোদ্গমকালে কোষ্ঠবদ্ধতা,—ব্রায়োনিয়া, নক্স ভমিকা, ওপিয়ম।

দন্তোদ্গমকালে উদরাময়,—ক্যামোমিলা উৎকৃষ্ট ঔষধ, বিশেষ লক্ষণসমূহ দেখ—ইপিকাক, মার্কুসল, পল্স, পডোফাইলাম্। ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব।

দন্তোদ্গমকালে জ্বর—একোনাইট, বেলাডনা, ক্যামো, জেল্স, ব্রায়োনিয়া।

বিলম্বে দন্তোদ্গম,—ক্যাল্কেরিয়া ফস্ ৩০। সাইলিশিয়া ৩০ বা সলফর ৩০।

দন্তোদ্গমকালে দুধতোলা,—ইথুজা (রোগী নেতিয়া পড়িলে), কামো, ইপিকাক।

দন্তোদ্গমকালে অস্থিরতা ও অনিদ্রা,—বেলাডনা, একোনাইট (জ্বর থাকিলে,) ক্যামোমিলা, কফিয়া ইত্যাদি।

ধনুষ্টঙ্কার ও দাঁতকপাটী।

নিদান।—শৈত্য লাগা, বেশী পরিশ্রম, শরীরের কোন স্থানে (বিশেষতঃ হাতে পায়ে) কোন রকম চোট লাগিয়া

ঘা হওয়া, পুড়িয়া যাওয়া; বেশী ভয় পাওয়া, দুঃখ হওয়া প্রভৃতি নানা কারণে ধনুষ্টঙ্কার হইতে পারে। প্রথমে কোষ্ঠবদ্ধ, পিটে ও ঘাড়ে বেদনা, ঢোক গিলিবার সময় গলায় বেদনা, নিশ্বাস ফেলিবার সময়ে কষ্ট প্রভৃতি হইয়া, তারপর দম আটকাইতে থাকে ও দাঁত কপাটি লাগে। রোগ যত বেশী হইতে থাকে, ততই রোগীর সমস্ত শরীর বেশী শক্ত হয় ও ধনুকের মত বেঁকিয়া যায়। প্রথমে বেশ ভাল রকম চিকিৎসা না হইলে রোগ বেশী হইয়া ৪।৫ দিনে রোগী মরিয়া যায়। এই রোগটি বড় কঠিন; অতএব চিকিৎসক না ডাকিয়া, নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে।

ধনুষ্টঙ্কারের চিকিৎসা।—পীড়ার প্রথমে যদি ঘাড়ে আর গলার ভিতর বেদনা হয়, তার সঙ্গে ঘুমাইতে ঘুমাইতে চমকিয়া উঠিতে থাকে তবে "বেলাডোনা" ৩০শ দিবে। ঠাণ্ডা বাতাস লাগিয়া এইরূপ হইলে, "একোনাইটের" সঙ্গে পালা করিয়া দিবে। রোগ আরম্ভ হইলে, যদি শরীর এক এক বার পশ্চাৎদিকে বেঁকিয়া ধনুকের মত হয়, আবার তখনই সোজা হয়, আর হাত, পা অতিশয় শক্ত থাকে, অথচ এ অবস্থায় তার জ্ঞান থাকে, আর কেহ গায়ে হাত দিবা-মাত্র তাহার সমুদয় শরীর বাঁকিয়া যায়, তবে "নক্সভমিকা" ৩০ ভাল। "নক্সভমিকা" ৩০ উপকার না হইলে, "সিকি-উটা ভিরোজা" ও "বেলেডোনা" ৩০ পালা করিয়া দিবে। হিম লাগিয়া ধনুষ্টঙ্কারের সূচনা হইলে, আর তার সঙ্গে যদি মুখের চেহারা একবার লাল আর তার পরেই ফেকাশে হইতে থাকে, তবে "একোনাইট" ৩০শ ভাল। "একো-

নাইটে” উপকার না হইলে বিশেষতঃ যদি তার সঙ্গে কোন জিনিষ খাইতে গেলে কষ্ট বোধ হয়, দাঁতকপাটী এবং ঘাড় শক্ত চক্ষুর পুতলি বড় দেখায় আর রোগী একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে, অথবা জল খাইতে গেলে খেঁচুনী হয়, তবে “বেলে-ডোনা ৬ দিতে পারা যায়। যদি এই রোগের সঙ্গে বাহ্যে প্রস্রাব বন্ধ থাকে (বিশেষতঃ যদি ভয় পাওয়া জন্য হয়) তবে ‘ওপিয়ম’ ৩০ ভাল। আঘাত লাগিয়া ধনুষ্টঙ্কার হইলে প্রথমে ‘আর্ণিকা’ এবং ২৪ ঘণ্টার পর ‘ওপিয়ম’ ৩০শ দিবে। কিন্তু ধনুষ্টঙ্কারের সঙ্গে যদি বাহ্যে প্রস্রাব অসাড়ে নির্গত হয়, তবে “হায়োসায়েমস্” ৬ ভাল। আঘাত লাগিয়া ও ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে “রসটক্স” ১২ দেওয়া যায়। এই সকল ঔষধ বিবেচনা মত আধ ঘণ্টা অথবা এক ঘণ্টা অন্তর খাওয়ান উচিত। ঔষধ গিলিতে না পারিলে ঔষধের শিশি খুলিয়া রোগীকে শোঁকাইবে।

ধনুষ্টঙ্কারের আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—রোগীর পিঠের দাঁড়ায় ও মাথার উপর “চ্যাপম্যানের আইস্ ব্যাগ” কি তাহা অভাবে বরফপূর্ণ থলি রাখিয়া দিবে। রোগীকে স্থির ভাবে শোয়াইয়া রাখিবে, আর যাহাতে তাহার ঘরে গোল-মাল না হয় তাহা করিবে। গিলিবার কষ্ট হইলে গরম গরম দুগ্ধ, মাংসের যুস্ প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যায়।

নাসিকা হইতে রক্তস্রাব।

নানা কারণে নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হইতে পারে। মস্তকের রক্তাধিক্যবশতঃ, আঘাতবশতঃ, অর্শ বা স্ত্রীদিগের ঋতুশোণিত বন্ধ হওয়া বশতঃ, জ্বর প্লীহাবশতঃ দুর্ব্বলতা, কৃমি প্রভৃতি কারণবশতঃ রক্ত পড়িয়া থাকে।

সামান্য অবস্থায় ঔষধ প্রয়োগ প্রয়োজন করে না, অধিক রক্তস্রাব দুর্ব্বলতা ঘটিলে বা বিশেষ ভয়ের কারণ দেখিলে ঔষধ দিবে।

চিকিৎসা।

মস্তকে রক্তাধিক্য জন্য

একোনাইট ৩ ডাঃ।—শরীরে রক্তাধিক্য ও মুখমণ্ডল আরক্ত ও টলটলে, মাথা শিরার রক্তবহা নলীর দপদপানি, রক্ত উজ্জ্বল, জ্বর ও পূর্ণ নাড়ী।

বেলেডনা ৬ ডাঃ।—মুখ লাল, মাথায় রক্তাধিক্য, শরীর উষ্ণ, চক্ষুর সম্মুখে নানাপ্রকার রঙ্গবিশিষ্ট দৃশ্য নড়াচড়ায়ে বৃদ্ধি।

আঘাত জন্য

আর্ণিকা ৬।—অত্যন্ত শারীরিক পরিশ্রম, চোট বা আঘাত লাগা, রক্তস্রাবের পূর্ব্বে নাসিকা মধ্যে ও কপালে চুলকান।

রসটক্স ৬।—ভারি বস্তু তুলিবার পর, বা পরিশ্রমের পর পীড়া; মাথা হেট করিলে বৃদ্ধি।

স্ত্রীদিগের নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব হইলে।—ব্রায়োনিয়া ১২, পলসেটিলা, কখন কখন সিপিয়া ৩০শ দেয়।

পুরাতন প্লীহা যকৃৎ জন্য দুর্ব্বলতা হেতু রক্তস্রাব।—চায়না ১। ইহাতে উপকার না হইলে সিকেল। বালকদিগের পক্ষে হামামেলিস্, নিরক্তাবস্থায় ফেরম্ বা ফস্ফরাস।

কৃমি জন্য রক্তস্রাব পক্ষে।—সিনা বা মার্কুসল ৩০ দিলে উপকার করে। কৃমিধাতু দূরীকরণার্থ—ক্যালকেরিয়া ও সালফর ৩০ সপ্তাহে তিন দিন ব্যবস্থেয়।

নাসা জন্য—বেলেডোনা ৬, সেঙ্গুনেরিয়া ৬ পর্য্যায়ক্রমে ২ ঘণ্টা অন্তর দিবে।

আনুষঙ্গিক উপায়।—যাহাদের সর্ব্বদা রক্ত পড়ে, তাহাদের মিতাচারী ও মিতপরিশ্রমী হওয়া কর্ত্তব্য। শীতল জলে স্নান করা উচিত। মদ্য বা কোনও প্রকার উত্তেজক পানীয় বা পরিশ্রম বিহিত নহে। ঔষধের দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র রক্তস্রাব বন্ধ না হইলে, রোগীকে মুখ বুজিয়া নাক দিয়া নিশ্বাস টানিয়া ফেলিতে বলিবে ও হাত দুইটী মাথার উপর তুলিয়া রাখিবে। গরম জলে হাত ডুবাইয়া মুছিয়া স্থির ভাবে থাকা ও বরফের ঠাণ্ডা জল নাসিকা দ্বারা মস্তকের উপর দেওয়া ভাল।

পক্ষাঘাত।

নির্ব্বাচন।—শরীরের কোন কোন অংশ বা সমুদয় অংশের স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সঞ্চালনশক্তি বা স্পর্শ জ্ঞান না থাকাকে পক্ষাঘাত বলে।

লক্ষণ ও কারণ।—ঠাণ্ডা লাগা, অতিরিক্ত পরিশ্রম মৈথুন, রাত্রিজাগা, মানসিক শ্রম প্রভৃতি কারণ ছাড়া অনেক রোগের সঙ্গেও পক্ষাঘাত হইতে পারে। যে অঙ্গে পক্ষাঘাত হয়, রোগী তাহা নাড়িতে কিম্বা কেহ তাহাতে চিমৃটী কাটিলে কি ছুঁচ ফুটাইলে বুঝিতে পারে না; কোথাও বা দুইই হয় অর্থাৎ সে অঙ্গে সাড়ও থাকে না, নাড়িবার শক্তিও থাকে না। স্থান ভেদে পক্ষাঘাতের নামও অনেক; যখন শরীরের এক দিকের হাত পা দুইই পড়িয়া যায়, তখন তাহাকে অর্দ্ধাঙ্গ (হেমিপ্লেজিয়া) এবং যখন কোমরের নীচের সমস্ত অঙ্গ অবশ হয়, তখন তাহাকে প্যারাপ্লেজিয়া বলে। এ রোগে ভাল ডাক্তার দেখানই সব চেয়ে ভাল।

পক্ষাঘাতের চিকিৎসা।—পরিশ্রমের পর পক্ষাঘাত হইলে 'আর্ণিকা', 'রসটক্স'। আক্ষেপের পর 'কষ্টিকম্', 'হায়োসেমস্', 'সিকেল', 'সিলিসিয়া', 'ষ্ট্রামোনিয়ম', 'সলফর'। ঠাণ্ডা লাগার পর "ডল্কামেরা", 'মার্কুরিয়স', 'রসটক্স'; জলে ভিজার পর 'রসটক্স'; অতিরিক্ত মৈথুনের পর 'চায়না', 'ফেকম', 'নক্সভমিকা'; বাতের জন্ত 'আর্ণিকা', 'ব্রায়োনিয়া', 'রুটা', 'সলফর' সবিরাম জ্বরের

পর 'আর্সেনিক', 'নেট্রম', 'নক্সভমিকা', 'রসটক্স' 'সলফর'; ওলাউঠার পর 'কিউপ্রম', 'সিকেল' ভেরাট্রম' 'সলফর'; 'সীসা' দ্বারা বিষাক্ত হওয়ার পর 'ওপিয়াম'। পারা খাওয়ার পর 'হিপার', নাইট্রিক এসিড', 'সলফর', 'ষ্ট্যাফিসেগ্রিয়া' দিতে হয়। তা'ছাড়া চোকের পাতার পক্ষাঘাতে 'ভেরাট্রম', জিঙ্কম'; মুখের পক্ষাঘাতে 'বেলাডোনা', 'কষ্টিকম', 'ককিউলস্', 'নক্সভমিকা', 'ওপিয়ম'; জিহ্বা ও বাক্‌শক্তির পক্ষাঘাতে 'বেলেডনা, 'কষ্টিকম্', 'ডল্কামেরা' 'কিউপ্রম', 'হায়োসায়েমাস' 'প্লম্বম' 'ষ্ট্রামোনিয়ম'। ধ্বজভঙ্গে 'এগারিকস্' 'এগ্নসক্যাষ্টস্' 'বেরাইটা' কার্ব, 'ফস্ফরস্' 'লাইকোপডিয়ম', নাইট্রি এসিড' মূত্রস্থলির পক্ষাঘাতে 'ডল্কামেরা', 'হায়োসেমাস' 'লাইকোপডিয়ম্' 'ওপিয়ম'; মল-দ্বারের পক্ষাঘাতে 'কষ্টিকম', 'হায়োসেমস', 'লাইকোপডিয়ম্', 'ওপিয়ম্' 'রুটা', 'ফস্ফরস'; ডানদিকের অর্দ্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতে 'রসটকস্' 'কষ্টিকম্', 'ল্যাকেসিস্'; প্যারাপ্লেজিয়াতে 'ককিউলস্' 'নক্সভমিকা 'সিকেল' ইত্যাদি দেওয়া যায়।

এই সব ঔষধ রোগের প্রবল অবস্থায় ৪.৬ ঘণ্টা অন্তর এবং পুরাতন অবস্থায় প্রত্যহ ১ বার করিয়া সেবন করাইবে। ক্ষুধা ও পাকশক্তির ওজন বুঝিয়া পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে দিবে, আর প্রত্যহ দুইবার করিয়া পুরাতন ঘৃতে সৈন্ধব লবণ ও শোরা মিশাইয়া পীড়িত অঙ্গে মালিস করিয়া মুরগির পালকের কিম্বা তালপাতার ধুমা লাগাইবে।

পানি-বসন্ত।

(চিকেন পক্স)

ইহা সংক্রামক পীড়া। বসন্তপীড়ার মত গুটিকা থাকে। এই রোগে ২৪ ঘণ্টা হইতে ৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত ন্যূনাধিক জ্বর ভোগ হইয়া, তার পর প্রথমে মুখে, কপালে এবং সর্ব্বাঙ্গে কয়েকটী বসন্তের গুটী ছাড়া ছাড়া হইয়া বাহির হয়। এই রোগ হইলে রোগীর মুখে এক প্রকার দুর্গন্ধ হয়। পানি বসন্ত তত সাঙ্ঘাতিক নহে। বসন্তের ন্যায় ইহার গুটীকা সকলের মধ্যস্থলে গর্ত্ত ও পুয হয় না।

চিকিৎসা।

একোনাইট।—জ্বর, অস্থিরতা, পিপাসা, গাত্র বেদনা।

বেলেডনা।—মাথার যন্ত্রণা, চক্ষু লাল, জ্বর, আলোকভীতি ইত্যাদি।

সিমিসিফিউগা।—২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা দিলে জ্বর, গা কামড়ানি, মাথা ধরা সকল পরদিন কমিয়া যায়।

ব্রায়োনিয়া ১২।—কোষ্ঠবদ্ধতা, গাত্র বেদনা, ভাল গুটিকা বাহির না হওয়া।

মার্কুরিয়াস ৬।—পক্কাবস্থায় চুলকানি, গুটীর ভিতর জল বা পুঁজ।

এণ্টি-টার্ট।—গুটিকা বাহির হইতে বিলম্ব, পৈত্তিক লক্ষণ, বমন।

সহকারী উপায়।—জ্বর থাকিলে শীতল অন্ধকার ও নির্জ্জন গৃহে থাকিবে। মধ্যে মধ্যে গা হাত মুছাইয়া দিতে হয়। প্রথমে লঘু তৎপরে বলকর পথ্য ব্যবস্থেয়।

পাণ্ডু বা নেবা রোগ।

নিদান। অলসতা, বসিয়া, রাত্রি জাগরণ, অনাহারে থাকা, সুরাপান প্রভৃতি কারণ যকৃতের বা পিত্তনলীর বিকৃতি হইয়া এই রোগ জন্মে।

ইহাতে চক্ষু ও চর্ম্ম পীতবর্ণ; মল কখনও সাদা, কখন অতিশয় হল্‌দে, প্রস্রাব এমন কি চর্ম্ম পর্য্যন্তও হলুদবর্ণ ধারণ করে। পরিপাক শক্তির বিকৃতি, জ্বর, মাথা ধরা সর্ব্বাঙ্গ ফুলা লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। কৃষ্ণবর্ণ নেবা কঠিন ও সাংঘাতিক। শিশুদিগের যকৃতের পীড়ার শেষ অবস্থায় নেবা লক্ষণ দেখা দিয়া থাকে। সেটী অতি সাংঘাতিক, সেখানে উপযুক্ত চিকিৎসককে দেখান উচিত। আঁতুড়ের ছেলের পীড়া তত কঠিন হয় না।

চিকিৎসা

একোনাইট [illegible]।—জ্বর, তৃষ্ণা, সর্ব্বাঙ্গে বেদনা

মাকু রিয়াস ৬।—মুখে দুর্গন্ধ, ছায়ের মত বাহ্যে ঘুস-ঘুসে জ্বর অক্ষুধা ঘর্ম্ম হওয়া ইত্যাদি।

চায়না ৬।—রক্তস্রাব, স্ত্রীসংসর্গ, হস্তমৈথুন প্রভৃতি জন্য বলক্ষয়, যকৃতের কাঠিন্য ও বেদনা, গলা তিক্ত, হল্‌দে মল, এক এক দিন জ্বর ; পারদ ব্যবহারের পর পীড়া।

নক্সভমিকা ৬।—কোষ্ঠ বদ্ধতা, সুরাপান জন্য পীড়া যকৃতের কঠিন্য ও স্ফীতি অরুচি। মুখে টক বা পচা আস্বাদ, গা বমিবমি। ঠাণ্ডা বাতাস লাগান জন্য পীড়া।

ক্যামমিলা ১২।—জিহ্বায় হল্‌দে ছাতা, মুখতিক্ত, বমন, ছোট ছোট ছেলেদের পীড়া। কোলে করিয়া লইয়া বেড়াইলে শিশু চুপ করে, অন্যথা কাঁদিতে থাকে ; রাগজন্য পীড়া ইহা বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আর্সেনিক ১২।—ঘুস্‌ঘুসে জ্বর, ম্যালেরিয়া ও কুই-নাইন বিষে জর্জ্জরিত।

ক্যালকেরিয়া ৩০।—সাদা বাহ্যে, যকৃতের পীড়া, বালকগণের পীড়া।

চেলিডোনিয়ম্‌ ৩।—হল্‌দে মল, কাঁধে বেদনা ইত্যাদি। পডোফাইলামও একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

পেট ফাঁপা।

(উদরাধ্মান)

ইহা প্রায় অজীর্ণতা বা অপাক হইতে উৎপন্ন হয়। অনেকের বায়ু রোগ বশতঃ, বা কৃমি জন্য উদরাধ্মান ঘটে।

পেট পরিপূর্ণ, চোঁয়া বা দুর্গন্ধ উদ্গার। বায়ু নিঃসরণ অক্ষুধা প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। বাতশ্লেষ্মা বা অন্য রোগের কঠিনাবস্থায়, যে পেট ফাঁপা লক্ষণ দেখা দিয়া থাকে, তাহা বড়ই সাংঘাতিক হয়। নিম্নে সহজ ও সাধারণ পরিপাকের আনুষঙ্গিক পেট ফাপার চিকিৎসা প্রদত্ত হইল।

কার্ব্বভেজি ১২শ।—অতি অল্প মাত্রা আহারেও পেট ফাঁপে। সঙ্গে সঙ্গে পেটের পীড়া থাকিলে উপকারী। পেট ডাকে, অম্ল বা দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠিলে দুর্গন্ধ বায়ু নিঃসরণ হয়।

চায়না ৬।—পেট অত্যন্ত ফাঁপা, ফল বা গুরুপাক মাংস খাইয়া পেট ফাঁপা, আহারের পর তিক্ত ঢেকুর, উদ্গার উপশম হয় না। পেট বেদনা।

লাইকোপডিয়ম্ ৩০শ—পেট ফাঁপা, কিন্তু উদরাময় সহ পেট সর্ব্বদা গোঁ গোঁ করিয়া ডাকে, বৃদ্ধ অবস্থা বশতঃ পেটে নানাবিধ বেদনা। কোঁকে বেদনা।

নক্সভমিকা ৩০শ—পেটে অত্যন্ত বায়ু, আহারের পর বৃদ্ধি কোষ্ঠবদ্ধ, পুনঃ পুনঃ বেগ হয় কিন্তু বাহ্যে হয় না।

পল্‌সাটিলা ৬—উত্তম ঔষধ, বিশেষতঃ গুরুপাক, অধিক ঘৃতপক্ক বা তৈলাক্ত পদার্থ খাইয়া হইলে। পেট ফাঁপা বশতঃ সন্ধ্যাকালে বা রাত্রিতে বেদনা করে।

ইগ্নেসিয়া ৬—কোষ্ঠবদ্ধের সহিত পেট ফাঁপা, মনো-কষ্ট ইত্যাদি জন্য পীড়া।

সহকারী উপায়। ঈষৎ উষ্ণ জলপান করা বিধেয়। কুপিত বায়ু জন্য কোকে বেদনা হইলে গরম জলের ফোমেণ্ট বা মসিনার পুলটিস ভাল।

প্রমেহ বা গনোরিয়া।

রোগ পুরাতন আকার ধারণ করিলে মূত্রত্যাগে জ্বালা ও হরিদ্রা বর্ণের স্রাব নির্গত হইয়া ক্রমশঃ শাদা স্রাব নির্গত হয় ও প্রস্রাবে জ্বালা থাকে না। ইহাকে পুরাতন প্রমেহ কহে।

প্রমেহ কিম্বা গরমীর ব্যারামবিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত সঙ্গম করা এই রোগের প্রধান কারণ। তা ছাড়া প্রস্রাবের পথে কোন রকম উগ্র পদার্থ পিচকারী দেওয়া, প্রস্রাবের সময় জননেন্দ্রিয় ঠাণ্ডা বাতাস লাগা. স্ত্রীলোকের স্ত্রীধর্ম্ম প্রকাশ হইলে কিম্বা শ্বেতপ্রদর রোগগ্রস্তা বামার সহিত সঙ্গম করা, বেশী মৈথুন করা প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়।

লক্ষণ।—ইহাতে প্রথম প্রস্রাবের পথের ভিতর সুড় সুড় করে। তার পর ক্রমে একশ বার প্রস্রাব পায়, সর্ব্বদা প্রস্রাবের দ্বারে জ্বালা বোধ হয়, রোগী পুরুষ হইলে (বিশে-ষতঃ রাত্রিকালে) লিঙ্গ শক্ত হইয়া উহাতে ভয়ানক যাতনা হয়। আর স্ত্রীলোক হইলে খুব বেশী সঙ্গম করিবার ইচ্ছা হয়; তা ছাড়া প্রস্রাবের পথ দিয়া সাদা, হলদে, লালচে, সবজে, পুঁজের মত ধাতু নির্গত হয়। এই অবস্থা ৮ দিন হইতে ১৪ দিন থাকিয়া আবার কমিয়া আসে। প্রমেহকে সচরাচর ধাতের ব্যারাম কহে। এ রোগটী বড় কষ্টকর, গোড়া থেকে ভালরূপ চিকিৎসা না হইলে শীঘ্র আরাম হয় না। অতএব লজ্জার ভয় না করিয়া প্রথম থেকে ভাল

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে দেখান উচিত। প্রমেহ হইতে চক্ষু উঠা (চক্ষু প্রদাহ), বাত, একশিরা প্রভৃতি হইতে পারে।

চিকিৎসা।

একোনাইট ৩।—প্রথম অবস্থায় প্রদাহের লক্ষণ সকল এবং প্রস্রাবে জ্বালা ও কষ্ট থাকিলে নির্দ্দিষ্ট।

ক্যানাবিশ স্যাটাইভা ৬।—মূত্র নলীতে বেদনা, লালবর্ণ, মূত্র নলীর ফুলা, সবুজ পূজ নির্গত; এবং মূত্রত্যাগে কষ্ট।

ক্যান্থারিস।—অত্যন্ত রিপু চরিতার্থের ইচ্ছা, লিঙ্গ শক্ত হইয়া উঠে, বারে বারে প্রস্রাবের ইচ্ছা, প্রস্রাবে অত্যন্ত জ্বালা, হলুদবর্ণ পূজ. রক্ত প্রস্রাব।

মার্কুরিয়স-সল ৬।—পূজ প্রথমে পাতলা ও জলবৎ, পরে ঘন ও হলুদবর্ণ কিম্বা রক্তযুক্ত; লিঙ্গ বা লিঙ্গত্বক স্ফীত হইয়া মুদা হইলে উহা উপকারী।

হেপার সল্‌ফ ৬।—মার্কুরিয়সের পর প্রয়োগ করিতে হয়। সাদা পূজ এবং জ্বালা হ্রাস হইয়া গেলে ব্যবহার করিতে হয়।

পল্‌সেটিলা ৬।—মূত্রনলী বন্ধ হওয়ায় ক্ষীণধারে প্রস্রাব হয়, পূঁজ পড়া বন্ধ হইয়া গেলে এবং অণ্ডকোষ প্রদাহ যুক্ত হইলে উত্তম ঔষধ।

ক্যাপসিকাম।—গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ পূজ, প্রস্রাব দ্বার

ক্যানাবিস ইণ্ডিকা ১x, ৩x। প্রমেহের দ্বিতীয় অবস্থা. রোগের যন্ত্রনা কম হইলে, বারংবার মূত্র ত্যাগ ইচ্ছা, হল্‌দে স্রাব ও মুদা হইবার লক্ষণে।

সহকারী উপায়।—সকল প্রকার উত্তেজক খাদ্য নিষিদ্ধ। পীড়ার সকল অবস্থায় অধিক পরিশ্রম ও ভ্রমণ করা অপকারী। হাটিতে গেলে একটি কৌপিন ব্যবহার করা উচিত। পীড়িত স্থান সকাল সাবান দিয়া ধৌত করিয়া পরিষ্কার রাখিবে। প্রতিদিন প্রাতে স্নান ও মিশ্রিত সরবত পান, সর্ব্বদা শরীর ঠাণ্ডা রাখা একান্ত আবশ্যক, দুধ ও জল একত্র পান করা কর্ত্তব্য।

প্রমেহের পরবর্ত্তী উপসর্গ সকল।

প্রমেহ প্রায়ই, বিশেষতঃ প্রথমে সুচিকিৎসা না হইলে পুরাতন আকার ধারণ করে। পুরাতন প্রমেহ প্রায়ই অসাধ্য হইয়া উঠে। নিম্নে ইহার গুটিকয়েক ঔষধ উল্লেখ করা গেল।

চিকিৎসা—সিপিয়া, নেট্রম মিউরিয়াটিকম্, নাইট্রিক এসিড, সলফার, থুজা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

লিঙ্গের কাঠিন্য ও বক্রতা।

প্রমেহের পর কথন কথন লিঙ্গ নিম্নদিকে অথবা পার্শ্বে বক্র হইয়া থাকে। এই সময় লিঙ্গ কঠিন, স্ফীত এবং তন্মধ্যে বেদনা অনুভব হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।—লিঙ্গের উপর টিংচার আয়োডিন অল্প

ঘন হরিদ্রাবর্ণ পূজের সঙ্গে বক্রতা থাকিলে ক্যাপসিকাম। উক্ত লক্ষণের সহিত প্রস্রাবে কষ্ট অথবা রক্ত প্রস্রাব থাকিলে ক্যান্থারিস; প্রমেহ হঠাৎ রুদ্ধ হইয়া গেলে পলসাটিলা উপকারী।

রক্ত প্রস্রাব।

চিকিৎসা।—একোনাইট ৬। প্রদাহ, জ্বর, তৃষ্ণা, লিঙ্গকঠিন ও অত্যন্ত উত্তপ্ত অনুভূত হইলে আর্জেন্টাম-নাইট্রিকম ৬ উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রস্রাবে কষ্ট, রক্ত প্রস্রাব ও পূঁজ নিঃসরণ, অথবা রক্তযুক্ত প্রস্রাব নির্গত হইতে থাকিলে ক্যান্থারিস ৬ উপকারী। অণ্ডকোষ প্রদাহ থাকিলে—পলসেটিলা ৬, বেলেডনা ৬।

মূদা।

লক্ষণ।—লিঙ্গের অগ্রভাগের ত্বক্ অত্যন্ত স্ফীত ও প্রদাহিত হয় এবং মুখ বদ্ধ হইয়া যায়, তজ্জন্য পূঁজ আর সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত হইতে পারে না এবং ত্বকও খোলা দেওয়া যায় না।

চিকিৎসা।—অগ্রভাগের ত্বকের অত্যন্ত ফুলা, তৎসঙ্গে জ্বালা, বা কামড়ানি, লালবর্ণ ও বেদনা থাকিলে এবং কাটিয়া গেলে মার্কুরিয়াস্; ত্বক ও লিঙ্গ মস্তকের অত্যন্ত ফুলা থাকিলে রসটক্স বা এপিস; সলফরও এই রোগের উৎকৃষ্ট ঔষধ। সিনাবেরিস ঔষধটী সেবন করিলে, অনেক

অণ্ডকোষের স্ফীতি।

চিকিৎসা।—পলসেটিলা ১দ বা মাকুরিয়াস ৬ ইহার ভাল ঔষধ। একটু পুরাতন হইলে অরম বা ক্লিমেটিস্ ১২ দ্বারা উপকার পাওয়া যায়। একটি ব্যাণ্ডেজ বা কৌপিন বাঁধা ভাল।

বাতরোগ।

প্রমেহজনিত বাত অনেক স্থলেই দেখা যায়। উহার প্রধান ঔষধ পলসেটিলা ৩০, থুজা, সলফর্, সারসা, ক্লিমেটিস ইত্যাদি।

প্রসবের বেদনা।

গর্ভ ধারণ হইলে প্রসববেদনা হওয়া একটী স্বাভাবিক ক্রিয়া; ইহা স্বাভাবিক ভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। অসভ্য ও পরিশ্রমশীল জাতিরা প্রসবকে একটা প্রধান ঘটনা বলিয়া মনে করে না, তাহাদের জন্য সূতিকাগার, ধাত্রী, সুশ্রুষাকারিণী প্রভৃতির দরকার হয় না। ঘরে বাহিরে এমন কি মাঠে বা পথে পর্য্যন্ত সন্তান জন্মিয়া থাকে এরূপ দেখা ও শুনা যায়। প্রসব বেদনাকে তাহারা বাহ্যের বেগের মত স্বাভাবিক মনে করে, যাঁহারা যত অলসপ্রকৃতি, বসিয়া বসিয়া দিন কাটান, উপন্যাসাদি পাঠে যাঁহাদের সময়

নাড়েন না, তাঁহাদেরই প্রসবকালে বিষম কষ্টদায়ক লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয় হইয়া উঠে।

চিকিৎসা।—প্রথমে কিছু সময় অপেক্ষা করিবে, যদি আপনা আপনি প্রসব হইয়া যায়, তবে কোনও ঔষধ দিবে না। তবে ২৪ ঘণ্টার বেশী প্রসবের বেদনা থাকিলে, দুই চারি ঘণ্টা মধ্যে প্রসব বেদনার সঙ্গে ভয়ের বা বিশেষ কষ্টকর লক্ষণ থাকিলে, লক্ষণানুযায়ী নিম্নের ঔষধ দিতে বিলম্ব করিবে না; ইহাতে উপকার ব্যতীত অপকার হইবে না। গর্ভের শেষ অবস্থায় বা ৯ম মাসে আমাদের মতে পলসেটিলা ২০০ শক্তির ২।৩ মাত্রা সেবন করাইলে প্রায় কোনও দুর্ঘটনা হইতে পারে না এবং সহজে প্রসব কার্য্য হয়।

জেল্‌সিমিনম্ ৩।—জরায়ু বা পো-নাড়ীর মুখ কঠিন ও কুঞ্চিত, বেদনা ঊর্দ্ধে, পৃষ্ঠে ও বুকের দিকে যায়। গর্ভিণী নেতিয়া পড়ে।

ক্যামোমিলা ১২।—অল্প বেদনায় অসহ্যবোধ যন্ত্রণা ও নিরাশা, ছটফটানি; বেদনা আক্ষেপিক ও কষ্টদায়ক। রোগী অধীরা ও কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে চটিয়া উঠে। পদদ্বয়ে বেদনা, জরায়ুমুখের কাঠিন্য ইত্যাদি।

পলসেটিলা ৩০শ।—জরায়ু ক্ষমতার হ্রাস বুঝিলে এই ঔষধ; বেদনা দুর্ব্বল, বেদনা থাকিয়া থাকিয়া এবং প্রসব অতি বিলম্বে হয়। বেদনা কখনও বেশী কখনও কম হয়। বেদনা মাজায় বেশী। বাহিরের বায়ু ভাল লাগে;

স্নায়বিক ধাতু বিশিষ্টা বা সহজে ক্রন্দন পরায়ণা স্ত্রীলোকের পক্ষে এই ঔষধটি বেশ খাটে। ৩।৪ মাত্রা দিলেই প্রসব হইয়া যায়।

ভাইবর্ণম প্রূণম।—আজকাল এই ঔষধটী অনেকে দিয়া থাকেন। ইহাতে প্রসব বেদনার লাঘব ঘটে ও শীঘ্র প্রসব কার্য্য সমাধা হয়।

কলোফাইলম্।—বেদনার জোর করিলে বা এক-কালীন বন্ধ হইলে এই ঔষধ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কফিয়া ৩,—বেদনা অতিশয় প্রবল; ভয়ঙ্কর চীৎকার করে ও কান্দে; প্রসবদ্বার ইত্যাদি স্থানে অতিশয় টাটানি, হাত দিতে দেয় না; রাত্রিতে অনিদ্রা।

ইগ্নেসিয়া ৬,—হিষ্টিরিয়া রোগগ্রস্থা, শোকাতুরা স্ত্রীলোক; পাকাশয়ে শূন্যতা ও দুর্ব্বলতা বোধ, আহার করিলেও উপশম বোধ হয় না; এক এক অঙ্গে আক্ষেপ বা খাল ধরে; রোগী শোকাকুলা, সর্ব্বদা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে।

নক্স ভমিকা ৬ বা ৩০—অনিয়মিত, এবং বেদনায় প্রসব ক্রিয়া আগাইয়া আসে না; পৃষ্ঠদেশে ও উরূদেশে যেন টানিয়া ধরিয়া আছে অনুভব; প্রত্যেক বেদনার সঙ্গে মল বা মূত্রত্যাগের ইচ্ছা। স্বাভাবিক কোষ্ঠবদ্ধ ধাতু; খিট্‌খিটে মেজাজ।

ওপিয়ম ৬, ৩০। অত্যন্ত অসহ্য বেদনার পর হঠাৎ বেদনা বন্ধ হইয়া, অজ্ঞানতা বা মূর্চ্ছা হইলে ও ঘন ঘন ঘড় ঘড় যুক্ত শ্বাস প্রশ্বাস লইলে ব্যবহার্য্য।

সিকেল ৩ বা ৬,—দুর্ব্বল স্ত্রীলোক; অত্যন্ত অল্প বেদনা এবং বেদনা থামিয়া যাইবার মত বোধ হয়।

বেলাডনা ৩ বা ৬—বেদনা বেশী ও স্বাভাবিক কিন্তু জরায়ুর মুখ শক্ত কিছুতেই খোলে না; মুখ লালবর্ণ—মাথা ধরা, হাত পা খিচ্নি, বেদনা হঠাৎ আইসে হঠাৎ যায়; আলোক, শব্দ প্রভৃতি অসহ্য।

হাইওসায়েমস ৬। অত্যন্ত কষ্টকর প্রসব বেদনার দরুন চিৎকার করিয়া ক্রন্দন করিলে।

আনুসঙ্গিক উপায়।—আমাদের সূতিকালয় বলিলে যমালয়ের কথা মনে হয় বা চক্ষুতে জল আইসে। অশুচি অশুচি করিয়া বাটীর অতি নিকৃষ্ট আর্দ্র ও অন্ধকার গৃহে প্রসব কার্য্য সমাধা করান হয়।

অনভিজ্ঞতা ও কুশিক্ষা হইতে ক্রমশঃ এই সকল জঘন্য আচার আসিয়া পড়িয়াছে।

সূতিকালয় বিষয়ে উপদেশ।

প্রসবের ঘরটী বেশ পরিষ্কৃত ও খট্‌খটে শুষ্ক হওয়া চাই। বেশী লোকজন না থাকে এরূপ বন্দোবস্ত করিবে। প্রসব বেদনা উপস্থিত হইলে, পাড়া শুদ্ধ লোক আসিয়া না জুটে। আসন্ন প্রসব বা রোগিণীর ও গৃহস্থের ধৈর্য্য থাকা আবশ্যক। প্রাচীন বহুদর্শিনী ধাত্রীকে দেখাইবে এবং পেটের উপর তেল জল মালিস করিবে। প্রসব দ্বারের নিকটবর্ত্তী স্থানে নারিকেল তৈল দ্বারা মসৃণ ও নরম করা একান্ত আবশ্যক।

প্রসব কার্য্য সম্বন্ধে—প্রসূতির সম্মুখে কোনও অশুভ মতামত বা কোথায় কোন বিপদ ঘটিয়াছে তাহা ব্যক্ত করা উচিত নহে। প্রসূতিকে মাদুরের উপর বামপার্শ্বে বুকের দিকে পা গুটাইয়া শয়ন করাইবে। প্রসব বেদনা কালে মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প উষ্ণ দুগ্ধ পান করিতে দিবে।

প্রসবান্তিক চিকিৎসা।

প্রসবের পর ফুল পড়িলে, কাপড় দিয়া জড়াইয়া পুরু করিয়া পেটটী সামান্য আট করিয়া বাঁধিয়া দিবে। অনেক স্থলে না বাঁধিলেও বিশেষ ক্ষতি হয় না বরঞ্চ আটিয়া বাঁধিলে রক্ত বন্ধ হইয়া ক্ষতি হয়। প্রসবদ্বারটী আর্ণিকালোসন (দুই আউন্স জলে ১০।১৫ বিন্দু মুল আরক) দিয়া ধৌত করিয়া দিবে। আর্ণিকা ৩ দুই তিন মাত্রা সেবন করিতে দিলে, গাত্র বেদনা ও গ্লানি দূর হইয়া থাকে। প্রসবের পর সম্পূর্ণ বিশ্রাম আবশ্যক। নড়িয়া বেড়াইলে ভয়ানক রক্তস্রাব বা জরায়ুচ্যুতি প্রভৃতি নানা প্রকারের রোগ জন্মায়। যে কয়েক দিন স্তনে দুগ্ধ না আইসে, সেই কয়েক দিন দুধসাগু বা দুধবার্লি ব্যবস্থা। তৎপরে ক্রমশঃ সুজির রুটী পরে ডাল দিবে। সর্ব্ব প্রকার দুর্গন্ধ পদার্থ সূতিকা ঘর হইতে দূরে ফেলিয়া দিবে। ৩।৪ সপ্তাহ পর্য্যন্ত সিঁড়ি দিয়া উপর নীচে করা উচিত নহে।

প্রসবের পর—ভেদালি ব্যথা।

ভেদালি ব্যথাকে অনেক দেশে হেতাল ব্যথা বা ভাদা-

প্রসব হইয়া গেলে জরায়ুর আকার সঙ্কোচিত হইয়া ছোট হইয়া যায় ; সুতরাং জরায়ুর ভিতরে শোণিতাদিও সেই সঙ্গে নির্গত হইয়া যায় ; ইহা অনেকটা স্বাভাবিক। না হইলে বরঞ্চ ক্ষতি আছে সামান্য হইলে কোনও ঔষধ দেওয়া উচিত নহে ; বেশী ক্লেশ হইলে নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করা উচিত।

আর্নিকা ৩।—প্রসবের পরই দুই এক মাত্রা দিলে ইহা বেশী হইতে পারে না।

বেলাডনা ৬।—বেদনা হঠাৎ আইসে হঠাৎ যায়।

কলোফাইলাম ৬।—নিম্নোদরে থাকিয়া থাকিয়া বেদনা। দীর্ঘস্থায়ী প্রসব বেদনার ক্লেশ।

ক্যামোমিলা ১২।—অসহ্য বেদনা কাল ও জমাট রক্তস্রাব।

জেলসিমিনম্ ৩।—অত্যন্ত ক্লেশপ্রদ ও দীর্ঘস্থায়ী বেদনা অনিদ্রা ইত্যাদি।

ডাক্তার জ্বার—পলসেটিলা ৩০ বা সিকেল ৬ দুই তিন মাত্রা দিতে বলেন।

প্রসবের পর রক্তস্রাব।

প্রসবের সময় যে রক্ত পড়ে তাহা ধর্ত্তব্য নহে ; শিশুর জন্মের পরে পুনর্ব্বার যে রক্তস্রাব হইতে থাকে, যদি তাহা বেশী হয় তবে তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অন্যথা বেশী রক্ত পড়িয়া প্রসূতির জীবন শঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে।

চিকিৎসা।—ইহার প্রধান ঔষধ বেলাডনা, ক্যামমিলা, প্লাটিনাম্, স্যাবাইনা, ইপিকা, আর্ণিকা, চায়না। খুব বেশী রক্ত ভাঙ্গিলে এবং পোয়াতি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, ভাল ডাক্তার দেখান উচিত।

বেলাডনা ৬।—উষ্ণ, প্রচুর, উজ্জ্বল রক্তস্রাব, মুখ চক্ষু লাল, ধমনীর সবেগে স্পন্দন, নাড়ীপূর্ণ ও দ্রুত। পৃষ্ঠ দেশে বেদনা ইত্যাদি।

ক্যামোমিলা ১২ ;—কাল কাল চাপ চাপ রক্ত, থাকিয়া থাকিয়া একবার লাল ; তৎসঙ্গে পদদ্বয়ে ও জরায়ুর মধ্যে প্রসবের বেদনার মত বেদনা। বিবমিষা, বড় অস্থিরতা।

প্লাটীনম্ ১২।—প্রচুর কাল ও ঘন রক্ত, জমাট বান্ধা নহে।

স্যাবাইনা ৬। —প্রচুর রক্তস্রাব, উজ্জ্বল লালচে, সময়ে সময়ে কালচে। নড়িলে চড়িলে বৃদ্ধি। বেদনা যুক্ত রক্তস্রাব। রক্ত প্রধান ধাতু বা মোটা স্ত্রীলোক।

ইপিকাক ৬।—বিবমিষা, বমন, উজ্জ্বল লাল রক্ত ; নিশ্বাস লইবার জন্য হাঁপানি ইত্যাদি।

চায়না ১২।—রক্তস্রাব জন্য প্রসূতি দুর্ব্বলা হইয়া পড়িলে।

প্রসবের পর—ফুল পড়িতে বিলম্ব।

ফুল পড়িতে বিলম্ব দেখিলে, টানাটানি করিয়া ফুল বাহির করা কর্ত্তব্য নহে। বেশী টানিলে রক্তস্রাব ঘটিতে পারে বা ছিঁড়িয়া যাইয়া খানিকটা জরায়ুর ভিতরে আটকাইয়া থাকিলে উহা বাহির করা কঠিন হইয়া উঠে।

চিকিৎসা।

বেলাডনা ৬।—মুখ মণ্ডল লাল ও চক্ষুদ্বয় রক্তপূর্ণ। জরায়ু মুখের সঙ্কোচন জন্য অবরোধ।

ইপিকাক ৬।—বিবমিষা বা বমন ইচ্ছা, রক্তস্রাব অথচ ফুল না পড়া।

পল্‌সেটিলা ৩০।—এই ঔষধটীতে প্রায় ফল হইয়া থাকে। জরায়ুর সঙ্কোচন অক্ষমতা বা আক্ষেপ জন্য ফুল আটকাইয়া থাকা। থেকে থেকে রক্তস্রাব লক্ষণে ব্যবহার করা যায়।

স্যাবাইনা ৬।—ফুল আটকাইয়া থাকা সত্বে ও অত্যন্ত ভেদালী বেদনা তরল ও জমাট রক্তস্রাব।

প্রসব কালে সূতিকাক্ষেপ।

প্রসব বেদনা কালে বা প্রসবান্তে কোন কোন স্ত্রীলোকের (বিশেষতঃ যাহাদের মৃগী রোগ আছে বা যাঁহারা বায়ু প্রধান ধাতু) আক্ষেপ উপস্থিত হয়। রোগিনী হঠাৎ

অচেতন হইয়া পড়ে; মুখমণ্ডল ও সর্ব্বাঙ্গের পেশীর আক্ষেপ বশতঃ বিকৃতি উপস্থিত হয়, চক্ষুদ্বয় চতুর্দ্দিক ঘূর্ণিত হয়; জিহ্বা বাহির হইয়া পড়ে, রক্ত যুক্ত ফেণা মুখ দিয়া বাহির হইতে থাকে, হাত পা এত জোরে কাঁপিতে থাকে যে আর ধরিয়া রাখা যায় না। রোগের আক্রমণ ৫ হইতে ২০ মিনিট কাল অবস্থিতি করে। পরে আক্ষেপ কমিয়া যায় এবং চৈতন্য কতক বা সম্পূর্ণ পরিমাণে প্রত্যাবর্ত্তন করে। সাংঘাতিক রোগে চৈতন্য আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না; আক্ষেপ কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তবে স্থগিত হয়। এই পীড়া অতি কঠিন ও সাংঘাতিক।

চিকিৎসা। একোনাইট ৩ বা ৬।—রোগাক্রমণের আশঙ্কা হইবা মাত্র প্রথম অবস্থাতেই ইহা প্রয়োগ করিতে হয়। ভয় পাইয়া রোগ; মুখমণ্ডল আরক্তিম, শুষ্ক উত্তপ্ত গাত্র, পিপাসা ও অস্থিরতা, মনে অত্যন্ত ভয় ও আতঙ্ক; ভয় হয় মৃত্যু হইবে।

বেলেডনা ৩ বা ৬।—আরক্ত মুখমণ্ডল, চক্ষু বিকৃত; অর্দ্ধ চেতনাবস্থা, নিকটস্থ লোক সকলকে মারিতে, কামড়াইতে ও উৎপাত করিতে প্রবৃত্তি; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ও মুখমণ্ডলের আক্ষেপিক বিকৃতি; মুখ দিয়া ফেনা বাহির ও অসাড়ে মল মূত্র নিঃসৃত হয়, ভয় হয় যেন পড়িয়া যাইতেছি।

হায়োসায়েমাস ৬ বা ৩০। মুখমণ্ডলের পেশীর এবং অক্ষিপুটের উৎক্ষেপ হইয়া আক্ষেপ উপস্থিত হয়; সর্ব্বাঙ্গের পেশীর উৎক্ষেপ ও স্পন্দন, হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির তালুক্তে

আকৃষ্ট হয় সম্পূর্ণ অচেতন ও পালাইতে চাহে, বক্ষে কষ্ট বোধ ও মল মূত্র ত্যাগ।

ইগ্নেসিয়া ৬।—চীৎকার করিয়া ও সর্ব্বাঙ্গ কম্পমান হইয়া হঠাৎ চমকাইয়া নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠে; আক্ষেপ; মুখ মণ্ডলের পেশীর ও মুখের কোণের উৎক্ষেপ; গভীর দীর্ঘনিশ্বাস।

ওপিয়াম্ ৩ বা ৬।—ভয় পাইয়া পীড়া; সর্ব্বাঙ্গের আক্ষেপিক কম্পন ও পেশী সকলের বিকৃতি; আক্ষেপের পর নিদ্রা ও ঘড় ঘড় করিয়া শ্বাস প্রশ্বাস; সমস্ত ইন্দ্রিয় স্তব্ধপ্রায় ও সম্পূর্ণ অচেতন; নীলাভ স্ফীতভাবযুক্ত মুখ-মণ্ডল; অসংলগ্ন বকা।

ষ্ট্রামোনিয়াম ৬।—রোগী জাগিয়া উঠিয়া যাহা প্রথমে দেখে তাহা দেখিয়া যেন ভয়; প্রথমতঃ হস্তদ্বয়ের বিশেষতঃ উর্দ্ধাঙ্গের আক্ষেপ হইয়া রোগ আরম্ভ হয়; দাঁত কিড় মিড় করে; অধিক প্রলাপ বকে ও তোতলার ন্যায় বাক্য বলে; কখন নানা প্রকার হাস্যোদ্দীপক মুখভঙ্গী করে; হাসে গান গায় ও দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে; উজ্জ্বল আলোক এবং গাত্রে কিছু সংস্পর্শ হইতেই আক্রমণ প্রত্যাবর্ত্তন করে।

ঔষধ প্রয়োগ।—প্রতি ২০।৩০ মিনিট অন্তর ঔষধ প্রযুজ্য।

প্রসবের পর লোকিয়া বা ক্লেদস্রাব।

প্রসবের পর প্রায় এক মাস কাল ধরিয়া নানাপ্রকার স্রাব জরায়ু হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে। প্রথমে কয়েক দিন লাল, তৎপরে বর্ণবিহীন ও পূজবৎ হইয়া তৎপরে সর্ব্বশেষে গোলাপী বর্ণের হয় ও বন্ধ হইয়া যায়। সহসা ঠাণ্ডা লাগিয়া বা অন্য কারণে অসময়ে উহা বন্ধ হইয়া জরায়ু মধ্যে থাকিলে নানা পীড়া হইতে পারে।

চিকিৎসা।

পলসেটিলা ৩০।—স্তনদুগ্ধ কমা ও অত্যন্ত স্রাব।

ক্যাল্‌কেরিয়া ৩০।—দুগ্ধবৎস্রাব, দীর্ঘকাল।

সিকেলং ৬।—কাল ও দুর্গন্ধস্রাব।

ক্যামোমিলা ১২।—স্রাববন্ধ, তৎপরে উদরাময় পেট-বেদন., দন্তশূল।

ব্রাইওনিয়া ৩০।—স্রাব বন্ধ হইয়া মাথা ব্যথা, লাল-মূত্র কোষ্ঠবদ্ধ, জ্বর, পেটবেদনা ইত্যাদি লক্ষণে কখনও একোনাইট সহিত, কখনও বেলাডনা সহিত ব্যবহার্য্য।

প্রসবান্তে মূত্ররোধ।

হইলে, বিশেষ কষ্টকর হইয়া উঠে। তখন নিম্নলিখিত ঔষধ ব্যবস্থেয় ;—

বেলাডনা ৩০।—ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব, বেদনা না থাকা।

ক্যান্থারিস ৬।—ফোঁটা ফোঁটা মূত্র, বেগ ও যন্ত্রণা।

হায়সায়েমস ১২।—মূত্রাধারের পক্ষাঘাত।

নক্সভমিকা ৬।—জ্বালা ও ছিঁড়ে ফেলামত বেদনা। মূত্রবেগ অথচ হয় না।

ওপিয়ম ৩০।—প্রস্রাব বাহ্যে বন্ধ, বেগ না থাকায়।

প্রসবান্তে কোষ্ঠবদ্ধতা।

ইহা প্রকৃতির নিয়ম; অন্ত্রের বেগ বেশী হইলে জরায়ুর স্খলন হইতে পারে, এজন্য বাহ্যে হয় না। গুঠলে বাঁধিলে বা ক্লেশ জন্মিলে ঔষধ ব্যবস্থা করা যায়। নক্সভমিকা ৬, সলফর, ব্রায়োনিয়া ৩০ ও ওপিয়ম ৩০ দিতে হয়।

উদরাময়।

ঝাল বা ঘৃতযুক্ত দ্রব্য আহারাদির অত্যাচার ইহার কারণ। পলসেটিলা ৬ বা নক্সভমিকা ৬ কদাচিৎ চায়না ৬ প্রয়োজন হয়।

স্তন্য বা দুধনামা জ্বর।

প্রথমে একোনাইট ৬ তৎপরে ব্রায়োনিয়া ৬ কদাচিৎ বেলাডনা ৩০, বিশেষ উপকার করে।

স্তনে দুগ্ধ কম হইলে।

পলসেটিলা ৬, ক্যাল্কেরিয়া ১২, ডলকামারা ৬, কদাচিৎ ইগ্নেসিয়া ৩০ প্রয়োজ্য।

স্তনে দুগ্ধ বেশী হইলে।

প্রথমে ব্রায়োনিয়া, তৎপরে ক্যাল্‌কেরিয়া ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। দুর্ব্বলতা থাকিলে চায়না ৩০।

প্রসবের পর শিশুর প্রতি যত্ন বা শুশ্রূষা।

নাড়ীকাটা।—প্রসবের পর সন্তান চীৎকার ক্রন্দন না করিলে নাড়ী কাটিতে নাই। নাড়ীটা যে দিকে ছেলের নাভীতে লাগিয়া থাকে, সেই ভাগে ছেলের পেটের চারি আঙ্গুল উপরে বেশ নরম রেশমী সূতা দিয়া খুব শক্ত করিয়া একটী বাঁধন দিবে, তৎপরে উহার উপরে এক আঙ্গুল আর একটী বাঁধন দিয়া, দুইটা বাঁধনের মাঝখানে ধারাল ছুরী কাঁচি (নূতন হইলে ভাল হয়) বা চেঁচাড়ি দিয়া কাটিবে। নাড়ী কাটিয়া নাভীতে একটু গাঁদাফুলের পাতার রস ও সরিষা তৈল মিসাইয়া ন্যাকড়া ভিজাইয়া নাড়ীর উপর দিয়া বাঁধিয়া দিবে।

স্নান।—নাড়ি কাটা হইলে পর শিশুকে নারিকেলের তৈল মাখাইয়া সাবধানে অল্প গরমজলে স্নান করাইয়া দিবে এবং নরম ও পারস্কৃত ন্যাকড়া দিয়া গা মুছাইয়া গরম ও নরম শয্যায় শুয়াইয়া দিবে।

সাবধানতা। ছেলে না কাঁদিলে নাড়িকাটা ভাল নহে মুখের ভিতর শ্লেষ্মা পরিষ্কার করিয়া দিবে। গরম

জলের টবে ডুবাইবে। গরম জলের ঝাপ্টা মুখে মারিবে। শ্লেষ্মা ঘড় ঘড় শব্দ শুনিলে এণ্টিম টার্টের একটী বড়ী দিবে। ২।৩ বারে উপকার না হয়, ফেকাশে ভাব দেখ "চায়না" এবং নীলবর্ণ হইলে "ওপিয়ম" ল্যাকেসিস দিবে।

শিশুর স্নানের পর আহার দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমে একটু দুধে জলে ও মিছরির গুড়া মিশাইয়া কুসুম কুসুম গরম করিয়া খাইতে দিবে, বা পোয়াতী সুস্থ হইলে, সন্তানকে মাই দিবে।

আহারের পর নিদ্রা।—ছেলের এই সময় ঘুম দরকার, ঘুমভাঙ্গান উচিত নহে, একজন প্রতিবাসী আসিবে, আর ছেলেকে আলগা করিয়া নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দেখান বড় কুপ্রথা। ঘুম এই সময় আহার অপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় যেন মনে থাকে।

শিশুর নাভীর ন্যাকড়াটা প্রত্যহ বদলাইয়া দিবে। ইহাতেই নাই শুকাইবে। নাভীতে তাপাদি দিবার প্রয়োজন করে না। ৩।৪ দিন মধ্যে আপনা-আপনি উহা খসিয়া গেলে বিশুদ্ধ নারিকেল তৈল দিয়া রাখিবে।

প্রসূতিকেও তাপ দিবার প্রয়োজন হয় না তবে স্ত্রীজননেন্দ্রিয় ঈষৎ উষ্ণজলে প্রত্যহ ধৌত করিয়া দেওয়া মন্দ নহে, আর তলপেটে, হাতে পায়ে ঈষৎ তাপ প্রয়োগ হিতকর, সন্তানেরও তাপের প্রয়োজন করে না, তবে শীতকালে বা বর্ষাকালে ঘরের এক পার্শ্বে খানিকটা কয়লার (নির্ধূম) আগুণ (ছাই পড়া) থাকিলেই চলিবে।

শিশুদিগের আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় করা উচিত। কাঁদি-

লেই দুধ বা মাই খাইতে দিবে না। প্রথমে ২ ঘণ্টা ক্রমশ ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে।

পেঁচো পাওয়া রোগ।—অনেক সময় নাই পাকিয়া বা অপরিষ্কার গৃহে থাকায়, আহারের দোষ বা ঠাণ্ডালাগার জন্য শিশুর চোয়াল লাগা রোগ হয়। ইহাতে প্রথমে শিশু কাঁদিতে থাকে, হা করিয়া কাঁদে না, মাই খায় না, শরীর শক্ত হইয়া উঠে, থাকিয়া থাকিয়া আক্ষেপ বা ধনুষ্টঙ্কার মত হয়। মুখ দিয়া ফেনা বাহির হইয়া থাকে। ক্রমশঃ শিশুর পীড়া বৃদ্ধি পাইয়া মৃত্যু ঘটে, ইহাও দুঃসাধ্য রোগ।

চিকিৎসা।

পল্লীগ্রামে ওজারা আসিয়া ঝাড়াইয়া থাকে। এ সকল কুপ্রথা ও কুসংস্কার মনে স্থান দেওয়া ভাল নহে। ইহার রীতিমত চিকিৎসার প্রয়োজন।

ইহার প্রধান ঔষধ ডিজিটেলিস্, একোনাইট, কুপ্রম, ওপিয়ম ইত্যাদি।

প্রথমে একোনাইটের বড়ি দিবে। তৎপরে বাহ্যে বন্ধ থাকিলে নক্সভমিকা; চোয়াল লাগিলে প্যাসিফ্লোরাইন্-কার্ণেটা' এই ঔষধটীর ৬ ক্রমের একটী করিয়া বড়ি মধ্যে মধ্যে দিলে চোয়াল ছাড়িয়া যায়।

প্লীহা রোগ।

প্লীহা হইয়াছে বলিলে প্লীহার প্রদাহ ও বিবৃদ্ধি (আকারে বড় হওয়া) বুঝায়। প্রদাহের সঙ্গে অবিরাম জ্বর, বেদনার

আধিক্য প্রভৃতি লক্ষণ থাকে, কিন্তু প্লীহা প্রদাহ রোগ খুব কম হয়, ম্যালেরিয়া বিষ, অন্যান্য প্রকার জ্বর, অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহার প্রভৃতি ব্যতীত, পারদ উপদংশ গণ্ডমালা প্রভৃতি ধাতু দোষ ও রক্ত বিকৃতি হইয়াও প্লীহার বিবৃদ্ধি রোগ ঘটে। এই রোগের সঙ্গে রক্ত কমিয়া যাওয়ায় মুখে পচাক্ষত, আমরক্ত প্রভৃতি বড়ই অশুভ লক্ষণ জানিবে।

সচরাচর পল্লীগ্রামে যে প্লীহা দেখা যায়, ইহা পালাজ্বরের পরিণাম বা ম্যালেরিয়ার বিষের পরিণাম। প্রায় সকল ব্যক্তির পেটে ছোট বা বড় আকারে আছে, কখনও সারিয়া যায়, আবার কখনও পেটটা জোড়া হইয়া উঠে। ইহার সঙ্গে যকৃতের দোষ প্রায় থাকে। আর স্নান করে, ঘুষঘুষে জ্বরও হয় ক্রমশঃ উদরাময় আমাশয় প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিয়া পীড়াকে কঠিন করিয়া তুলে। অন্য বিশেষ ভয়ের কারণ থাকে না। তবে শরীরে এই বিষ বা রোগ থাকিলে, ফেকাশে ভাব, সর্ব্বদা জ্বর হওয়া প্রায় যায় না। শিশু-যকৃতের সঙ্গে প্লীহাবিবৃদ্ধি, তাহা আলাহিদা রোগ।

প্লীহার চিকিৎসা।

প্লীহার সঙ্গে এক জ্বর, নাড়ী মোটা ও দ্রুত এবং পিপাসা, গা জ্বালা প্রভৃতি থাকিলে একোনাইট ৬ দিবে। প্লীহা খুব বড় হওয়ার সঙ্গে চলিবার সময় তাহার ভিতর খিচ খিচে বেদনা বোধ হইলে আর শোথ থাকিলে "চায়না" ৬ দিতে হয়। চায়না ৬ দিয়া উপকার না হইলে, বিশেষতঃ যদি প্লীহাতে কনকনে বেদনার জন্য নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়

আর তার সঙ্গে কাহিল বোধ ও বিকারের লক্ষণ প্রকাশ থাকে তবে "আর্নিকা" ৩০ দিবে। প্লীহা বড় ও শক্ত হওয়া বিশেষতঃ তার সঙ্গে পেটের বাম দিকে সাঁটিয়া ধরার ন্যায় বেদনা বোধ, পাতলা ভেদের সঙ্গে রক্ত থাকা, বা জ্বালা, অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়া প্রভৃতি 'আর্সেনিক' ৩ দিবার লক্ষণ। 'নেট্রম মিউরিয়াটিকম ৩০ দিলে প্লীহা ফুলিয়া বড় হওয়ার সঙ্গে তাহাতে চাপ বোধ ও খিচ্‌খিচে বেদনা ভাল হয়। পুরাতন জ্বরের পর বিশেষতঃ বেশী কুইনাইন খাওয়া জন্য প্লীহা ও শোথ হইলে যদি আর্সেনিক ৩০ উপকার না করে তবে (বিশেষতঃ প্লীহাতে খাম্‌চাইবার মত কষ্ট বোধ হইলে ও গায়ে রক্ত না থাকিলে) 'ফেরম' ৩০ দিতে হয়। প্লীহার সঙ্গে কোষ্ঠ বদ্ধ ও প্লীহার স্থানে চাপিয়া ধরা বোধ থাকিলে (বিশেষতঃ অনেক রকম ঔষধ খাওয়ার পর) নক্সভমিকা ৩০ দিবে। যদি প্লীহার জায়গা খাম্‌চাইতে ও সাঁটিয়া ধরিতে থাকে আর সেই সঙ্গে প্লীহাতে এক একবার বিদ্যুতের মত দ্রুত বেগে খোঁচা বিঁধিবার মত বেদনা বোধ, পেট ফাঁপা, মাড়ির ক্ষত, কাহিলের জন্য চলিতে ফিরিতে না পারা প্রভৃতি লক্ষণ থাকে, তবে কার্ব্বোভেজি-টেবলিস্‌ ৩০ দিতে পার। যদি প্লীহা খুব বড় ও শক্ত হয় আর তার সঙ্গে সর্ব্বদা শীত বোধ থাকে তবে "সিওনোথস্‌" অমিশ্র আরোক ৫ ফোঁটা পরিমাণে দিতে পার। এই সব ঔষধ প্রতিদিন ২ ৩ বার সেবন করাইবে।

প্লীহার আনুষঙ্গিক চিকিৎসা।—জ্বর থাকিলে সাগু বার্লি প্রভৃতি এবং জ্বর না থকলে পোড়ের ভাত প্রভৃতি

লঘু পথ্য দিবে। রোগীকে ম্যালেরিয়ার স্থান হইতে অন্য জায়গায় লইয়া যাইবে। অন্য কোন উপসর্গ থাকিলে ইহাতে যেমন লেখা আছে, সেই রকম পথ্যাদি ব্যবস্থা করিবে। প্লীহার নূতন প্রদাহে ভাল ডাক্তার দেখান শ্রেয়ঃ।

বমন রোগ।

নানা কারণে বমন হইতে পারে। ওলাউঠা প্রভৃতি পীড়ায় উপসর্গ রূপে ইহা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে অজীর্ণ, অখাদ্য আহার ও গর্ভাবস্থায় মস্তিষ্কের বিকৃতি, পাকস্থলীর পীড়া, কোষ্ঠবদ্ধতা, কৃমি, অন্ত্রবৃদ্ধি, স্নায়বীয় রোগ, গাড়ী বা নৌকা বা জাহাজ চড়িয়া ভ্রমণ প্রভৃতি জন্য ও বমন হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত দ্রাবক, ক্ষার প্রভৃতি যাবদীয় বিষাক্ত পদার্থ অজানাবশতঃ খাইলেও বমন হইতে থাকে। বিষ ভক্ষণে দেখ।

চিকিৎসা।

অগ্রে কারণ প্রতি দৃষ্টি করিবে, অর্থাৎ এই রোগটি বিষক্রিয়া জন্য ঘটিয়াছে কি অন্য রূপে তাহা ঠিক করিয়া বুঝিতে না পারিলে লক্ষণ অনুযায়ী নিম্ন লিখিত ঔষধ দিবে, রোগী ক্রমশঃ বা সহসা দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ভাল চিকিৎসক ডাকিবে।

ঔষধ।

সচরাচর ক্রমাগত বমন ও গা বমি বমি করিতে থাকিলে ও আমাশায়িক বমনে ইপিকাক ৬।

বেশী খাওয়া, জিহ্বা শাদা, কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষণে এণ্টিক্রুড ৬। জলপানেব পরেই বমন, পিপাসায় অস্থিরতা লক্ষণে আর্সেনিক ৩০। নেশাখোরের বমনে—নক্সভমিকা ৩০।

মেয়েদের ঋতুবন্ধ, চর্ব্বি বা ঘৃতযুক্ত খাদ্য খাইয়া বা সন্ধ্যা বেলা বমন বৃদ্ধি লক্ষণে—পল্‌সেটিলা ৬। গাড়ীতে উঠিলে বমন—ককুলস্ ৬ বা সলফর ৩০। অজীর্ণতা জন্য—ইপিকা ৬ ও নক্স ৬। কৃমি জন্য বমন—সিনা ৩০।

কাল বমন হইলে।—আর্সেনিক ৬, চায়না ৬।

পিত্তবমন হইলে,—ক্যামমিলা ১২, নক্সভমিকা ৩০।

লবণাক্ত বমনে,—পল্‌সেটিলা ৬।

অম্লাক্ত বমনে,—পল্‌সেটিলা ৬, সলফর ৬।

তিক্ত বমনে—পল্‌সেটিলা ৬।

আনুষঙ্গিক উপায়।—পুনঃ পুনঃ বমন হইতে থাকিলে স্থির হইয়া শুইয়া থাকিবার বন্দবস্ত করিতে হইবে, এবং বরফ বা শীতলজল পান, মিছরীর সরবৎ পান করা বিধেয়। পাকস্থলীতে বেশী অম্ল জন্মিলে সেগুলি বমন দ্বারা উঠিয়া না যাইলে শান্তি হয় না, এরূপস্থলে যদি কাহারও বমিতে বড় ক্লেশ হয়, বা কাহিল হইয়া পড়ে, তবে সোডাওয়াটার ও অভাবে পল্লীগ্রামে সোডা ও নেবুর রস উহাতে একটু চিনির সরবৎ মিশাইয়া পান করিতে দিবে। দুধের সহিত সোডাও মন্দ নহে।

বসন্ত রোগ।

বসন্তের বিষ শরীরে প্রবেশ করিবার ১১।১২ দিন পরে প্রথমে অল্প অল্প শীতবোধ হইতে থাকে, গা গরম হয়, মাথা ধরে, গা ভারী হয় ও কামড়ায়, জিহ্বার উপর সাদা রঙ্গের ময়লা জমিয়া থাকে, চক্ষু লাল হয়, সর্ব্বাঙ্গে (বিশেষতঃ পৃষ্ঠে ও কোমরে) বেদনা থাকে। কোমরের বেদনা যদি বেশী হয় আর তার সঙ্গে বমি হওয়া থাকে, তবে রোগ হইবে বলিয়া বুঝা উচিত। অতএব তেমন সময়ে বিচক্ষণ হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক দিয়া খুব সাবধানে চিকিৎসা করাইবে। উপরে যে লক্ষণগুলি দেখা গেল, সে গুলি ৪।৫ দিন থাকে তারপর প্রথমে মুখে ও গলার উপর আরম্ভ হইয়া ক্রমে হাতে গলায় এবং সকলের শেষে পায়ে বসন্তের গুটি গুলি বাহির হইতে থাকে। ৩।৪ দিন ধরিয়া গুটি বড় হইতে ও উহাদের ভিতর রস জমিতে থাকে, তারপর ঐ সকল রস এক রকম হল্‌দে বর্ণের পূঁজে পরিণত হইলে গুটিগুলি পাকিয়া উঠে। বসন্ত গুটিগুলির ঠিক মাঝখানে একটী আল্‌পিনের মাথার মত স্থান কিছু নিচু মত হয়। গুটিগুলি প্রথমে বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে জ্বর কমিয়া যায়, কিন্তু পাকিবার সময়ে আবার জ্বর হইয়া থাকে।

বসন্তের চিকিৎসা।—প্রথমে জ্বরের অবস্থায়, বিশেষতঃ তাহার সঙ্গে ছট ফট করা তৃষ্ণা প্রভৃতি থাকিলে" একোনাইট ৩, বসন্ত বাহির না হওয়া পর্য্যন্ত তিন ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায়। যদি বসন্ত গুলি বাহির হইবার পূর্ব্বে ভুল

বকা,—মাথা ভারী, মুখ চোক রক্তবর্ণ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে ও রোগী আলোকের দিকে তাকাইতে না পারে, "বেলাডোনা" ৩ ঐরূপ দিবে। যদি বসন্তের গুটিগুলি বাহির হইতে বিলম্ব হয়, তার সঙ্গে মাথা ধরা পিঠে বেদনা, কাসি ও কাসিবার সময়ে বুকে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি লক্ষণ থাকে, তবে 'ব্রায়োনিয়া ৬ ও 'রসটক্স ৬ পালা করিয়া দেওয়া যায়। যদি বসন্তগুলি ভাল রকম বাহির না হওয়ার সঙ্গে গা ঠাণ্ডা হয়, ঘাম হইতে থাকে এবং ঝিমনি, হাই উঠা, গা বমি বমি করা প্রভৃতি থাকে, তবে টার্টার এমিটিক ৬ এক ঘণ্টা অন্তর দেওয়া উচিত। বসন্তের গুটিগুলি বাহির হইয়া পুনর্ব্বার মিলাইয়া যাইতে আরম্ভ হইলে, যদি "ব্রায়োনিয়া" ৬ আধ বা এক ঘণ্টা অন্তর খাইয়া ৬ ঘণ্টার মধ্যে উপকার না দেখা যায়, তবে "ক্যাম্ফর" আধ বা এক ঘণ্টা অন্তর দিতে থাকিবে। তাহাতেও ছয় ঘণ্টার মধ্যে উপকার না হইলে (বিশেষতঃ খুব গা চুলকাইলে) 'সলফার ৩০ দেওয়া যায়। বসন্তের সঙ্গে রক্ত ভেদ হইতে থাকিলে মার্কুরিয়স ৬ দেওয়া যাইতে পারে।

যদি বসন্তের গুটিগুলি এত ঘন ঘন বাহির হয় যে, চাপড়া মত দেখায়, তাহা হইলে সল্‌ফর ছয় ঘণ্টা অন্তর দুইমাত্রা দেওয়া উচিত। সল্‌ফর খাইয়া উপকার না হইলে, বিশেষতঃ যদি রোগী অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, আর তার সঙ্গে ভেদ, গা-জ্বালা, পিপাসা প্রভৃতি থাকে, তবে 'আর্সেনিক ৩০ এইরূপ দিবে, আর্সেনিক খাইয়া পেটের দোষ না কমিলে 'চায়না ৬ দেওয়া যায়। বসন্তের গুটী উত্তম রূপ বাহির

হইবার পর 'মার্কুরিয়াস ৬ তিন ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যায়। গুটিগুলির ভিতর পূঁয হইলে যখন চুল্‌কাইতে থাকে, সেই সময়ে 'সলফর' ৩০ প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন করিতে দিলে, গুটিগুলি ঝাড়িয়া বাহির হইতে পারে। বসন্তের সঙ্গে যে সকল বেদনা থাকে, তাহা 'বেলাডোনা,' ৬ মার্কুরিয়স ৬ প্রভৃতি ঔষধে না কমিলে 'ব্যাপ্টিসিয়া' ৬x দেওয়া যায়। বসন্তের পর যে ফোড়া হইয়া থাকে, তাহার পক্ষে 'হিপার সলফর ৬ ভাল। এইরূপ বসন্তের পর চক্ষু প্রদাহ হইলে 'মার্কুরিয়স্ ৬ আর হাত পা এবং মুখ ফুলিলে, এপিস্ ৩x দেওয়া যায়। সিমিসিফিউগা ১, ৩। সূচনার অবস্থায় সর্ব্বাঙ্গের পেশী অতিশয় টাটান (আর্ণি, ব্যাপ্টি) এবং হাত পা কামড়ান (রষ্টা) ঘাড় বেদনা আর জ্বর সঙ্গে পেটের উপরে, সমস্ত অঙ্গে ও পিঠে কম্প, সর্দ্দির মত জ্বরের সঙ্গে মুখ গরম, কাহিল বোধ, বিবমিষা, সর্ব্বাঙ্গ দুর্ব্বল বোধ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলে ইহা দেওয়া যায়। কণ্ডু প্রকাশ কালে অতিশয় অনিদ্রা, পৃষ্ঠের কিয়দংশে বেদনা—নড়িলে বৃদ্ধি ও স্থির থাকিলে হ্রাস, সমস্ত গায়ের উপর এক প্রকার উত্তাপের সঙ্গে কাঁটা বিঁধিবার মত যাতনা ও সুড়্ সুড়ি বোধ, মুখের ও গলার উপর শাদা শাদা জলপূর্ণ গুটি প্রকাশ প্রভৃতি লক্ষণ থাকিলেও ইহা ব্যবস্থা। ডাক্তার হিল্ ইহার বিস্তর প্রশংসা করেন; তিনি প্রায় একশত বসন্ত রোগিকে কেবল সিমিসিফিউগা দ্বারা আরোগ্য করিয়াছিলেন। ডাক্তার লিলিয়েন্থাল বলেন, এই ঔষধ রোগের তেজ ও গুটি গুলির বৃদ্ধি কমাইয়া দেয় বলিয়া

ভবিষ্যতে বসন্তের দাগ হইবার আশঙ্কা নিবারণ করিতে পারে। সিমিসিফিউগার বীর্য্য ম্যাক্রোটিনের ক্রিয়া সিমি-সিফিউগা অপেক্ষা কিছু তীব্র। 'সিমিসিফিউগা' ৩০ দিলে গুটী বাহির না হইয়াই জ্বর ত্যাগ হইতে দেখা গিয়াছে।— যে সময় গ্রামে খুব বসন্ত হইতে আরম্ভ হয় সেই সময়ে 'সিমিসিফিউগা' ৬ প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে এক একবার করিয়া সেবন করিলে বসন্ত না হইবার সম্ভাবনা। ভ্যাক্সিনিনম্ ৩০। এই ঔষধ প্রয়োগ করিলেও ভেরিওলিনমের মত রোগের তেজ কমাইয়া দিয়া রোগীকে শীঘ্র আরাম করিয়া থাকে। ইহার পর ২।১ মাত্রা সলফর দেওয়া যায়। তা ছাড়া ভ্যাক্সিনিনম্ ৩০ দুই তিন সপ্তাহ অন্তর একবার করিয়া সেবন করিলেও বসন্ত না হইতে পারে। ভেরিওলিনম ৩০। যেখানে বসন্ত গলার ভিতর বেশী প্রবল হয়, সেখানে ইহা ব্যবহার্য্য। প্রথম থেকে আগা গোড়া সেবন করিতে থাকিলে এই ঔষধ দ্বারা রোগের তেজ হ্রাস হইয়া অপরিস্ফুট গুটি গুলি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত ও শীঘ্র শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। এই ঔষধ দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র পূঁযোৎপাদন হয়, গুটি শুকাইয়া যায় এবং দাগ হইতে দেয় না।

বাগী (বিউবা)

উপদংশ বা গর্ম্মির পীড়া এবং প্রমেহ বা ধাতুর পীড়ার দোষ জন্য কুচকীর গ্রন্থী সকল বেদনা যুক্ত ও স্ফুলিঙ্গ

উঠিলে তাহাকে সচরাচর বাগী কহে। গ্রন্থীফুলার সহিত বেদনা, আরক্ততা, উত্তপ্তভাব প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে ও ক্রমশঃ পাকিতেও পারে। পাকিতে থাকিলে প্রত্যহ শীত করিয়া জ্বর আইসে; বাগী বসিয়াও যায়, তবে বহুদিনের পরে প্রদাহ কমিয়া যায়।

চিকিৎসা।

বেলাডনা ১দ।—প্রথমাবস্থা, খুব লাল। বেদনা, টাটানি, লালবর্ণ ইত্যাদি।

মার্কুরিয়াস ৬।—বাগী পাকিবে বুঝিলে এই ঔষধ দিলে শীঘ্র শীঘ্র পাকিয়া যায়।

মার্কু-আয়োড: ৬।—বেদনা থাকিলে, বাগী শক্ত হইয়া থাকে।

আর্স আয়োড ৬।—বাগী যখন স্ফীতি হইয়া পাকিবার উপক্রম হইবে।

কার্বো এনি ৬।—গ্রন্থি কঠিন, তৎসঙ্গে উপদংশ।

হিপার সল্ফর।—বেদনা পাকিবার উপক্রম। ৩০ বা উচ্চক্রমে বসিয়া যায়; নিম্নক্রমে পাকে।

সাইলিসিয়া ১২ চূর্ণ।—ক্ষত হইলে, নালী হইবার উপক্রম। ইহা বেশী খাওয়াইলে নালী বা ক্ষত সারিয়া যায়।

আনুষঙ্গিক উপায়।—বাগী উঠিবামাত্র রোগীকে স্থির ভাবে রাখিবে। অর্থাৎ বিশ্রাম আবশ্যক। এই

অবস্থায় কিঞ্চিৎমাত্রও ভ্রমণ অপকারী, বাগী ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকিলে অনবরত গরম পুল্টিস্ লাগাইবে, বাগী প্রায় পাকিয়া উঠে, বসিয়া যায় না, পাকিয়া উঠিলে অস্ত্র চিকিৎসার সহায়তা লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য, যতদিন না যায়, ততদিন কখন শয্যা ত্যাগ করিবে না। অল্প অল্প ঘা থাকিতে থাকিতে হাঁটিতে আরম্ভ করিলেই নালী হইয়া থাকে। নালী হইলে অত্যন্ত দুঃখ ও কষ্ট দায়ক হইয়া উঠে।

বাত রোগ।

বৈদ্যক মতে বাত রোগ বলিলে বায়ুরোগ বুঝায়, কিন্তু আমরা এখানে সন্ধিবাত, গ্রন্থীবাত প্রভৃতি বাতকে বাত বলিলাম (বৈদ্যক মতে ইহাকে 'আমবাত' বলে)

লক্ষণ।—সন্ধিতে সন্ধিতে বেদনা, পীড়িত স্থানে কাঠিন্য, সঞ্চালনে বেদনা, শীত বা কম্প জর, পিপাসা, আক্রান্ত স্থান লাল, মূত্র অল্প ও লাল পরিপাকবিকৃতি, ঘর্ম্ম দুর্গন্ধযুক্ত, জ্বর প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। ইহাতে হৃদ্‌পিণ্ড আক্রান্ত হইলে বড়ই সাংঘাতিক লক্ষণ ধারণ করে। এজন্য মধ্যে মধ্যে ভাল চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য।

কারণ।—গুরুপাক দ্রব্য ভোজন, অলসতা, সুরাপান, শৈত্য বা হিম লাগান, জলে ভিজা, আর্দ্রস্থানে শয়ন। শরীর গরম হইলে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগায় ঘর্ম্মরোধ হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ভয় প্রভৃতি সাধারণ কারণ। এতদ্ব্যতীত

বিশেষ বিশেষ পীড়া জন্য ইহার উৎপত্তি ঘটে যথা—হাম, আমাশয়, প্রমেহ, উপদংশ, ধাতু বা পারাদোষ ইত্যাদি।

তরুণ বাতের ঔষধ।

একোনাইন র‍্যাড ১।—পীড়ার প্রথম অবস্থায়, অত্যন্ত জ্বর; চিড়িক মারা বেদনা, রাত্রিতে বেদনা অসহ্য সন্ধি সকল লালবর্ণ, স্ফীত বেদনায় রোগী চীৎকার করে, কান্দে ও অস্থির হয়।

বেলাডনা ৩৬।—মস্তিষ্কে রক্তাধিক্য, মূত্র ও চক্ষু লালবর্ণ, পীড়িত স্থান অত্যন্ত স্ফীত ও অনেক দূর লইয়া লালবর্ণ, অনিদ্রা।

ব্রাইওনিয়া ৩৬।—সূচ বিধার ন্যায় বেদনা মাংস-পেশীর হাড়ের বেদনা নহে। পীড়িত স্থান ফুলা একটু নড়িলে বেদনা অত্যন্ত বৃদ্ধি; কিন্তু বেদনা সত্ত্বেও সময়ে সময়ে অস্থিরতাবশতঃ নড়িতে ক্লেশ বোধ হয়; সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি; পেটের গোলমাল।

মার্কুরিয়স্ সল্ ৬।—যখন কোন বিশেষ সন্ধিস্থল আক্রান্ত হয়, অতিরিক্ত ঘর্ম্ম কিন্তু ঘর্ম্মে কোন উপশম বোধ হয় না। বেদনা রাত্রিতে অত্যন্ত বৃদ্ধি।

পলসেটীলা ৬।—যদি বেদনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নড়িয়া বেড়ায়, ঋতু সম্বন্ধীয় কোন গোলযোগ থাকিলে ব্যবস্থা, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারী। বেদনা রাত্রিতে বৃদ্ধি, শীতল জল পান করিলে উপশম।

রসটক্স ৬।—যদি পীড়িত স্থান শক্ত হইয়া যায়, বিশ্রামাবস্থায় এবং বায়ু পরিবর্ত্তনে এবং প্রথম নড়িলেই বেদনা বৃদ্ধি; ক্রমাগত নড়িলে এবং বাহ্যিক উত্তাপ প্রয়োগে বেদনার শান্তি, সন্ধিস্থলে বাত ও ফুলায় বেল, ব্রাইও, কলচি, লাইকো। রোগের স্থান বাঁকিয়া বা শক্ত হইয়া যায় কষ্টিকম, ল্যাকে, সলফর, রাস্, সিপিয়া। বাতের সহিত পক্ষাঘাত, চায়না, ককুলাস, রাসটক্স। উষ্ণতায় উপশম হইলে, রাস্, কষ্টি, লাইকো, মার্কু, সালফর। ঠাণ্ডা প্রয়োগে উপশম, পলসাটিলা, সুক পিট প্রভৃতি স্থানের বাতে, আর্নিকা, মার্কু, নক্স, রসটক্স। পার্শ্ব বেদনায়, র‍্যানন্‌কুলাস, মণিবন্ধ ও অঙ্গুলির সন্ধিতে কলোফিলাম। বৃহৎ অস্থি সকলের আবরণে মেজরিয়ম; দক্ষিণ পার্শ্বে—ল্যাকেসিস্। সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি—পলস্, রস্‌টক্স। মধ্যরাত্রির পূর্ব্বে ব্রাইওনিয়া মধ্যরাত্রির পরে আর্সেনিক, মার্কু, সলফর, থুজা, প্রাতের দিকে, কালি-কার্ব্ব, নক্স, রস, থুজা, উষ্ণতা বৃদ্ধি, ব্রাইওনিয়া, পলসাটিলা, থুজা। উপদংশ দোষ পারা অপব্যবহার প্রমেহপীড়া প্রভৃতি ধাতুগত দোষবশতঃ যে বাত হয়, তাহা কিছু দুঃসাধ্য, কারণ ধাতুগত দোষ দূরীভূত না হইলে সে বাতও আরোগ্য হয় না, পারার অপব্যবহারে, কার্ব্বভেজ, চায়না, লাইকোপডিয়াম, সলফর, হেপার, ল্যাকেসিস্ প্রভৃতি। মেহপীড়াবশতঃ ক্লিমেটিস্, থুজ, লাইকোপডিয়াম, মার্কুরিয়স্।

সহকারী উপায়।—অত্যন্ত উত্তাপ, ফুলা ও বেদনা

থাকিলে পরম জলে অথবা গরম জলে আর্নিকা ф মিশাইয়া লইয়া সেক দিলে উপকারী, রসটক্স বা আর্নিকা লিনিমেণ্ট মালিশ করিলেই উপকার দর্শে। প্রথমে বার্লি, সাগু বা আরারুট প্রভৃতি লঘু পথ্য বিধেয়, ক্রমে ক্রমে পুষ্টিকারক পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। রোগী একটু আরাম হইলেই ভ্রমণ বিধেয়। তরুণ লক্ষণ সকল গিয়া যদি পুরাতন ভাবে গাইট শক্ত হয়, তবে সেই স্থান ঈষৎ উষ্ণ লবণ জলে ধৌত করা এবং রসটক্স লিনিমেণ্ট মালিস করা উচিত।

পুরাতন বাত।

সন্ধিস্থান শক্ত হয় এবং ফুলিয়া উঠে, প্রায়ই হাটুতে এই পীড়া হইয়া থাকে। সন্ধিস্থান বদ্ধ সুতরাং ভ্রমণের প্রতিবন্ধক হয়, পা অনেক সময় শুষ্কতা প্রাপ্ত হয়।

চিকিৎসা।—রসটক্স ৬ পীড়িত স্থান শক্ত এবং গতিহীন, দুর্ব্বল।

সলফর ৩০।—পুরাতন এবং পুরুষানুক্রমিক বাতে অনেক সময়ে উপকারী। গাত্রে চুলকানি থাকিলে এবং পীড়া কিছুতে আরাম না হইলে ইহা দেওয়া যায়।

কলোফিলাম ১x।—জরায়ু পীড়া, বেদনা নড়িয়া নড়িয়া বেড়ায়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির পীড়া, অঙ্গুলি সন্ধির বাত, হাত মুটা করিতে পারে না।

কষ্টিকম ৬।—সন্ধি অন্যান্য উষ্ণতায় উপশম, ঠাণ্ডা

বাতাসে বৃদ্ধি, আবৃত হইতে চাহে না, সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধি, হাত মস্তকে তুলিতে পারে না।

কল্‌চিকম ১। ৩।—ইহা আবশ্যকীয় ঔষধ রসটক্স ও সলফরের পরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অস্থির আবরণে ও সন্ধি মধ্যস্থ ঝিল্লির সমূহের উপর ইহার বেশ কাজ হয়।

এতদ্ব্যতীত মার্কুরিস ৬ পল্‌সেটিলা ৬ ক্যালকেরিয়া ৬ ল্যাকেসিস ১২ ফাইটোলেক্কা ৬, হিপার ৬ প্রভৃতি ব্যবহার্য্য।

আনুষঙ্গিক উপায়। শুষ্ক ও উষ্ণ স্থানে বাস, ঠাণ্ডা না লাগা, তজ্জন্য সর্ব্বদা জামা গায়ে দিয়া থাকা উচিত।

বুকজ্বালা, অম্ল-উদ্গার, অরুচি ইত্যাদি।

এই সকল পরিপাক ক্রিয়ার দুর্ব্বলতার লক্ষণ। ইহার বিষয় অপাক লিখিত স্থলে লিখিত হইয়াছে; তত্রাচ বুক-জ্বালা প্রভৃতির ঔষধ নিম্নে পৃথক ভাবে প্রদত্ত হইল।

চিকিৎসা।

ক্যাল্‌কেরিয়া ১২।—বহুদিনের রোগ, গণ্ডমালা ধাতু পক্ষে এই ঔষধ ভাল। মুখ টক হইয়া থাকা।

চায়না ৬।—আহারের পর পেট ভার, বুক জ্বলন, মুখে জল উঠা।

নক্সভমিকা ৬।—সকল প্রকারের সাধারণ বুকজ্বালা। আহারের পর টক বমি, ঢেকুর উঠা, কোষ্ঠবদ্ধতা।

আর্সেনিক ১২।—পাকস্থলী মধ্যে জ্বালা।

আইরিস ৬।—মুখ হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত জ্বলন, শিরঃপীড়া, পিত্ত বমন।

সল্‌ফর ৩০।—অনেক দিন ধরিয়া পীড়া, পেটে অম্লসঞ্চার, নক্সভমিকা সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার্য্য।

কার্ব্বভেজি ১২। আর্সেনিকে উপকার না হইলে এই ঔষধ।

পল্‌স ১২। চর্ব্বি বা তৈলাক্ত দ্রব্য আহারে পীড়া হওয়া বা বৃদ্ধি। মুখে পচা আস্বাদ, তিক্ত বমন।

ব্রাইওনিয়া ১২।—খাওয়ার পর পেটে যেন যাঁতা চাপান রহিয়াছে বোধ হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা মাথাধরা, পিত্তবমন।

উদ্গার ও অরুচি।—যদি অরুচির সঙ্গে ক্ষুধা না থাকে, আর মুখে দিলে সকল দ্রব্যই তিক্ত বোধ হয়; তবে চায়না ৩০ দিতে হয়; পারা বা কুইনাইন ব্যবহারের পর অরুচি ও মুখের আস্বাদ পচা হইলে হিপার সলফর ৬। যদি সকল প্রকার খাদ্যে, বিশেষতঃ রুটী ও তামাকে অরুচি হয়, কিম্বা মদ চাখড়ি প্রভৃতি দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা হয়, এবং মুখে কোন দ্রব্যেরই স্বাদ পাওয়া যায় না, মুখ তিক্ত, উদ্গার উঠা ও তিক্ত বমি হওয়া, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি থাকিলে, নক্সভমিকা ৩০ দিবে।

তামাক খাওয়ার জন্য অরুচি হইলে, বিশেষতঃ যদি ঘৃত কিম্বা তৈলযুক্ত খাদ্য, বা মাংস, রুটী দুগ্ধ প্রভৃতিতে অরুচি হয়, ও সকালবেলা মুখের স্বাদ পচা ও অন্য সময়ে বিশেষতঃ আহারের পর তিক্ত থাকে, এবং আহারের পর সকল জিনি-ষের শেষে যাহা খাওয়া হয়, তাহারই আস্বাদ যুক্ত উদ্গার উঠে, তবে পল্‌সেটিলা দেওয়া যাইতে পারে। যদি অরুচির সহিত পেট ভার থাকে, কিম্বা একটু কিছু মুখে দিলেই পেট ভরিয়া উঠে, তবে (বিশেষতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা থাকিলে) লাইকোপোডিয়ম।

ভেদ হইতে থাকিলে চায়না দিবে, যদি ক্ষুধা হয়, অথচ কিছু খাইতে চায় না এবং তার সঙ্গে কোষ্ঠ বদ্ধ ও বাহ্যে সময়ে মলের খানিক অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িবার পর বাকি ভাগটি আবার মলদ্বারের ভিতর ঢুকিয়া যায়, তবে সিলিসিয়া ৩০ শক্তি দিবে। দৃষ্টি ক্ষুধা অর্থাৎ গলায় গলায় খাইবার পর আবার ক্ষুধা বোধ হইলে সিনা দিবে। যদি চিবাইবার মত শক্ত জিনিস খাইতে ইচ্ছা বেশী হয় বা রাত্রিকালে খুব ক্ষুধা হয়। আর অম্ল প্রভৃতি খাইতে ইচ্ছা হয়, তবে চায়না দিবে। টক্ উদ্গার উঠার সহিত পাকস্থলীর ভিতর জ্বালা করিলে, কার্ব্বভেজিটেব্‌লিস্ দিবে। উদ্গারের স্বাদ পচা ডিমের মত হইলে আর্নিকা ব্যবস্থা। চোঁয়া ঢেকুরের পক্ষে কার্ব্বভিজিটেবিলিস্ ভাল।

ব্রণ বা ফোড়া।

লক্ষণ—বড় হইলে স্ফোটক, এবং ক্ষুদ্র হইলে ব্রণ কহে, প্রথমে প্রদাহ, লালবর্ণ, বেদনাযুক্ত পরে পূঁজ হইয়া মুখ হয়, কখন আপনি ফাটিয়া যায়, কখন ছুরিকা দ্বারা মুখ একটু কাটিয়া দিতে হয়, রক্ত দুষিত হইয়া বালকদিগের প্রায়ই মুখে ও মস্তকে ব্রণ হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা—বেলাডনা যখন প্রথমে লালবর্ণ, বেদনাযুক্ত ও স্ফীত হইয়া উঠে অর্থাৎ পূঁজ জন্মিবার পূর্ব্বে এই ঔষধ নিম্ন ডাইলিউশন দিনের মধ্যে বারম্বার ব্যবহার করিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইয়া যায়।

আর্ণিকা ৩—ঔষধে চক্ষুর পাতা প্রভৃতি কোমল স্থানে ব্রণ হইয়া ফুলিয়া উঠিলে এবং অত্যন্ত বেদনা হইলে ইহা উপকারী। হেপারসলফর পূঁজ হইলে দেওয়া যায়।

মার্কু রিয়স ৬—প্রথমে দিলে পাকিতে দেয় না এবং পাকিলে দিলে পূঁজ নির্গত করিয়া দেয়, বগলে, গলায়, কুচকি প্রভৃতি স্থানের গ্রন্থি পাকিলে ইহা উপকারী।

সাইলিসিয়া ৩০—পুরাতন অবস্থায় বিশেষতঃ নালী হইলে বা বারে বারে স্ফোটক হইতে থাকিলে 'সল্‌ফর ৩০ দ্বারা শরীরের ও রক্তের দুষিত অবস্থা দূর হয়।

যদ্যপি অত্যন্ত ধীরে ধীরে পাকিতে থাকে তবে 'হেপার', যদ্যপি অত্যন্ত প্রদাহিত ও বেদনাযুক্ত থাকে, তাহা হইলে

'বেলাডনা' বা 'মার্কুরিয়স্'। ফোড়া বসাইতে হইলে হিপার সলফর ৩০, পাকাইতে হইলে হিপার সলফর ৩x বিচূর্ণ।

যুবা বয়সে মুখে ব্রণ হইয়া অনেক সময়ে বড়ই মুখের বিকৃতি হয়। কোন কোন ব্রণ বড় হইয়া উঠে এবং বেদনা হইয়া কষ্ট দেয়। মুখের ব্রণের পক্ষে কার্ব্বভেজ, হেপার, ক্যাল্‌কেরিয়া, সলফর উৎকৃষ্ট ঔষধ; যৌবনাবস্থায় ইন্দ্রিয়-দোষ বশতঃ ক্যাল্‌কেরিয়া। এতদ্ব্যতীত, এণ্টটার্ট, কার্ব্বি-এনিমেল, পিট্রোলিয়ম, এসিডফস, কেলিব্রাইক্রম, এণ্টিক্রুড, আর্স।

সহকারী উপায়—প্রথমে বেদনা ও লালবর্ণ হইলে শীতল জলের পটি দিবে, পাকিবার উপক্রম হইলে তিসির পুল্‌টিস্ দিবে। আপনি ফাটিয়া না যাইলে, ছুরিকাদ্বারা একটু কাটিয়া দিবে।

স্ফোটকের পুনঃ পুনঃ আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সাধারণ স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় নিয়মগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিবে।

জিহ্বা ও মুখের ক্ষত বা আপ্‌থি।

লক্ষণ—মুখে, গালে, জিহ্বা প্রভৃতি স্থানে ক্ষত হয়। ক্ষত প্রথমে প্রায়ই সাদা থাকে। পেটের দোষ বশতঃ প্রায়ই এইরূপ ক্ষত উপস্থিত হয়।

চিকিৎসা—বোরাক্স (সোহাগা) শিশুদিগের মুখে ক্ষত হইলে এই ঔষধ অতি উপকারী, অর্দ্ধ আউন্স গ্লিসিরিন বা মধু ও ৪ চারি গ্রেণ 'বোরাক্স' (সোহাগা) মিশাইয়া লইয়া তাহা দ্বারা মুখের ক্ষত স্থানে লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। এই ঔষধে উপকার না দর্শিলে অন্য ঔষধ প্রযুজ্য।

নক্সভমিকা।—মাঢ়ী স্ফীত ও বেদনা, দুর্গন্ধ, ক্ষত, মুখ, মাঢ়ী, জিহ্বা, তালু প্রভৃতি স্থানে বেদনাযুক্ত ফোস্কা, রক্তযুক্ত লাল, কোষ্ঠবদ্ধ।

মার্কুরিয়স ৬। মুখ দিয়া লাল পড়া, উদরাময় মুখে দুর্গন্ধ, মুখের ঘা সাদা হইলে এই ঔষধ উপকারী, দাঁত নড়ে, জিহ্বা শক্ত ও স্ফীত। জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুসকুড়ি।

আর্সেনিক।—মুখে দুর্গন্ধ, দুর্ব্বলতা, উদরাময় কনারায় ক্ষত; ক্ষতে ভয়ানক জ্বালা।

কার্ব্বভেজিটেবিলিস্—আর্সেনিকে উপকার না দর্শিলে বা অতি সামান্য উপকার হইলে।

নাইট্রিক এসিড।—মুখের বা জিহ্বার ক্ষতের একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। বিশেষতঃ পারা দোষ থাকিলে।

মাঢ়ী সাদা, স্ফীত ও রক্ত পড়ে, মুখ হইতে দুর্গন্ধ ও লাল পড়ে, পারার দোষে মুখে ক্ষত হইলে হেপার, নাইট্রিক এসিড, সলফর।

মার্কুরিয়সবিন ৩x। জিহ্বায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুস্‌ফুড়ি। বাহিক ও আভ্যন্তরিক ব্যবহার্য্য।

সলফর।—যদ্যপি কোন ঔষধে অল্পমাত্র উপকার হইয়া আর উপকার না হয়, তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে এক এক মাত্রা সলফর দেওয়া আবশ্যক, মুখের ক্ষতের সঙ্গে সঙ্গে গাত্রের কোন প্রকার স্ফোটক থাকিলে ইহা অধিকতর নির্দ্দিষ্ট।

সহকারী উপায়।—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা আবশ্যক। সহজে পাচ্য পুষ্টিকারক দ্রব্য ভক্ষণ করা উচিত, মুখের ক্ষত থাকিলে মৎস্য সুপথ্য নহে।

মাথা ঘোরা বা ভার্টিগো।

পড়িয়া যাওয়া ও রৌদ্র লাগা জন্য মাথা ঘোরা হইলে, বিশেষতঃ যদি মাথা তুলিবার সময় ঘুরিয়া উঠে, আর গা বমি বমি ও চক্ষে সমস্ত অন্ধকার দেখা যায়, তবে একোনাইট ৩ ডাঃ ভাল, যদি ঘোরার সঙ্গে চারিদিক ঘুরিতেছে বোধ হয় আর বাম দিকে পড়িয়া যাইবার মত ভাব হয় তবে বেলেডনা ৬ দিবে। উঁচুর উপর উঠিবার সময়ে বা উপর দিকে তাকাইলে, মাথা ঘুরিলে ক্যাল্কেরিয়া। উচু হইতে নীচে নামিবার সময়ে, মাথা ঘোরার পক্ষে ফস্ফরস ৬ ভাল, বেশী হস্তমৈথুন, স্ত্রীসংসর্গ, বেশী রক্তভাঙ্গা পেটের অসুখ প্রভৃতি কারণে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, যে মাথা ঘোরা হয়, তাহাদের পক্ষে চায়না ৬ ভাল; মাথা ঘোরার সঙ্গে ডানদিকে পড়িয়া যাইবার মত বোধ হইলে, বাহিরে বেড়াইলে এবং তাড়াতাড়ি মাথা নাড়িলে, আর উপরদিকে

তাকাইলে মাথা ঘুরিয়া উঠিলে—ক্যাল্কেরিয়া ৩০ দিবে, যদি মাথা নীচু করিলে মাথা ঘুরিয়া উঠে আর তার সঙ্গে সম্মুখ-দিকে পড়িয়া যাইবার মত বোধ হয়, তবে গ্রাফাইটিস্ ৬ ভাল; গ্রাফাইটিসে না কমিলে নেট্রম ৩০ দেওয়া যায়। মাথা ঘোরার সঙ্গে অজীর্ণ, পেটফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ প্রভৃতি থাকিলে, প্রাতে নক্সভমিকা ৬ ও বিকালে নেট্রম ৩০ এক এক মাত্রা দেওয়া যায়, অজীর্ণ ও কোষ্ঠবদ্ধের সঙ্গে যদি সকালবেলা ও আহারের পর বেশী মাথা ঘোরে আর তার সঙ্গে চক্ষে কাণে কিছুই দেখিতে ও শুনিতে না পাওয়া যায়, তবে নক্সভমিকা ৩০ ভাল। যদি শুইয়া ও বসিয়া থাকিলে, মাথা ঘোরা বেশী হয়, কিম্বা বসিয়া থাকিতে থাকিতে উঠিবার সময় মাথা ঘুরিয়া উঠে আর সন্ধ্যার সময় গা ঘোরে আর মাথা ঘোরার সঙ্গে কানে কিছু শুনিতে না পাওয়া যায় তবে পল্‌সেটিলা ৩০ ভাল। মাথাঘোরা শুইলে ও পাশ ফিরিবার সময়ে বেশী হইলে কোনায়াম্ ৬ দরকার। ভয় পাওয়ার পর মাথা ঘুরিলে, ওপিয়ম্ ৬ ভাল. যদি সকল সময়েই মাথা ঘোরে বলিয়া, পড়িয়া যাইবার ভয়ে রোগী বিছানা হইতে উঠিতে না পারে আর সব যেন দুলিতেছে বলিয়া বোধ করে ও তার চক্ষুতে সব অন্ধকার মত কালো বোধ হয়, তবে মার্কুরিয়স্ ৬ খুব ভাল। যদি উঠিয়া বসিয়া দাঁড়াইবার সময়ে মাথা ঘোরে আর এইরূপ মাথা ঘোরা সকালে ও আহারের পর বেশী হয় তবে ফস্ফরস্ ৩০ দিবে।

বিকালে ফাঁকা স্থানে বেড়াইবার সময় মাথা ঘুরিলে (বিশেষতঃ যাহারা বেশী চিন্তা অর্থাৎ লেখা পড়া ও নেশা

করে তাহাদের পক্ষে নক্সভমিকা ৬। তাহাতে উপকার না হইলে ফস্ফরস্ দেওয়া যায়, বাহিরে বেড়াইবার সময় ও লিখিবার সময় মাথা ঘুরিয়া উঠিলে সিপিয়া ভাল। বিছানা হইতে উঠিবার সময় মাতালের মত গা টলিতে থাকার সঙ্গে পশ্চাৎদিকে টলিয়া পড়িবার মত বোধ হইলে, আর বৃদ্ধ মনুষ্যের মাথা ঘোরার পক্ষে রসটক্স ভাল। যদি নড়িলে কিম্বা উপরদিকে তাকাইলে, মাথা ঘুরিয়া উঠে, আর তার সঙ্গে সম্মুখ দিকে টলিয়া পড়িবার মত বোধ হয়, তবে সিলিসিয়া দেওয়া যায়। যদি বসিয়া থাকিলে মাথা ঘোরে, আর তার সঙ্গে মাথার চাঁদি সর্ব্বদা গরম বোধ হয়, তবে সল্ফর প্রত্যহ প্রাতে এক মাত্রা করিয়া দিবে। এই সব ঔষধের ৩০ ডাঃ প্রত্যহ ২।৩ বার সেবন করাইবে।

মূর্চ্ছাগত বায়ু রোগ।

(হিষ্টিরিয়া—গুল্মবায়ু।)

এই রোগ প্রায় স্নায়ুপ্রধান ধাতু স্ত্রীলোকদিথের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। রজঃ শোণিত অবরুদ্ধ হইয়া এ রোগ অধিক হয়। দুর্ব্বলতা, বিষাদ প্রভৃতি কারণে এই রোগের উৎপত্তি অধিকস্থলে দেখা যায়। প্রায় ১৫ হইতে ৩০ বৎসর বয়স্কা বামার বেশী হয়। রোগের আক্রমণ হইলে—চীৎকার করা, অজ্ঞান হইয়া পড়া, চুল ছেঁড়া, হাত পা ছোঁড়া, মুখ দিয়া ফেণা উঠা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দেয়, গা বমি বমি,

বুক ধড়ফড় করা, গলার ভিতর যেন কি একটা আটকাইয়া থাকা বোধ, কাহারও বা পেটের দিক হইতে যেন একটা গোলাকার দ্রব্য বক্ষঃস্থল মধ্যে উঠে ইত্যাদি নানাপ্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়।

প্রথম দিন ধনুষ্টঙ্কারাদি পীড়া হইতে রোগ নির্ণয় করিতে হয়; তৎপরে ক্রমশঃ উহা বুঝা যায়।

চিকিৎসাদি সহকারী উপায়। মূর্চ্ছাকালে কাপড়টী ঢিলা করিয়া দিতে হয়, অথচ কাপড় অঙ্গ হইতে খুলিয়া না যায় এরূপে বাঁধিয়া দিবে। মস্তকে ঠাণ্ডাজল দিবে, মুখে চকে জলের ঝাপটা দিতে হয়।

মন প্রফুল্ল রাখা ভাল। স্ত্রীগণ যাহাতে আলস্য পরায়ণা না হয়, তৎপ্রতিবিধান কর্ত্তব্য। দেশ ভ্রমণ বা স্বামীর বাড়ী হইতে পিত্রালয়ে, ও পিত্রালয় হইতে স্বামীর বাড়ী আনয়ন ভাল।

গুরুপাক বা উত্তেজক খাদ্য নিষেধ। বিশ্বাস জন্য মাদুলী দ্বারা অনেক সময় উপকার করে, কিন্তু স্থায়ী হয় না।

শীতল জলে স্নান, নিয়মিত পরিশ্রম করা ভাল। রাত্রি জাগরণ ভাল নহে। সাধারণতঃ স্বামীর নিকটে থাকা ভাল।

ঔষধ।

মূর্চ্ছাসময়ে। ইগ্নেসিয়া মূল আরক রুমালে দিয়া শোঁকাইলে ও রুবিনীর ক্যাম্ফর আঘ্রাণ করিতে দিলে

শীঘ্র শীঘ্র মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয়, ইহা বিফল হইলে মস্কস (মৃগনাভি) আঘ্রাণ করিতে ও খাইতে দিতে হয়।

মধ্যবর্ত্তী কালে।

ইগ্নেসিয়া ৩০ বা ২০০শ।—শোক বা মনোভঙ্গ জন্য পীড়া নিবারক। বেশী বিমর্ষভাব; গলায় যেন কি একটা গোলাকার পদার্থ উঠিতেছে বোধ। দম আটকান, গিলিতে ক্লেশ ইত্যাদি। ইহার পরিবর্ত্তে—এসাফিটিডা উপকার করে।

ক্যাল্‌কেরিয়া ৩০।—স্ত্রীধর্ম্ম বেশী; মোটা স্ত্রীলোক, সহজে সর্দ্দি লাগে এই লক্ষণে দেওয়া যায়।

নক্সভমিকা ৩০শ।—রাত্রি ৩টার পর ঘুম হয় না, কোষ্ঠবদ্ধ ধাতু; পাকাশয়িক বিকৃতি সহ ঋতুর বিবিধ পীড়া। মধ্যে মধ্যে সল্‌ফর ৩০ দিবে।

পল্‌সেটিলা ৩০শ।—ঋতু বন্ধ বা কম; উদরাময়; তৃষ্ণা শূন্যতা, শ্লেষ্মা বমন, সন্ধ্যায় বেশী; স্নায়বিক ধাতু; সহজে ক্রন্দন পরায়ণা।

সিপিয়া ৩০শ।—স্ত্রীধর্ম্ম কম হইলে এই ঔষধে বেশ কাজ হয়। কিছু যেন বাহির হইয়া আসিতেছে বোধ।

বেলেডনা ৩০শ।—আক্ষেপকালে মুখ চোক লাল, চক্ষু বাহির হইয়া পড়ে, সহজে ভয় পাইয়া চমকিয়া উঠে।

ফস্ফরস্ ৩০শ।—প্রবল মৈথুন ইচ্ছা (বেশী রক্ত ভাঙ্গায়—প্লাটীনম।)

এই রোগ পুরুষদিগের হইলে মৃগিরোগ কহে। ঔষধ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তে শীতল জলের ঝাপটা চক্ষে দেওয়া ভাল।

মূত্রের ক্লেশ।

(মূত্রকৃচ্ছ্রতা)

এই পীড়াটী মূত্রযন্ত্রের পীড়ার একটী লক্ষণ মাত্র ; নানা কারণে এই পীড়া হইতে পারে ; তন্মধ্যে মূত্রাধারের (ব্লাডারের প্রদাহ, পাথুরী, প্রমেহ রোগে এই মূত্রকষ্ট রোগ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রধান লক্ষণ পুনঃ পুনঃ প্রস্রাবের বেগ হয়, অথচ খোলষা প্রস্রাব হয় না। কথনও বা অতিকষ্টে ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হয়, কথনও বা কিছু-কাল এককালীন প্রস্রাব বন্ধ হইয়া, অতিশয় যন্ত্রণাপ্রদ লক্ষণ উপস্থিত করে এবং জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠে।

চিকিৎসাদি সহকারী উপায়।—তলপেটে শীতল জলের ধারাণী ; শীতল জলে স্নান উপকারী। হাতে ২।৪ ফোঁটা হরিদ্রার রস, সরবৎ, জলে মিশাইয়া, ইষবগুল, বার্লি প্রভৃতি খাওয়া ভাল। ঠাণ্ডি হইতে উৎপন্ন হইলে তলপেটে ফ্লানেল দিয়া গরমজলের সেক দিলে বিশেষ উপ-কার পাওয়া যায়।

ঔষধ।

একোনাইট ৩দ।—ঠাণ্ডি লাগিয়া পীড়া, জ্বরভাব, প্রবল তৃষ্ণা, অস্থিরতা, ভয়—প্রস্রাবের বেগ, রক্তবর্ণ ও ঘোলাটীয়া প্রস্রাব ইত্যাদি।

ক্যাম্ফর।—বিশেষ কষ্ট হইতে থাকিলে একটু পরিষ্কার চিনির সহিত কএক ফোঁটা দিয়া ৩।৪ বার সেবনীয়।

ক্যান্থারিস ৬।—মূত্ররোধ মূত্রের বেগ ও জ্বালা কর্ত্তনবৎ বেদনা, রক্ত প্রস্রাব, প্রস্রাবের পরে ও পূর্ব্বে অধিক ক্লেশবোধ; ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়িতেও দেখা যায়।

নক্সভমিকা ৬।—অত্যন্ত বেগ অথচ প্রস্রাব হয় না; কোষ্ঠবদ্ধতা; রাত্রিজাগরণ, মদ্যপানাদি কারণে পীড়া হইলে, ইহার দ্বারা ফল পাওয়া যায়।

সলফর ৩০।—এতৎসহ কর্ণ রোগ থাকিলে এবং প্রস্রাবের থলির নিম্নে টনটন্ করায় এই ঔষধ প্রযুজ্য।

আর্ণিকা। আঘাত জন্য পীড়া ইহাদ্বারা কম হয়।

লাইকোপডিয়ম ৩০।—প্রস্রাব করিলে, উহা জমিলে তলায় শুর্কির গুড়া বা বালির কণিকা মত দেখা যায়। রক্তপ্রস্রাব, কিন্তু যন্ত্রণা থাকে না, রাত্রিকালে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ; পেট ফাঁপা; কোষ্ঠবদ্ধতা।

মার্ক্-সল ৬।—মূত্রস্থলী স্পর্শে বেদনা, সরুধারে প্রস্রাব; প্রস্রাবের সহিত পূঁজ। প্রস্রাবের বেগ ধারণে অক্ষমতা উপদংশ বা প্রমেহ দোষ থাকে।

কোনায়াম ৬।—প্রস্রাব আটকান, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সেবা ও বৃদ্ধাবস্থা ইহার কারণ হইলে এই ঔষধ।

বেলাডনা ৩।—অতিকষ্টে কয়েক বিন্দু রক্ত মিশ্রিত প্রস্রাব, কোমর বেদনা। মাথাধরা ইত্যাদি।

এপিস্ ৬।—প্রস্রাব পথের ভিতরে কন্ কন্ করা। এবং জ্বালা খুব লালবর্ণের প্রস্রাব, প্রস্রাবের স্বল্পতা।

রজঃ বা ঋতুশোণিতের পীড়া।

আমাদের দেশে ১২ হইতে ১৪ বৎসরের মধ্যে কুমারী-গণের প্রথম ঋতু হইতে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন ধাতুতে বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে বিলম্বে বা সত্বরে ঋতু প্রকাশ পায়। প্রায় দেখা যায় যাহারা পরিশ্রম করে, তাহাদের অপেক্ষা বিলাসিনী বা নগরবাসিনী অলস প্রকৃতি কন্যাগণের শীঘ্র শীঘ্র প্রথম রজো দর্শন হয়। স্বভাবতঃ ২৮ দিন অন্তর আর্ত্তব স্রাব হইয়া থাকে। ৩।৪ হইতে ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত ঋতুকাল। নানা কারণে ২ হইতে ৭ দিন পর্য্যন্ত ঋতুশোণিত থাকিতে দেখা যায়। প্রত্যেক বারে ৪ হইতে ৬ আউন্স শোণিত স্রাব হয়। নির্দ্দিষ্ট বয়সে অর্থাৎ ৪৫ বৎসর বয়সে প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে অনেক পীড়া হইতে পারে।

এই সকল সাধারণ নিয়ম সুশৃঙ্খলাভাবে না হইলে, তাহাকেই পীড়া কহে। ঋতু শোণিতের নিম্নলিখিত পীড়া সাধারণতঃ দেখা যায়।

১। রজোদর্শনে বিলম্ব।

যৌবনের চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াও যদি রজোদর্শন না হয়, এবং মাসে মাসে কটীবেদনা, তলপেট ব্যথা শরীর কৃশ, পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট, নাসিকা দিয়া রক্তস্রাব, শ্বাসকষ্ট, বুক ধড় ফড় করা, উরুতে ভারবোধ, পেটের ব্যথা দেখা দেয় তাহা হইলে ঔষধ দিবার প্রয়োজন হয়।

চিকিৎসা।

একোনাইট ৬।—রক্ত প্রধান ধাতুর বালিকা, পরিশ্রম বিহীনার পীড়া। শয্যা হইতে উত্থানে মস্তক ঘূর্ণন। হিম লাগা ও ভয় পাওয়ার জন্য পীড়া।

ব্রাইয়োনিয়া ১২।—ঋতুর সময় ঋতু না হইয়া নাসিকা দিয়া পুনঃ পুনঃ রক্তস্রাব। কোষ্ঠবদ্ধতা; উত্তেজিত স্বভাব।

পলসেটীলা ৩x, ৩০।—মুখমণ্ডল ফেকাশে, উষ্ণগৃহে থাকিলেও ক্লেশানুভব, উদর ও পৃষ্ঠদেশ বেদনা, হিষ্টিরিয়া, অশ্রুপ্রবণতা; সন্ধ্যায় বৃদ্ধি। ইহা একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

সিপিয়া ৩০।—দুর্ব্বলা ধাতু, নাসিকা ও নাকের উপর মেচেতা। হস্ত পদ শীতল ও মুখমণ্ডলে উষ্ণতানুভব ও শ্বেতপ্রদর।

সলফর ৩০।—মস্তকোপরি উষ্ণতা বা জ্বালা অনু-

জ্বর, কম্প, অাহারান্তে গা বমি বমি ; চর্ম্মে নানাপ্রকার উদ্ভেদ ইত্যাদি।

মৃৎপাণ্ডুরোগ।

ঋতু অপ্রকাশবশতঃ চেহারা ফ্যাকাশে, মুখে দুর্গন্ধ, অক্ষুধা, মাটী, খড়ী, কয়লাতে রুচি ; মাথাধরা, দুর্ব্বলতা ইহার প্রধান লক্ষণ।

ঔষধ :—ক্যালকেরিয়া ৩০, কখন বা চায়না ৩০, কদাচিৎ ফেরম ৩০. দ্বারা ফল পাওয়া যায়। দিন এক মাত্রা করিয়া ৪ ৫ দিন দিয়া, ৪ ৫ দিন ঔষধ বন্ধ দিতে হইবে। যদি উপকার না হয়, তবে অন্য ঔষধ নির্ব্বাচন করিবে।

শারীরিক পরিশ্রম, শীতল জলে স্নান, নিয়মিত ব্যায়াম বিলাসিতা দূরীকরণ একান্ত আবশ্যক। সহজে পরিপাক হয় অথচ পুষ্টিকর খাদ্য প্রয়োজন। সর্ব্বপ্রকার উষ্ণ ও উত্তেজক পানীয় নিষেধ। চা পান নিষেধ।

রজঃ স্বল্পতা।

মাসিক ঋতু এক কালীন বন্ধ বা মলিন্ত স্থগিত বা সামান্য মাত্রায় স্রাব হইলে ইহাকে স্বল্পরজঃ পীড়া বলে। ঠাণ্ডি লাগায়, শোক দুঃখ, যান্ত্রিক পীড়াবশতঃ এই রোগ হয়।

ইহার ঔষধ পূর্ব্ব বিষয়ে লিখিত হইয়াছে। তবে বেশীর মধ্যে নিম্নলিখিত ঔষধগুলিও ব্যবহৃত হয়;— বেলাডনা (মাথাধরা বেশী থাকিলে), ক্যামমিলা (প্রসব বেদনার মত বেদনা থাকিলে) ক্রোকাস্ (উদর মধ্যে কি যেন নড়িতেছে বোধ), গ্রাফাইটিস রজঃরোধ ও নিম্নাঙ্গে ভার বোধ, ক্যালকেরিয়া গণ্ডমালা ধতু সিমি-সিফিউগা বাতের লক্ষণ দেখা দেওয়া ইত্যাদি।

গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা থাকিলে, কিছুদিন ঔষধ বন্ধ দিতে হইবে। তলপেটে গরম জলে সেক দিবে ইত্যাদি হঠাৎ বন্ধ হইলে ঔষধ ২।৩ বার করিয়া দিতে হইবে ও ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দেওয়া যায়।

রজঃশূল বা বাধকবেদনা।

ঋতুর কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে কাহারও কাহারও ঠিক ঋতুকালে এই বেদনা আরম্ভ হয়। বেদনার প্রকৃতি প্রসবের মত কখনও সূচী বেঁধামত ইত্যাদি। পৃষ্ঠ, কটি, উরু ও জরায়ু প্রদেশে প্রবল বেদনাই প্রধান লক্ষণ। আর্ত্তব স্রাব অল্প হয়। উহার বর্ণ ফেকাশে বা জমাট রক্তযুক্ত মিশ্রিত থাকে।

চিকিৎসা।

বেলাডনা ৬ ;—স্রাবের পূর্ব্বে বেদনা, তৎসহ মস্তকে বেদনা, প্রসববেদনাবং বেদনা যেন সমস্ত পদার্থ

যোনি দ্বারা দিয়া বাহির হইয়া পড়িবে, বেদনা হটাৎ আইসে হঠাৎ ছাড়িয়া যায়। স্রাব লাল ও জমাটবান্ধা ইত্যাদি।

ক্যামমিলা ১২।—প্রসববেদনাবৎ জরায়ুতে চাপ পড়া, কলচে জমাটবান্ধা শোণিত স্রাব, উরুদ্বয়ে ছিঁড়ে পড়ার মত বেদনা মেজাজ খিটখিটে।

সিমিসিফিউগা।—আর্ত্তব স্বল্প, প্রচুর জমাট রক্ত, পৃষ্ঠদেশে প্রবল বেদনা। হিষ্টিরিয়া আক্ষেপ, বিষন্ন চিত্ত।

নক্সভমিকা ৬।—ঋতু শীঘ্র শীঘ্র হয়; স্রাব গাঢ় ও জমাট; উদরে অসহ্য বেদনা, পৃষ্ঠ ও কটি দেশে হাড সরিয়া যাওয়ার মত বেদনা। মূত্র ও মলত্যাগের বৃথা চেষ্টা।

পলসেটিলা ৩০।—ঋতু বিলম্বে প্রকাশ পায়, গাঢ কাল স্বল্প ও থাকিয়া থাকিয়া স্রাব। বেদনা জন্য ক্রন্দন।

সিপিয়া ৩০।—ঋতুস্রাব স্বল্প; পেটবেদনা ও কোঁত-পাড়া; ঋতুর পূর্ব্বে প্রদরস্রাব। কোঁতপাড়া, বেদনার জন্য আসনপীড়ি হইয়া বসিতে হয়।

বোরাক্স ৬।—বন্ধ্যাত্ব সহ রজঃ শূল।

জেলসিমিনম্ ১।—নূতন আবিষ্কৃত ঔষধ মধ্যে এইটী এবং "জ্যান্থক্সিলাম্" ঔষধটী বাধকরোগের বেদনা কালে দিলে, বেদনার শীঘ্র শীঘ্র উপশম ঘটে। অনিয়মিত ঋতুতে সিনিসিও ৩x উত্তম ঔষধ।

প্রচর রজঃস্রাব বা রক্তভাঙ্গা রোগ।

জরায়ু গঠনের বৈলক্ষণ্য, অতিরিক্ত ও অনবরত পানাহার, ঋতুকালে পুরুষসংসর্গ প্রভৃতি কারণে রজঃস্রাবের আধিক্য ঘটে। ইহাতে অলসতা, পৃষ্ঠ, উরুদেশ বা নিম্নাঙ্গ বেদনা, শীতানুভব প্রভৃতি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

ঔষধ।

একোনাইট ৬।—অল্পবয়স্কা ও রক্তপ্রধানধাতু স্ত্রীলোকের পীড়া। মৃত্যু ভয়, উঠিয়া বসিতে মস্তক ঘূর্ণন।

বেলাডনা ৬।—অতিশয় প্রচুর লালাবর্ণ উত্তপ্ত আর্ত্তব। মাথা ব্যথা।

ক্যামমিলা ১২।—প্রচুর কাল ও জমাট রজঃ বন্ধ্যার রক্তস্রাব; বারম্বার প্রচুর বর্ণশূন্য প্রস্রাব।

ক্রোকাস্ ৬।—অতি প্রচুর রজঃ, দীর্ঘকাল স্থায়ী, স্রাব কমে ও বাড়ে, জমাট ও দড়ির ন্যায় কঠিন; বোধ হয় যেন তলপেটের ভিতর কিছু সজীব পদার্থ নড়িতেছে।

ফসফরাস ৩০।—অতি শীঘ্র, অতি প্রচুর, দীর্ঘ স্থায়ী বেদনা; উদরে ও কটিদেশে বেদনা ইত্যাদি।

ইপিকাক ৬।—গা বমি বমি সহ প্রচুর লাল রক্তস্রাব।

সাবাইনা ৬।—অত্যন্ত প্রচুর ও দুর্ব্বলকর রজঃস্রাব। ফেকাশে ও লালবর্ণ ঋতু স্রাব। প্রসব বেদনার মত বেদনা কুঁচ্‌কি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। মোটা স্ত্রীলোকদিগের বিশেষতঃ।

চায়না ২ দ। স্রাব হেতু অতিশয় দুর্ব্বল। যেখানে এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা ব্রাণ্ডি ব্যবহার করেন সেই খানে ইহা প্রযোজ্য।

সিকেল ৩।—অতি প্রচুর ও দীর্ঘকাল স্থায়ী ঋতু-স্রাব বিশেষতঃ কৃশাঙ্গীদিগের পক্ষে।

সলফর ৩০।—ঋতুকাল দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত থাকা। পীড়া সারিয়াও সারে না। হাত পা জ্বালা, মস্তকে উষ্ণতা বোধ, দুষিত পীড়া। এতদ্ব্যতীত অষ্টিলেগো, ট্রিলিয়ম ব্যবহৃত হয়।

সহকারী উপায়।—যখন বেশী রক্তস্রাব ঘটে, তখন অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর ঔষধ দিবার প্রয়োজন হয়।—মানসিক চিন্তা প্রভৃতি নিষেধ। স্থিরভাবে শয়ন প্রয়োজন। স্বামী সহবাসাদি নিষেধ।

শয্যায় মূত্রত্যাগ।

অনেক ছেলে মেয়ের অনেক বয়স পর্য্যন্ত এই পীড়া হইয়া থাকে। ইহা বড়ই বিরক্তিকর ও কষ্টসাধ্য। মূত্র-বেগ ধারণ ক্ষমতার হ্রাস জন্যই এই পীড়া হয়। পেট গরম, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বা কৃমি পেটে থাকিলে এই রোগ জন্মে।

চিকিৎসাদি উপায়।—জাগাইয়া প্রস্রাব করান উচিত। শিশুকে বেশী জল খাইতে দিবে না। শীতল জলে স্নান করান ভাল। যাহাতে কৃমি না হয় বা পেট

গরম না হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য। মধ্যে মধ্যে চুনের জল খাওয়ান ভাল।

ঔষধ—ক্রিমি জন্য হইলে সিনা ৩০ বা ২০০ শ প্রত্যহ বা সপ্তাহে দুই দিন একমাত্রা।

কষ্টিকাম্ ৬।—প্রথম নিদ্রাকালে অসাড়ে মূত্র।

জেল্‌সিমিনম্ ৩x।—প্রস্রাব ধারণে অক্ষমতা, দিবা বা রাত্রিতে নিদ্রাকালে মূত্র ত্যাগ।

ফস্ফারক এসিড।—যাহাদের জলবৎ বেশী মূত্র স্রাব হয়। শুক্র ক্ষরণ জন্য হইলে ইহাও ব্যবস্থেয়।

শিরঃপীড়া বা মাথা ধরা।

অজীর্ণ, সর্ব্বদা চুপ করিয়া থাকা, কোন রকম চর্ম্ম-রোগ হঠাৎ ভাল হওয়া, ঔষধের দোষ, ভাল ঘুম না হওয়া, হিম লাগা, রৌদ্র লাগা, চা খাওয়া, কাফি খাওয়া, নেশা করা, রাত জাগা, রাগ, ভিজা পায়ে থাকা, স্নানাহারে, সময়ের ঠিক না থাকা, দুশ্চিন্তা, কোষ্ঠবদ্ধ, বেশী লেখা পড়া করা, প্রভৃতি কারণে শিরঃপীড়া হইয়া থাকে। যকৃৎ জরায়ু, পাকস্থলী প্রভৃতি অন্যান্য যন্ত্রের পীড়ার উপসর্গেও মাথাধরা হয়; তাছাড়া মাথায় রক্ত জমিলে চক্ষু লাল, মাথা ভার, মাথা ধরা প্রভৃতিও হইতে পারে।

মাথা ধরার চিকিৎসা।—এ রোগের প্রধান ঔষধ (বিশেষতঃ রৌদ্র লাগিবার কিম্বা চুল কাটিবার পর মাথা ধরিলে) বেলেডোনা ৬। তাছাড়া অজীর্ণ জন্য মাথা

ধরায় 'এণ্টি মোনিয়ম্ ক্রুডম'। বিশেষতঃ ঘৃতপক্ব জিনিষ খাওয়া জন্য হইলে 'পলসেটিলা' ভাল। নেশা করার পর মাথা ধরিলে 'নক্সভমিকা' ৩০ কিন্তু মদ খাওয়ার পর মাথা ধরিলে "নক্সভমিকা ৩০ খাইয়া উপকার না হইলে "ওপিয়ম" ৬ দিবে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া মাথা ধরিলে একোনাইট ভাল ; তা' ছাড়া মার্কুরিয়স' ৬ কিম্বা 'নক্সভমিকা' ৬ দিতে হয়। বেশী রাগের জন্য মাথা ধরিলে 'ক্যামোমিলা' ১২ দিবে। বেশী চিন্তা ও লেখা পড়া করার পর মাথা ধরিলে 'নক্সভমিকা' ৩০ ভাল। গুরুপাক জিনিষ বেশী খাওয়ার পর মাথা ধরায় নক্সভমিকা ৬ দিতে হয়,—ভয়ের পর ওপিয়ম' ৩০—আহ্লাদের পর কফি, দুঃখের ও শোকের পর ইগ্নেসিয়া ; রাগ ও ভয়ের পর একোনাইট ৩—রাত্রি জাগার পর নক্সভমিকা ৩০, দুর্ব্বল হইবার পর 'চায়না' ৩০—রৌদ্র লাগার পর 'একোনাইট' ৬ ও "বেলেডোনা" ৬। স্নানের পর মাথা ধরিলে এণ্টিমোনিয়মক্রুডম্ ৬। সর্দ্দি জনিত মাথা ধরার পক্ষে "ক্যামোমিলা" ১২ "মার্কুরিয়স" ৬ ও নক্সভমিকা" ৩ ভাল। মাথায় রক্ত উঠার জন্য মাথা ধরিলে "একোনাইট" ৬ 'বেলেডোনা' ৬ "ব্রায়োনিয়া" ৬, "আর্ণিকা" ৬, "নক্সভমিকা" ৩০ "সল্ফর্" ৩০ "কেল্কেরিয়া" ৩০ সিলিসিয়া ৩০ ও "প্ল্যাটিনা" ৬।—হস্ত মৈথুনের পর মাথা ধরা হইলে "নক্সভমিকা" ৩০ ভাল। আধ কপালে মাথা ধরায় "পল্সেটিল" ৩০ "নক্সভমিকা" ৩০ "স্পাইজিলিয়া" ৬ "একোনাইট" ৬ দেওয়া যায় ইত্যাদি।

শূল বেদনা।

শূল বলিলে বেদনা বুঝায়। অম্লশূল, পিত্তশূল, ইত্যাদিকে শূল বেদনা কহে। পেটে বিশেষতঃ নাভির চারিদিকে কামড়ানি ও মোচড়ানির মত বেদনা, টিপিলে বা চাপিয়া ধরিলে আরাম বোধ হয়। এই জন্যই রোগী পেটে হাত বা বালিস দিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ে। কোষ্ঠ বদ্ধ থাকে কিন্তু জ্বর থাকে না। খাওয়ার অনিয়ম, ঠাণ্ডা লাগা, ক্রিমি, কোষ্ঠ বদ্ধ প্রভৃতি কারণ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। পেট বেদনা সহ ফাঁপ থাকিলে তাহাকে আদ্মান শূল কহে।

চিকিৎসা—কলোসিন্থ। কর্ত্তনবৎ কামড়ানি ও থাকিয়া থাকিয়া বেদনা, পেট ফাঁপা ও উদরাময়, খাইলে বেদনা বৃদ্ধি।

নক্সভমিকা।—অনিয়মিত আহার বশতঃ হইলে ইহা উত্তম।

চায়না।—পিত্ত-পাথরী (গলষ্টোন) বশতঃ বেদনা

ক্যামোমিলা—স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের পীড়ায় উত্তম।

আইরিস—অনেক সময়ে উপরি উক্ত তিনটী ঔষধে উপকার না হইলে ইহাতে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায়। জ্বালা পিত্ত বমন।

মার্কুরিয়াস বা সিনা।—ক্রিমি বশতঃ হইলে।

বায়ু সঞ্চয় বশতঃ বেদনা।—কার্ব্বোভেজ, লাইকো-পোডিয়ম্।

পথ্য।

বৃদ্ধি অবস্থায়, সাগু, বার্লি, গরম দুগ্ধ, উপশম হইলে অন্ন পথ্য দিবে।

সর্দ্দি (*Coryza*)

নাসিকা দিয়া জলবৎ শ্লেষ্মা স্রাবকে সর্দ্দি কহে।

লক্ষণ।—ইহা অতি সাধারণ পীড়া। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহার প্রাদুর্ভাব ও ভাবীফল তত আশঙ্কাজনক নহে, কিন্তু ইহা হইতে নানা প্রকার জীবন সংহারকারী ভয়ানক পীড়া সকল উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়া প্রথমেই চিকিৎসা করান কর্ত্তব্য। তজ্জন্য সংক্ষেপে ইহার চিকিৎসা বিষয়ে কিছু লিখিত হইল।

কারণ।—শরীর হইতে যে কোন উপায়ে উত্তাপের ক্ষয় হয়, তাহা হইতেই সর্দ্দি লাগিয়া থাকে যথা (১ম) ভিজা কাপড়ে থাকা। ইহা মনে রাখা কর্ত্তব্য যতক্ষণ ভিজা কাপড়ে থাকিয়া কঠিন পরিশ্রম করা যায় ততক্ষণ পরিশ্রম হেতু অনবরত উত্তাপ হওয়ায় সর্দ্দি লাগিতে পারে না, কিন্তু পরিশ্রমের পর ও ভিজে কাপড়ে থাকিলে নিশ্চয়ই সর্দ্দি লাগিবার সম্ভাবনা। (২য়) শীতল বায়ু গায়

লাগান ; (৩য়) অনেকক্ষণ জলে থাকা ; (৪র্থ) গরম হইতে হঠাৎ ঠাণ্ডায় আসা, (৫ম) পরিধেয় বস্ত্রের অল্পতা ইত্যাদি। শিশু বা বৃদ্ধদিগের, রুগ্ন ও দুর্ব্বল ব্যক্তির এই সমস্ত কারণ হইতে সাবধান করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসা।

ক্যাম্ফর বা কর্পূরের আরোক সর্দ্দি সূত্রপাত মাত্রই দুই ফোঁটা করিয়া চিনির সহিত অর্দ্ধঘণ্টা অন্তর ৫।৭ বার খাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ সর্দ্দি বন্ধ হইয়া যায়। সর্দ্দির সূত্রপাত মাত্র না দিলে বিশেষ উপকার দর্শে না।

একোনাইট ৬।—সর্দ্দি এবং হিম ও ঠাণ্ডি লাগা জন্য জ্বরভাবের সঙ্গে নাক দিয়া জল পড়া ইত্যাদি।

নক্সভমিকা ৬ বা ৩০।—সর্দ্দি শুষ্ক, কখন সরস, নাক বন্ধ ; মাথা ভার, কোষ্ঠবদ্ধতা।

আর্সেনিক ৬।—জলবৎ স্রাব, গরম, জ্বালাজনক ; চক্ষু দিয়া জলপড়া, নাক বেদনা ইত্যাদি।

মার্কুসল ৬।—অনবরত হাঁচি জলবৎ বা ঘন সর্দ্দি, ঘর্ম্ম প্রচুর, চক্ষু লাল, মাথা ভার ইত্যাদি। নাক হাজিয়া যাওয়া।

এলিয়ম সিপা ৬।—চক্ষু ও নাক দিয়া জলপড়া হাঁচি ইত্যাদি।

ক্যালিবাইক্রম ৬। পুরাতন শর্দ্দি, দড়িদ ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত. স্বরভঙ্গ, গলায় বেদনা।

জেলস ১দ।—সরস হাঁচি, জ্বর বেশী, বালকের ঝিমুনী ইত্যাদি।

এমনকার্ব্ব ৬।—নাক বন্ধ, সর্দ্দি, হাঁচি ইত্যাদি।

পলসেটিলা ৬—সর্দ্দি পাকিয়া গেলে, বৈকালে একটু জরভাব। নাকে গন্ধ না পাওয়া ইত্যাদি।

হিপার সলফর ৬।—অবশেষে দিতে হয়। ক্যাল্-কেরিয়া ৩০ দিলে সর্দ্দি প্রবণতা বা সর্দ্দি জন্মিতে পারে না।

হাঁপানি।

লক্ষণ।—শ্বাসকষ্ট, শ্বাস ফেলা অপেক্ষা শ্বাস গ্রহণ অধিক কষ্টকর, কাশি, গলা সাঁই সাঁই করা। বুকে ভার বোধ পীড়ার আক্রমণ কালে মুখ বিবর্ণ, শরীর ঘর্ম্মাক্ত, উৎকণ্ঠা, বমন বা বমনেচ্ছা মুখ বিবর্ণ ইত্যাদি। পীড়ার আক্রমণের স্থিরতা নাই, প্রায় শেষরাত্রি হইতে আরম্ভ হয়। স্কন্ধদ্বয় উন্নত, গ্রীবা উন্নত, চক্ষু বিস্তৃত ও বৃহৎ বলিয়া বোধ হওয়া, নাসিকারন্ধ্র বিস্ফারিত ইত্যাদি লক্ষণের পর ক্রমশঃ কষ্টকর লক্ষণ বিদূরিত হইয়া শ্লেষ্মা উঠিতে থাকে, এই সময় রোগীর একটু শান্তি হয় ও নিদ্রা হয়, পীড়ার সময় বসিয়া রাত্রি কাটাইতে হয়।

চিকিৎসাদি সহকারী উপায়।—শীতলজলে স্নান সহ করান ভাল। হিম, বৃষ্টি, ঝাপ্টা বাতাস না লাগে,

যাহাতে সর্দ্দি না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। গরমজলের ভাবরা লওয়া, ফ্লানেল শেক, সর্ষপ তৈল মালিশ ইত্যাদি ভাল।

লোবিলিয়া ২x, ৩x। পাকস্থলীতে ভার, শরীর দুর্ব্বল, শ্বাস কষ্ট, রোগের প্রথমে দিলে আর রোগ বৃদ্ধি হয় না।

ইপিকাক ৩দ বা ৩।—বক্ষঃ চাপিয়া ধরা মত। গলার ভিতর সাঁই সাঁই করা; কাশিলে গয়ার উঠে না; বমনেচ্ছা, কষ্টকর কাশিতে কাশিতে বমন। আক্ষেপের সময়ে এই ঔষধ ১দ অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর দিবে।

একোনাইট ৬।—শ্বাস ক্লেশ, হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া মৃদু। কাশীর সহিত হাঁচি।

নক্সভমিকা ৩০।—পেট গরম হইয়া হাঁপানি; পেট কাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধতা, সর্দ্দি বসা।

আর্সেনিক ৬ বা ২০০।—পীড়া পুরাতন বা বৃদ্ধ ও দুর্ব্বল ব্যক্তির অন্যান্য লক্ষণ ইপিকাকের মত, শয়নে বা নড়িলে হাঁচি।

সলফর ৩০।—সহসা চর্ম্মরোগ বসিয়া পীড়া এবং অন্যান্য ঔষধে কার্য্য না হইলে। এতদ্ব্যতীত, এন্টিটার্ট, লোবেলিয়া, পলসেটিলা, ব্যবহার্য্য। ব্লাটা ওরিয়েণ্টালিস্ আজকাল সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয়। ইহাও উত্তম ঔষধ।

হাম (হামজ্বর।)

এই রোগটি আমাদের দেশে সর্ব্বদা হইয়া থাকে। ইহা এক প্রকার ছোঁয়াচিয়া রোগ; বালক বালিকাদিগের ইহা অধিক হয়।

লক্ষণ। হাম শরীরে বাহির হইবার পূর্ব্বে রোগীর অবস্থা দেখিলে বুঝা যায়। প্রথমে অত্যন্ত সর্দ্দি, মুখ চোক লাল, হাঁচ, চক্ষু দিয়া জলপড়া, মাথা ব্যথা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। তার পর গায়ে মশা কামড়ান দাগের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রণ বাহির হয়। হাম বসিয়া যাইয়া নানা উপসর্গ উপস্থিত হইতে পারে। হাম সারিবার সময় খুব সাবধানে রাখিতে হয়, কেন না ইহা সারিয়া যাইলে কাশি, পেটের অসুখ প্রায় অধিক দিন ধরিয়া থাকে।

চিকিৎসা।—প্রথম অবস্থায় একোনাইট ৩, ৬ ডাঃ প্রত্যহ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক মাত্রা দেওয়া বিধেয়। তৎপরে মাথা ব্যথা, প্রবল জ্বর, সর্ব্বাঙ্গ লাল দেখাইলে ও কাশিবার সময় গলায় বেদনা থাকিলে বেলেডোনা (৩ ডাঃ) ২।৩ মাত্রা ব্যবস্থা করিতে হয়। হাম বসিয়া গেলে ২।৩ মাত্রা ব্রাইওনিয়া (১২ ডাঃ) দিলে আবার হাম প্রকাশ পায়। পেটের অসুখ ও রাত্রে কাশির বৃদ্ধি, গলা ঘড় ঘড় করা, নাক দিয়া গাঢ় শ্লেষ্মা স্রাব ও রক্তস্রাব থাকিলে পলসেটিলা (৬ ডাঃ) ব্যবস্থা করা উচিত। কাশির জন্য ব্রাওনিয়া (৬ ডাঃ) বা ফস্‌ফরাস ৩০ ডাঃ মন্দ নয়। নাক দিয়া জল পড়িলে ইউফ্রেসিয়া ৬, পীড়া সারিয়া আসিলে ২।১ মাত্রা

সলফর (৩০ ডাঃ) দেওয়া বিধেয়। হাম অন্যরূপ চিকিৎসার দ্বারা বসিয়া যাইয়া যদি তড়কা বা আক্ষেপ উপস্থিত হয়, তবে কুপ্রম্ এসিটিকম্ উত্তম ঔষধ হাম সারিয়া যাই-লেও কাহার কাহার সর্বাঙ্গ চুলকাইতে থাকে, ইহাতে এপিস ৩ ক্রম ভাল। রোগীর কোন রূপে ঠাণ্ডা না লাগে। ৩ দিন পরে হাম মিশাইতে আরম্ভ করিলে গরম জলে গা মুছাইয়া দিবে। হাম না মিশাইলে গাত্রে তৈল দেওয়া নিষেধ।

ক্ষত।

নানা কারণে ক্ষত প্রকাশিত হয়। কাটিয়া গিয়া পুড়িয়া গিয়া, ফোঁড়া হইয়া, আঘাত লাগিয়া ক্ষত হয়।

ক্ষত বা কাটা ঘা।—প্রথমে রক্ত পড়া বন্ধ করিবে। সামান্য ক্ষতে বরফ বা শীতল জলের পটী; ধমনী ছিন্ন হইলে ধমনী মুখ বান্ধিয়া বা সেলাই করিয়া দিতে হয়। ক্ষত স্থানে ক্যালেণ্ডুলা লোশন (১ ভাগ ঔষধ ৫।১০ ভাগ জল)। ক্ষত জন্য জ্বর বা বেদনা হইলে একোনাইট বা আর্ণিকা ৬ খাইতে দিবে।

ক্ষত হইতে সহজে রক্ত পড়িলে—একোন ৬, আর্ণিকা ৬, চায়না ৬, ফস্‌ফরাস্ ৬।

ক্ষত হইতে অধিক পুঁজ পড়িলে,—চায়না ৬, সাই-লিসিয়া ৬, সলফর ৬।

ক্ষত পচিতে থাকিলে—আর্সেনিক ৬, ল্যাকেসিস ৬, কার্ব্বোভেজ ৬ ইত্যাদি।

ছেঁচাক্ষত।—আর্ণিকা লোশন, কালশিরা পড়া স্থানে সাবধানে দিতে হয়। বেশী দিলে লাল হইয়া উঠে। অস্থিতে আঘাত লাগিলে রুটা লোশন।

দাহ বা পোড়া ক্ষত।—ক্ষত স্থান তুলা বা ময়দা গুড় দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিবে। বাটাইল যোগ বা ক্যারন অয়েল ও চূণের জল ফেনাইয়া দিবে।

আর্টিকা ইউরেন্স বা ক্যান্থারিস লোশন (১ ভাগ ঔষধ ও ৫ ১০ ভাগ জল) বাহ্য প্রয়োগ করিবে।

পুড়িবামাত্র টার্পিন তৈল বা সুরা সার (এলকোহল) দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বলন নিবারিত হয়।

জ্বর হইলে একোনাইট, পচন উপক্রমে আর্সেনিক।

সাধারণ ক্ষতের চিকিৎসা।

সাইলিশিয়া ৩০।—পুরাতন নালী ক্ষত, জলবৎ পূঁজ; সারিতে বিলম্ব।

আর্সেনিক ৩০।—ক্ষতে অত্যন্ত বেদনা ও জ্বলন; সহজে রক্তস্রাব। পাতলা পূঁজ, পচার ভাব।

হিপার সলফর বা নাইট্রিক এসিড ৩০।—পারা দোষ, ধাতুবিকৃতি ইত্যাদির জন্য ক্ষত।

মার্কু-সল ৬দ।—উপদংশ জনিত ক্ষত; গ্রন্থি ক্ষত ইত্যাদি।

গলগণ্ড রোগ।

কণ্ঠের সম্মুখস্থিত থাইরয়ডি গ্রন্থির স্ফীতি হইয়া এই প্রকার আকার দেখায়। জল বায়ুর দোষে এক এক দেশে ইহা বেশী; মুর্শিদাবাদ, রঙ্গপুর প্রভৃতি স্থানে ইহা সচরা-চর হইয়া থাকে।

এই পীড়ায় যাহারা ক্লেশ পাইতেছেন, তাহাদের পক্ষে, নিম্নলিখিত দ্রব্য সেবন নিষেধ। নেবু, তরমুজ, লাউ, কুমড়া, দুইবেলা ভাত, শশা, ফুটী, কাকুড় ইত্যাদি। ভাত না খাইলে ভাল হয়। রুটী, ভাজাভুজি ব্যবহারে শীঘ্র ফল পাওয়া যায়।

চিকিৎসা।

স্পঞ্জিয়া। (৩ ক্রম।)—প্রায়ই ইহা বিশেষ ফল-প্রদ হয়। প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যায় দুইবার করিয়া ৬ দিন খাইয়া এক সপ্তাহকাল বন্ধ দিবে। আবার ঐরূপ খাইয়া বন্ধ দিবে।

থুজা ৩০শ।—যদ্যপি শিরাসকল অত্যন্ত স্ফীত, পূর্ণ এবং বেদনাযুক্ত হয়। আঁচিল থাকিলে বেশ খাটে।

আওডিয়ম্ ৬ষ্ঠ—স্পঞ্জিয়ায় কোন ফল না দর্শিলে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ। গলগণ্ড অত্যন্ত কঠিন ও দুরারোগ্য, এবং কোন বিশেষ লক্ষণ না থাকিলে ইহা প্রযুজ্য। মার্কু-রিয়স আয়োড ৬ষ্ঠ অত্যন্ত দীর্ঘকাল স্থায়ী গলগণ্ড এবং যখন ঔষধ ব্যবহার সত্বেও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সেবনের

নিয়ম স্পঞ্জিয়ার ন্যায়। আওডিন φ বাহ্য প্রয়োগে উপকার হয়।

ক্যালকেরিয়া ৩।—উত্তম ঔষধ। যাহাদের সর্ব্বদা সর্দ্দি লাগে; গণ্ডমালা ধাতু, স্ত্রীলোকদিগের পীড়া। স্থূলকায় ব্যক্তিগণের পক্ষে ভাল।

বধিরতা (কাণে কম শুনা।)

কর্ণপ্রদাহ, ঠাণ্ডালাগা, গ্রন্থি ফুলা, বেশী কঠিন পীড়ার পর, হাম বসন্ত রোগের পরিণাম, অতিরিক্ত কুইনাইন খাওয়া প্রভৃতি নানাকারণে ইহা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

তরুণ জ্বরের পর কিম্বা হামের পর—পলসেটিলা ৬। ফস্ফরস ৩০ বিকারের পর; সাইলিসিয়া ৩০ মস্তিষ্কের পীড়ার পর। মস্তকে আঘাত বশতঃ হইলে, আর্ণিকা ৩০ ব্যবস্থা করিতে হয়।

ক্যালকেরিয়া ৩০।—বধিরতা, কর্ণ মধ্যে গুণ গুণ, গোঁ গোঁ, সঙ্গীত শব্দবৎ নানাবিধ শব্দ, কাণ দিয়া পূঁজ পড়ে, কুইনাইন খাইয়া জ্বর বন্ধ করিলে ইহার দ্বারা বেশ কাজ হয়।

গ্রাফাইটিস্ ৩০।—কর্ণমধ্যে শুষ্কতা সহ বধিরতা, নিজের কথা বা পদশব্দ কর্ণ মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়, গাড়িতে চড়িলে বধিরত্ব কতক হ্রাস হয়; কর্ণের পৃষ্ঠে ক্ষত।

পিট্রোলিয়াম ৬—বৃদ্ধদিগের বধিরতা। ফস্ফরস ৩০—বধিরতার একটি প্রধান ঔষধ। কাণে তালা ধরিয়া থাকিলে মার্কুরিয়াস্ বা পলসেটিলা ৩০।

আজ কাল, সুসলার সাহেব আবিষ্কৃত ম্যাগ্নেশিয়া ফস ৬X এবং সাইলিসিয়া ৬X পর্য্যায়ক্রমে সেবনে অনেকের বধিরতা রোগ সারিতেছে। ১ গ্রেণ মাত্রা, সপ্তাহে চারিদিন সেব্য।

কাণে সরিসার তৈল দিয়া ভিজাইয়া রাখা ভাল। স্নানের জন্য তিল তৈল ব্যবহেয়।

শোথ।

শরীরের যে কোন স্থানে রস জমার নাম শোথ। পুরাতন উদরাময় আমাশয় ও ম্যালেরিয়া জ্বরের পরিণাম, প্লীহাযকৃতের পীড়া প্রভৃতি কারণে এবং মূত্রযন্ত্র, হৃদপিণ্ড প্রভৃতি পীড়ায় ইহা প্রকাশ পায়।

চিকিৎসা।

আর্সেনিক ১২—মুখমণ্ডল হস্তপদ প্রভৃতি স্থানের শোথ; হৃৎপিণ্ডের পীড়াবশতঃ শোথ; প্লীহা যকৃতের বৃদ্ধি বশতঃ শোথে উপকারী। দুর্ব্বলতা শরীর ক্ষয়, পিপাসা; হস্তপদ শীতল, নাড়ী দুর্ব্বল, বুকে ভার বোধ, বৈকালে বা শেষ রাত্রিতে জ্বর, পিপাসা, পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে পান ইত্যাদি।

ডিজিটেলিস্—৬ষ্ঠ।—অনেক প্রকার অসাধ্য শোথে ইহা দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। নাড়ী দুর্ব্বল, মুখমণ্ডল রক্তহীন, শ্বাসক্লেশ ও হৃদপিণ্ডের পীড়া জন্য শোথে ইহার দ্বারা ফল পাওয়া যায়।

এপোসাইনম ১x।—হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা বশতঃ বক্ষঃস্থল হইতে উদর পর্য্যন্ত শোথ হইলে। শ্বাসকষ্ট।

এপিস ৬ষ্ঠ ক্রম।—মূত্রগ্রন্থির উপর ইহার ক্রিয়া অধিক, তজ্জন্য যে শোথে প্রস্রাব রোধ বা অল্প প্রস্রাব প্রভৃতি মূত্রগ্রন্থি সম্বন্ধীয় লক্ষণ প্রকাশ থাকে তাহাতে বিশেষ উপকারী। সামান্য শোথ বা পা ফুলায় ইহা প্রয়োগ করা যায়।

চায়না ১২শ—রক্তস্রাব, উদরাময় প্রভৃতি শরীর ক্ষয়-কারী কারণ বশতঃ শোথে ইহা ব্যবহার্য্য।

সলফর ৩০শ—হাম বসন্ত প্রভৃতি উদ্ভেদ সংযুক্ত পীড়ায় স্ফোট বসিয়া গিয়া শোথ দেখা দিলে বেশ কাজ হয়।

হেলিবোরাস ১২, ৩০। মস্তকের শোথে।

সর্দ্দিগর্ম্মি।

প্রখর রৌদ্রের তাপে বা অগ্নির নিকট বেশী ক্ষণ থাকিলে বা হঠাৎ পরিশ্রমান্তে ঠাণ্ডা করিলে এই রোগ হইতে পারে। ইহার লক্ষণ প্রথমে তৃষ্ণা পরে মাথা ঘোরা, চক্ষুলাল, মূর্চ্ছাভাব, আক্ষেপ, শরীর অবসন্ন, হইয়া পড়া ইত্যাদি।

চিকিৎসা।

রোগীকে শীতল স্থানে আনিবে; যদি খেঁচুনি না থাকে তবে গাত্রবস্ত্র সমস্ত খুলিয়া ফেলিয়া, মস্তকে পৃষ্ঠে, বুকে এবং সর্ব্বশরীরে শীতল জল ঢালিতে হইবে। কর্পূর নাসিকার নিকট ধরিয়া ঘ্রাণ লইতে দিবে কিম্বা রোগী খাইতে পারিলে দুই এক ফোঁটা চিনির সহিত খাইতে দিবে। বিপদাশঙ্কা উত্তীর্ণ হইলে কর্পূরের পরিবর্ত্তে ১০।১৫ মিনিট অন্তর একমাত্রা একোনাইট প্রয়োগ করিবে। খেঁচুনি থাকিলে, যতক্ষণ না রোগীর শরীর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ তাহাকে ঈষৎ উষ্ণ জলে বসাইয়া ঐ জলে ক্রমাগত শীতল জল মিশাইবে।

গ্লোনইন ৬।—অচেতন, মূর্চ্ছা, বোধ হয় যেন সমস্ত রক্ত মস্তকে উঠিয়াছে এবং মস্তক বিদীর্ণ হইবে। মাথা ঘোরে, মস্তক অবনত করিলে বা নাড়িলে বৃদ্ধি হয়।

বেলেডনা (৬ বা ৩০শ), অত্যন্ত মাথা ধরা, মস্তকে রক্তাধিক্য, হঠাৎ মূর্চ্ছা হইয়া পতন, মুখ লালবর্ণ; প্রলাপ বকা; শ্বাসকষ্ট।

ভিরেট্রম ভিরাইড।—কাণ ভোঁ ভোঁ করা, জিহ্বা হরিদ্রাবর্ণ, বমন, বুকে রক্তাধিক্য, দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস, সমগ্র শরীর শীতল; মুখ, হস্ত পদে শীতল ঘর্ম্ম।

অত্যধিক পরিশ্রমে বা আঘাত জন্য পীড়ায় আর্ণিকার দ্বারা ফল পাওয়া যায়। জ্বরের মত গাত্রতাপ, পিপাসা প্রভৃতি বিদ্যমানে একোনাইট প্রয়োজ্য।

ঠুনকো (স্তনের প্রদাহ।)

ঠাণ্ডা লাগিয়া, দুগ্ধ জমিয়া, আহারের অত্যাচার, আঘাত লাগিলে স্তন স্ফীত, প্রদাহিত ও বেদনাযুক্ত হয়। কখন কখন অত্যন্ত লাল হইয়া উঠে, পাকে এবং নালি ক্ষত হইয়া বড় ক্লেশ দিয়া থাকে। রুগ্ন বামাগণের এই পীড়া বেশী হয়।

চিকিৎসা।

বেলেডনা ৬। স্তন অত্যন্ত ফুলিয়া যায় লাল বর্ণ ও অত্যন্ত প্রদাহ।

ব্রাইওনিয়া ৬।—অত্যন্ত অধিক দুধ জমা, স্তন শক্ত, ভারি, বেদনাযুক্ত। স্তন লালবর্ণ ও চিক্‌চিকে দেখাইলে ইহার সহিত বেলেডনা এবং জ্বর থাকিলে একোনাইট পর্য্যায়ক্রমে দেওয়া যায়।

মাকুরিয়স সল ৬—যদি ফুলা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়, পূঁজ হওয়া কোন মতেই নিবারিত হইল না অথবা পূঁজ হইয়াছে বোধ হয় তবে এই ঔষধ দিবে।

হিপার ৩x—যখন নিশ্চয়ই পাকিবে বুঝিবে তখন এই ঔষধ দিবে। পুল্টিস প্রয়োগ করিবে।

সাইলিসিয়া—নালী ঘা, পূঁজ পাতলা জলবৎ কিম্বা ঘন দুর্গন্ধ। ৬ষ্ঠ চূর্ণ ভাল।

ফাইটোলেক্কা ৩x—এই অবস্থায় একটী ভাল ঔষধ।

হৃদ্‌কম্প (বুকের ভিতর ধড় ফড় করা)।

স্নায়বিক দুর্ব্বলতা, মানসিক চিন্তা, হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়া, অধিক চা পান, বা ধূমপান, বামাগণের ঋতুবন্ধ প্রভৃতি কারণে এই রোগ হয়।

চিকিৎসা।

চায়না ১ম—দুর্ব্বলতা বশতঃ। রস, রক্ত ক্ষয় জন্য বা দেহের ক্ষয়কারী উপসর্গ হইতে উৎপন্ন হইলে এবং মুখ রক্তবর্ণ ও হাত শীতল হইলে বিশেষ উপকারী।

ফস্ফরস ৬ষ্ঠ—বুক চাপিয়া ধরার ন্যায় বোধ এবং তৎসঙ্গে শ্বাসকষ্ট ও দুর্ব্বলতা, আহারের পর মানসিক আবেগে বৃদ্ধি। লম্বা মানুষের পক্ষে ইহা বেশ খাটে।

ডিজিটেলিস ৩।—হৃদকম্পের প্রধান ঔষধ।

অস্থিভঙ্গ।

সহসা পড়িয়া গিয়া বা আঘাত লাগিয়া হাড় ভাঙ্গিয়া গেলে, বড় যাতনা হয়; যে অঙ্গের হাড় ভাঙ্গে হাত পা হইলে তাহা ছোট দেখায়, হাত ধরিয়া নাড়াইলে ভিতরে এক প্রকার কির কির শব্দ শুনা যায়।

ইহার চিকিৎসা এই যে ভগ্নস্থান দুইটি পরস্পর একত্র করিয়া দুই পার্শ্বে কাষ্ঠফলক (Splint) ও তুলা দিয়া বাঁধিয়া দিতে হয়। প্রথমে বেদনা নিবারণ জন্য আর্ণিকা লোসন দিবে। খাইতেও আর্ণিকা ৩ ডাঃ দিতে হয়। সিম্ফাইটম বাহ্যপ্রয়োগও উহার ভাল ঔষধ।

প্রদাহজন্য জ্বর হইলে একোনাইট, মস্তিষ্ক বিকৃতি দেখিলে বেলেডনা ব্যবস্থেয়। সিম্ফাইটম দিয়াও অস্থি জোড়া লাগিতে বিলম্ব হইলে ক্যাল্‌কেরিয়া বা সাইলিসিয়া ধাতু বিশেষে দিতে হয়।

মচকান।

অসাবধানে পা পড়া, কোনও ভারি দ্রব্য তোলা বা আঘাত লাগার জন্য দেহের কোনও স্থানে মচকাইয়া যাইতে পারে। ইহাতে যতক্ষণ বেদনা বা ফুলা না যায়, ততক্ষণ শীতল জলে ঐস্থান ডুবাইয়া রাখিবে। পরে আর্ণিকা-লোশন ২ ঘণ্টার জন্য ব্যবস্থেয়।

জ্বর হইলে একোনাইট, পেশীতে বেশী আঘাত লাগিলে রসটক্স। অস্থিতে আঘাত লাগিলে রুটা ব্যবস্থেয়। রোগ পুরাতন হইলে, ব্রায়োনিয়া, আয়োডিন লক্ষণানুসারে প্রযুজ্য হইয়া থাকে।

মস্তিষ্কে আঘাত।

উচ্চস্থান হইতে পতন, বা শানের মেজে সজোরে পড়িয়া যাওয়া, মস্তকে চৌকাট লাগা, বা ইট পাঠকেল, নারিকেল বা তাল পড়া প্রভৃতি কারণে মস্তকে গুরুতর লাগিয়া, উহা মস্তিষ্ক পর্য্যন্ত আক্রান্ত হইতে পারে ও উহার ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইয়া থাকে। এই আঘাতের মাত্রা অনুসারে এবং রোগীর বয়স ধাতু প্রভৃতির উপরে ইহার বিপদ নির্ভর করে, বেশী লাগিলে প্রাণ সংশয় হইতে দেখা গিয়াছে।

চিকিৎসা।

এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে, রোগীকে স্থিরভাবে রাখা, নড়িতে চড়িতে না দেওয়া, শব্দ, আলোক, লোকের ভিড়, বেশী না বকান প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। মস্তকে শীতল জল, মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া দিয়া বরফের থলিয়া (আইস্ ব্যাগ) করিয়া বরফ দেওয়া উচিত।

২৪।৪৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত আর্ণিকা লোশনের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। পরে জ্বর দেখা গেলে একোনাইট বা বেশী চক্ষু লাল, প্রলাপ দেখা গেলে বেলেডনা। প্রলাপাদি সহ আক্ষেপের লক্ষণ দেখা দিলে হায়সায়েমস। অজ্ঞানাবস্থায়, ঘড়ঘড় শব্দ নিশ্বাস, তন্দ্রালক্ষণে ওপিয়ম ব্যবস্থেয়।

দুধ, দুধসাগু পথ্য দিবে পিচকারী কিম্বা ক্যাথিটার দিয়া প্রস্রাব করাইবে।

বিউবণিক প্লেগ।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ইহার উৎপত্তি স্থান বলিয়া শুনা যায়। ১৮৭৮ ও ১৮৭৯ সালে রুষ রাজ্যে ইহার প্রাদুর্ভাব হয়। কিন্তু উপস্থিত প্লেগ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে হং কং হইতে আসিয়াছে। এই পীড়া সংক্রামক, স্পর্শ বা নিশ্বাস দ্বারা এই বিশ শরীরে প্রবেশ করিয়া ৫।৭ ঘণ্টা বা ৫।৭ দিন পরে হটাৎ সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়, প্রথমে ভয়ানক শীত ও কম্প দিয়া জ্বর আরম্ভ হয়, উত্তাপ ১০৭ ডিক্রি পর্য্যন্ত উঠে। এবং গাত্র বেদনা, বমন অত্যন্ত ঘর্ম্ম ও অচৈতন্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহার ২।৩ দিন পরে বগল, কুচকি, গলা ফুলিয়া উঠে এবং লাল হয়। কখন বা রক্ত বমন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। পাকাশয় আক্রান্ত হইলে ভেদ ও বমন হয়, ফুসফুস আক্রান্ত হইলে কাশি, বক্ষঃ বেদনা, ও শ্বাসকষ্ট হয়। আক্রান্ত স্থান ৪।৫ দিনের মধ্যে পাকিয়া যাইলে ও জ্বর না হইলে শুভ লক্ষণ।

প্রথম অবস্থা। মানসিক ও শারীরিক দৌর্ব্বল্য, চক্ষু মুদ্রিত করা, বাক্য নিঃসরণে কষ্ট, মাতালের ন্যায় মাথা ঘোরা, কিন্তু জ্বরশূন্যতা।

দ্বিতীয় অবস্থা। প্রবল জ্বর কম্প, নিশ্বাস ত্যাগে কষ্ট, অজ্ঞান অবস্থা, ভুল বকা, চক্ষু ঘোর লালবর্ণ, এবং সম্পূর্ণ সান্নিপাতিক অবস্থা প্রকাশ পায়।

তৃতীয় অবস্থা। নাড়ী ক্ষীণ, অনিয়মিত বা বসিয়া যাওয়া। অনেকানেক ডাক্তার বলেন যে এই অবস্থায় বিউবো দেখা দেয়। কিন্তু আমরা সচরাচর দেখিতে পাই যে রোগীর বিউবো প্রথমেই দেখা দেয় (অর্থাৎ গাল, গলা বা কুঁচকী ফোলে)। কাহারও কাহারও বা প্রথম অবস্থায় জ্বর হইয়া বিউবো দেখা দেয়।

চিকিৎসা।

ইগ্নেসিয়া ১× —প্রবল জ্বর, পিপাসা, অজ্ঞানতা, কুঁচকী ইত্যাদি ফোলা। গাত্রতাপের আধিক্য, যন্ত্রণাকর দাহ, চক্ষু লালবর্ণ ও অসহ্য মাথা ধরা থাকিলে বেলেডনা ১× সহিত পর্য্যায়ক্রমে ব্যবস্থেয়।

মার্কুরিয়াস আয়ড ৩× বিচূর্ণ—গাল, গলা ফুলা, মাথা ধরা, বেদনা, চক্ষুর শ্বেতাংশে ঈষৎ লাল বা পীত আভা। জ্বর সহ মত্ততা গলা বেদনা, গিলিতে কষ্ট. গলা টিপিলে বেদনা বোধ হয়।

লোমাইন ৩। এই রোগের সকল অবস্থায় ব্যবহার্য্য।

বেডিয়াগা ১× —উপরিউক্ত ঔষধ সেবনকালে এই ঔষধের মূল আরক ১০ ফোঁটা ও গ্লিসিরিণ একড্রাম একত্রে মিশ্রিত করিয়া ফুলা স্থানে লেপন বিধি।

ক্রোটেলাস ৩× । মোহ, নাড়ী বসে যাওয়া, পিত্ত বমন জিব ফুলা, দুই ধারে কুঁচকী উঠা, অত্যন্ত পিপাসা, পিত্ত বমন, গলাধঃকরণে কষ্ট মাতালের ন্যায় চক্ষু, শরীর ও ওষ্ঠ নীলবর্ণ বিশিষ্ট, জ্ঞান শূন্যতা এবং সর্পাঘাতের ন্যায় অবস্থা।

ন্যাজা ৩য়। অত্যন্ত অস্থিরতা, অজ্ঞান অবস্থা শ্বাস-কষ্ট, নাড়ী বিলুপ্ত, শরীর নীলবর্ণ, রক্তস্রাব।

ইগ্নেশিয়া ফলের চূর্ণ ১ গ্রেণ পরিমাণে সেবন করিলে ঘর্ম্ম হইয়া জ্বর বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। তিন চারি বার সেবনীয়।

সহকারী উপায়।

ইগ্নেশিয়ার ফল ছিদ্র করিয়া শুতা দিয়া ডান হস্তে বাঁধিলে ও বাম হস্তে আর্সেনিক এম্লেট বন্ধন করিলে এই রোগ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

আকস্মিক দুর্ঘটনা

জলেডুবা।—জলে ডুবিয়া মরার মত হইয়া থাকিলে, তাহাকে জল হইতে উঠাইয়া তখনই তাহার মুখটি নীচের দিকে ঝুলাইয়া উপুড় করিয়া আপন জানুর উপর শোয়াইবে। তাহা হইলে তাহার পেট ও ফুসফুসের ভিতরকার সমস্ত জল মুখ দিয়া বাহির হইয়া যাইবে। তার পর রোগীকে কোলে থেকে নামাইয়া তাহার একটি হাতের উপর তাহার মাথাটি রাখিয়া উপুড় করিয়া শোয়াইবে। তার পর একটি হাত রোগীর পেটে আর একটি হাত রোগীর পিঠে রাখিয়া আস্তে আস্তে চাপিতে থাকিবে। এই রকম ক্রমাগত অনেক-ক্ষণ ধরিয়া করিতে থাকিলে রোগীর নিশ্বাস বহিতে আরম্ভ হইতে পারে। কিন্তু সাবধান, এইরূপ কৃত্রিম নিশ্বাস বহি-বার চেষ্টা যেন মিনিটে ১৬ বারের বেশী না হয়। আর এই

সঙ্গে যেন এক জন হাত দিয়া খুব তাড়াতাড়ি রোগীর গা ঘসিতে থাকে। এই সব উপায়ের সঙ্গে এক মাত্রা ল্যাকিসিস্, কিম্বা (বুকের ভিতর ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হইলে) টার্টার এমেটিক দিবে।

গলায় দড়ি দিয়া মরার মত হইলে রোগীর গায়ের সমস্ত কাপড় আলগা করিয়া দিয়া, আগে যে রকম বলিয়াছি, সেই উপায়ে কৃত্রিম নিশ্বাস বহিবার চেষ্টা করিবে।

বিষ ভক্ষণ। (আফিং ইত্যাদি।)

আফিং বা বিষ খাইলে, প্রথমেই উহা উঠাইবার জন্য রোগীকে গরম জল যথেষ্ট পান করাইয়া, তাহার টাকরার ভিতর পালকের সুড়্সুড়ি দিয়া কিম্বা তাহার জিহ্বার উপর লবণ, নস্য, সরিষার গুঁড়া প্রভৃতি লাগাইয়া বমন করাইবার চেষ্টা করিবে। এ সকলে বমন না হইলে ২০ গ্রেণ সল্ফেট অব্ জিঙ্ক জলের সঙ্গে খাইতে দিবে। তাহাতেও বমি না হইলে Stomach পম্প ব্যবহার করা আবশ্যক। বমির পর সেই বিষের দোষনাশক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে। কোন প্রকার অম্ল দ্বারা বিষাক্ত হইলে সোডা, ম্যাগ্নেসিয়া, চা খড়ি প্রভৃতি ক্ষার পদার্থ (শুধু কিম্বা জলের সঙ্গে মিশাইয়া) খাইতে দিবে, আর বার্লি ভাতের মণ্ড প্রভৃতি পথ্য দিবে। সোডা, সাজিমাটি, এমোনিয়া প্রভৃতি ক্ষার পদার্থ দ্বারা বিষাক্ত হইলে ভিনিগার (সির্কা) বা লেবুর রস জলের সঙ্গে মিশাইয়া, লেম-

মেড, দধি প্রভৃতি খাইতে দিবে। শেঁকো বা হরিতাল খাইয়া বিষাক্ত হইলে চিনির সরবতের সঙ্গে লোহার মরিচার গুঁড়া মিশাইয়া, ডিম্বের ভিতরের সাদা হড়্‌হড়ে জিনিষ, সাবানের জল প্রভৃতি খাইতে দিবে। আর প্রবল যাতনা কমিয়া গেলে, ইপিকাক, (রাত্রিকালে রোগীর অসুখ বেশী হইলে) চায়না দিবে।

বিষাক্ত বাষ্পগ্রহণে মরার মত চেহারা হইলে।

রোগীকে পরিষ্কৃত বায়ুতে রাখিয়া দিবে। এবং জলে ডুবার মত কৃত্রিম উপায়ে নিশ্বাস বহিবার চেষ্টা করিবে। তা'ছাড়া মস্তিষ্কে রক্ত উঠা জন্য অজ্ঞান হইলে ও মুখ চোক লাল দেখাইলে বেলেডনা, মুখ বেগুনে বর্ণ, তন্দ্রা, নাক ডাকা, বমি প্রভৃতির পক্ষে 'ওপিয়ম্' দিবে।

অনাহারে মৃতপ্রায় হইলে খুব সাবধানে ৪।৫ মিনিট অন্তর ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দুধ, ব্রথ প্রভৃতি লঘুপাক ও পুষ্টিকর পথ্য দিবে। তারপর ক্রমশঃ সুবিধা হইলে পথ্য দিবে।

বিষাক্ত জন্তু কামড়ান।

মৌমাছি, বোল্‌তা প্রভৃতি কামড়াইলে আগে একখানি ধারাল ছুরি দিয়া ঘা'মুখ থেকে হুলটি বাহির করিয়া তারপর আর্ণিকা-লোশন কিম্বা লাইকার এমোনিয়া, কিম্বা একটু তুলসী পত্রের রস কিম্বা চিনি কিম্বা এক টুকরা কর্পূর কিম্বা একটু পিঁয়াজ কাটিয়া লাগাইবে; মসা ডাঁস প্রভৃতি কামড়াইলে সেই স্থানে লেবুর রস লাগাইবে। বিছা কামড়াইলে ঘা'মুখ থেকে হুলটি বাহির করিয়া সেই স্থানে টাট্‌কা গোবর কিম্বা কাঁটানটের শিকড় ও মরিচ একত্রে বাটিয়া কিম্বা 'ইপিকাক' লাগাইতে পার, কিন্তু একটি খড়িকায় 'কার্ব্বলিক-এসিড্, লইয়া লাগাইলে তখনই সমস্ত যন্ত্রণা কমিতে অনেকবার দেখিয়াছি।

আজকাল ঘা মুখে একটু কোকেন জলে মিশ্রিত করিয়া ছুঁচ দিয়া বা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ দিয়া দেওয়া হয়, ইহাতে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। নাগপুরের বিচ্চু নামক বিছার কামড় এইরূপে আরোগ্য করা হইয়াছে।

অন্ত্র প্রদাহ।

ক্ষুদ্র অন্ত্র প্রদাহ যুক্ত হইলে তাহাকে অন্ত্র প্রদাহ বলে। সচরাচর ৬ মাস হইতে ৮ মাসের শিশুদিগের এই পীড়া হইয়া থাকে। প্রথমে কম্প দিয়া জ্বর আসিয়া পীড়া আরম্ভ হয়। পিপাসা, নাড়ী দ্রুত বমন বা বমনেচ্ছা,

কোষ্ঠবদ্ধ অরুচি পেট ফাঁপা এবং কখন কখন উদরাময় হইয়া থাকে। নাভীর চারিদিকে বেদনা এবং চাপ দিলে এই বেদনার বৃদ্ধি হয় ক্রমে ঐ বেদনা এত বৃদ্ধি হয় যে রোগী চিত হইয়া শয়ন করিয়া পা দুটী হাঁটুর উপর উটাইয়া রাখিতে বাধ্য হয়।

চিকিৎসা।

একোনাইট ৬। জ্বর সহ বেদনা, পিপাসা ও অস্থিরতা। আর্সেনিক ৩০, জ্বালাযুক্ত তীব্র বেদনা, অত্যন্ত পিপাসা, কিন্তু অল্প জল পানে পিপাসার শান্তি। বেলে-ডোনা ৬। জ্বর সহ তীব্র মাথা বেদনা ও পাতলা মল লক্ষণে ব্যবহার্য্য। কলোসিন্থ ৬, নাভির চারি দিকে ভয়ানক বেদনা, কুন্থন সহ আম মিশ্রিত মল এবং পেট ঢাকের মত ফাঁপিয়া থাকে সমস্ত পেটে বেদনা। বমনেচ্ছা। মার্কুরিয়স কর ৬। অত্যন্ত পেট বেদনা সহ আমরক্ত মিশ্রিত মল ঘন ঘন মলত্যাগ।

লাইকোপোডিয়ম ১২। উদরে বায়ু সঞ্চয় বশতঃ স্ফীততা। ভিরেট্রম এল্বম ৬। ভেদ বমন সহ অন্ত্র প্রদাহ।

সহকারী চিকিৎসা।

উদরে গরম জলের সেক দিবে।

পথ্য—সাগু, বার্লি, এরারুট, ও সোডাওয়াটার মিশ্রিত দুগ্ধ।

পাকাশয় প্রদাহ।

এই রোগে পাকস্থলীতে জ্বালাকর বেদনা চাপ দিলে বেদনা বৃদ্ধি পায়, পাকাশয় পূর্ণ বোধ হয়, অতিশয় পিপাসা, মুখ বিস্বাদ, ভুক্তদ্রব্য বমন, শ্বাসকষ্ট, জিহ্বা শাদা লেপাবৃত, স্বরভঙ্গ, দুর্ব্বলতা ও অবসন্নতা লক্ষণ প্রকাশ পায়। রোগ পুরাতন হইলে পাকাশয়ে জ্বালা, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠবদ্ধ, জিহ্বার মধ্য ভাগ শাদা ময়লাযুক্ত কিন্তু কিনারা লালবর্ণ, হাত পা জ্বালা মূত্র লালবর্ণ ও পরিমাণে অল্প। প্লীহা, যকৃৎ বা মূত্রযন্ত্রের পীড়া অতিরিক্ত আহার, ক্ষুধামান্দ্য বা বিষাক্ত দ্রব্য উদরস্থ হইলে এই পীড়া হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

একোনাইট ৩। জ্বর সহ পাকাশয়ের তরুন প্রদাহ ঠাণ্ডা লাগিয়া পীড়া হইলে বিশেষ উপযোগী।

এণ্টিম ক্রুড ৬। শ্বেতবর্ণ জিহ্বা, বমন বা বমনেচ্ছা, অরুচি, ভুক্তদ্রব্যের আস্বাদ যুক্ত উদ্গার উঠিলে।

আর্সেনিক ৬, ৩০। নূতন ও পুরাতন পাকাশয় প্রদাহ, অত্যন্ত পিপাসা, (ঠাণ্ডা জল পানের ইচ্ছা) জ্বালা, নাড়ী দ্রুত ও যন্ত্রনায় অস্থির হইলে।

পলসেটিলা ৬। ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি আহার করিয়া হইলে মুখ বিস্বাদ, পাকাশয়ে চাপ দিলে বেদনার বৃদ্ধি। পুরাতন পাকাশয়ের প্রদাহে নিম্ন লিখিত ঔষধ গুলি

বিশেষ উপযোগী। আর্সেনিক ৩০, কালিবাইক্রম ১২, ট্রিয়োজোট ৬, হাইড্রাষ্টিস ৬।

সহকারী চিকিৎসা—তরুণ অবস্থায় বরফ চুসিতে দিলে বিশেষ উপকার হয় পাকাশয়ে গরম জলের শেক দেওয়া উচিত।

পাকাশয়ে বেদনা।

আহারের পর পাকাশয়ে ছিন্নকর ও চর্ব্বনবৎ বেদনা, খাদ্যদ্রব্য উদরস্থ হইবার পর বেদনার বৃদ্ধি, অম্ল বা তিক্ত উদ্গার, কিন্তু বমন হইয়া গেলে বেদনা থাকে না।

চিকিৎসা।

বিসমথ ৬। আহারের পর অল্প অল্প বেদনা চাপ দিলে বেদনার বৃদ্ধি, বমন।

আর্সেনিক ৩০। আহারান্তে বমন ও পাকাশয়ে বিদ্ধ ব্যাথা জ্বালাযুক্ত বেদনা, অস্থিরতা ও দুর্ব্বলতা।

নক্সভূমিকা ৬, ৩০। আহারের পরেই পেটের বেদনা, সামান্য কিছু আহার করিলেই বেদনা বোধ হয়, বদন বা বমনেচ্ছা, পেটফাঁপা কোষ্ঠবদ্ধ, মাথাধরা।

কলোসিন্থ ৬। পাকস্থলীতে খিলধরা বেদনা তিক্ত বমন ও পেটফাঁপা।

সহকারী উপায়—ফ্লানালের শেক বিশেষ উপকারী।

দুগ্ধ জ্বর।

প্রসব হইবার পর যে সময় মাতার স্তনে দুগ্ধ স্রাব হইতে থাকে সেই সময় জ্বর হইলে একোনাইট ৩, ব্রাইওনিয়া ৬, পলসেটিলা ৬, বেলেডোনা ৬। লক্ষণ অনুসারে ব্যবহার্য্য।

সূতিকা জ্বর।

প্রসবের ৩।৪ দিন পরে সূতিকাজ্বর হইয়া থাকে। শীত ও কম্প হইয়া এই জ্বর আরম্ভ হয়, প্রথমে সামান্য জ্বর হইয়া পরে ঐ জ্বর বৃদ্ধি হইয়া শীরঃপীড়া, পিপাসা, পেটবেদনা, এবং উত্তাপ ১০৬ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে। রোগীর ঘর্ম্ম হয় না। একপ্রকার বিষ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্ত দূষিত হইয়া কিম্বা প্রসবের পর ফুলের অংশ কিছু ভিতরে থাকিয়া পচিয়া যাওয়া এই রোগের মূল কারণ। ইহাতে স্তন দুগ্ধ বন্ধ হইয়া যায়, এবং ৭।৮ দিন মধ্যে মৃত্যু হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

একোনাইট ৩X। ৬। ভয়ানক জ্বর অত্যন্ত পিপাসা, অস্থিরতা নাড়ী দ্রুত, মুখমণ্ডল আরক্তিম, উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা ও ফুলিয়া উঠে।

বেলেডোনা ৬, ৩০। জ্বর অবস্থায় মস্তকে দপ দপ

বুক বেদনা, ভুল বকা উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, আরক্ত মুখমণ্ডল, চক্ষু লাল ও স্তনদুগ্ধ বন্ধ হইয়া যায়।

রসটক্স ৬। সান্নিপাতিক জ্বর, মৃদু প্রলাপ, বিড়বিড় করে বকে, অস্থিরতা, জরায়ুতে বেদনা, দুর্গন্ধযুক্ত পুরাতন স্রাব।

কলোসিন্থ ৬। উদরে কর্ত্তনবৎ বেদনা, এবং অত্যন্ত পেট ফাঁপিলে।

হাইওসায়েমস ৬। সান্নিপাতিক জ্বর সহ, মৃদু প্রলাপ, অসাড়ে মলমূত্র ত্যাগ, সম্পূর্ণ অচেতন ও পলাইতে চাহে।

লাকেসিস ৩০। কোন দূষিত পদার্থ শরীরে প্রবেশ করিয়া জ্বর, নিদ্রার পর লক্ষণ সকল বৃদ্ধি পায়।

সহকারী উপায়—রোগীর পেটে গরম ফ্লানালের সেক দিবে।

প্রসবের পর যদি ভাল রূপ সেবা না হয় তাহা হইলে শরীর দুর্ব্বল হইয়া ক্রমশঃ রক্ত হীন হইয়া পুরাতন জ্বর, উদরাময় ও শোথ হইলে ইহাকে পুরাতন সূতিকা জ্বর কহে।

চিকিৎসা।

আর্সেনিক ৩০, চায়না ৩০, ফেরম মেট ৩০, নেট্রম মিউর ৩০, পলসেটিলা ৩০, নক্সভূম ৩০। এই ঔষধ গুলি বিশেষ উপকারক।

পৃষ্ঠ ব্রণ।

ইহা এক প্রকার দূষিত ফোড়া; ঘাড়ে, পিঠে, কোমরে এই পীড়া হইয়া থাকে ফোড়াতে একটী বড় মুখ হয় কিন্তু পৃষ্ঠব্রণে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুখ হইয়া থাকে, ইহা দেখিতে কমলালেবু বা হংস ডিম্বের ন্যায়। ৬ ইঞ্চি হইতে ৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হইয়া থাকে, প্রথমে অল্প স্থান লাল হইয়া পরে বড় হইয়া ঈষৎ কাল আকার ধারণ করে, ফুলিয়া উঠে, ফোড়ার চেয়ে শক্ত হয়, পরে ঐ সকল মুখ হইতে পাতলা, জলীয় রস নির্গত হইতে থাকে এবং অত্যন্ত জ্বালা করে। ২।৩ সপ্তাহ পরে ভিতর অংশ পচিতে আরম্ভ করে, ইহাতে ভয়ানক জ্বর, মাথা ব্যথা, পিপাসা, জ্বালা, প্রলাপ হয় ও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায়। ইহাতে অধিকাংশ স্থলে মৃত্যু হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ বৃদ্ধদিগেরই এই পীড়া হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা।

এন্থ্রাক্সিন ৬x বিচূর্ণ। অগ্নিবৎ জ্বালা যুক্ত ক্ষত।

আর্সেনিক ৩x বিচূর্ণ। রাত্রে রোগের বৃদ্ধি, অত্যন্ত জ্বালা যুক্ত ক্ষত, এবং পচিতে আরম্ভ করিলে।

এপিস মেল ৩x। হুল বিদ্ধবৎ যন্ত্রনা, এবং অত্যন্ত ফুলা থাকিলে।

বেলেডোনা ৩x। অত্যন্ত লালবর্ণ, বিদ্ধবৎ বেদনা নিদ্রালুতা, বা অনিদ্রা।

ল্যাকেসিস ৬। নিদ্রার পর চিহ্ন বৃদ্ধি, ক্ষত স্থান পচিতে আরম্ভ করিলে, এবং দুর্গন্ধযুক্ত স্রাবে।

হিপার সলফার ৬। পূঁজ হইতে আরম্ভ হইলে।

সাইলিসিয়া ৩০। জলবৎ পূঁজস্রাব এবং নালী হইলে।

সহকারি চিকিৎসা।

কয়লার গুঁড়ার সহিত ময়দা মিশাইয়া দিবসে দুইবার পুলটিস দিবে। এবং গরমজলে ফ্লানাল ভিজাইয়া সেক দিবে।

রক্ত বমন।

ফুসফুস হইতে যে রক্ত বমন হইয়া থাকে তাহার রং উজ্জ্বল লালবর্ণ এবং পাকাশয় হইতে যে রক্ত বমন হয় তাহার রং ঈষৎ কালচে। রক্ত বমন হইবার পূর্ব্বে বক্ষঃস্থল গরম এবং ভার বোধ হয়, পাকস্থলীতে বেদনা, এবং ভার বোধ হয়, মুখের স্বাদ লবণাক্ত, নাড়ী ক্ষীণ, অল্প গলা শুড় শুড় করিয়া সহজে রক্ত বমন হইয়া থাকে, কিন্তু বমনের পর বক্ষঃস্থলে অল্প জ্বালা অনুভব হয়।

চিকিৎসা।

একোনাইট ১x, ৩x। মুখমণ্ডল লালবর্ণ, হৃৎ-কম্পন জ্বরসহ রক্তবমন।

হ্যামামেলিস ১x। কাল রক্তবমন, নাড়ী দ্রুত ও শীতল, পেট ডাকে ও দুর্ব্বলতা।

ইপিকাক ৬। উজ্জ্বল লালবর্ণের রক্ত বমন, গা বমি বমি করে, কাশি, শ্বাসকষ্ট, লবণাক্ত আস্বাদ, গয়েরে রক্ত থাকে।

চায়না ৬। অধিক পরিমাণে রক্ত বমন হইয়া দুর্ব্বলতা, হাত, পা ঠাণ্ডা, রক্তহীনতা।

আর্সেনিক ৬, ৩০। অত্যন্ত কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাস, হৃদকম্প, গাত্রদাহ অত্যন্ত পিপাসা, নাড়ী দ্রুত।

ফেরম মেট ৬। অধিক পরিমাণে রক্ত বমন হইয়া রক্তহীনতা, গয়েরের সহিত রক্ত উঠা।

পথ্য।

রোগের বৃদ্ধি অবস্থায়, সাগু, বার্লি এরারুট ঠাণ্ডা দুধ এবং বরফ চুসিতে দিলে উপকার হয়।

রক্তহীনতা।

ম্যালেরিয়া জ্বরে প্লীহা যকৃৎ বড় হইলে ধাতের পীড়া, উদরাময়, অধিক পরিমাণে রজঃস্রাব ইত্যাদি কারণে রক্তহীনতা হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

ম্যালেরিয়া জ্বরে প্লীহা বৃদ্ধি হইয়া রক্তহীনতায়—নেট্রম মিউর ৩০। অধিক ঋতুস্রাব শ্বেতপ্রদর ও উদরাময় জনিত রক্তহীনতায় চায়না ৬, ৩০। অধিক পরিমাণে

শুক্রস্রাবে এসিড ফস ৬। মাদকদ্রব্য সেবন জনিত রক্তহীনতা নক্সভূমিকা ৩০ শোথ হইয়া হাত পা ফুলিলে আর্সেনিক ৩০। নেট্রম সলফ ৩০ সকলপ্রকার রক্ত-হীনতায় উপকারী।

সহকারী উপায়।

যাহা সহজে হজম হয় এরূপ আহার, প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় একটু বেড়ান গরম জলে একটু লবণ মিশাইয়া স্নান বিধেয়।

যক্ষ্মাকাশ।

ফুসফুস মধ্যে একপ্রকার জীবাণু প্রবেশ করিয়া এই পীড়া হইয়া থাকে, ইহাতে ফুসফুস শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অত্যন্ত পরিশ্রম, আর্দ্রস্থানে বাস, অপরিষ্কার বায়ু সেবন। ক্ষুধাহীনতা, পিপাসা, উদরাময়, শ্বাসকষ্ট, শুষ্ক কাশি, নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত, স্বরভঙ্গ, বৈকালে জ্বরভাব, ক্রমে ক্রমে কাশি বৃদ্ধি হইয়া গয়েরের সহিত রক্ত উঠিতে আরম্ভ করে। এইরূপে ২৩ মাস ভুগিয়া দুর্ব্বল হইয়া, ফুসফুস স্বর যন্ত্রে ক্ষত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ৬, ৩০। স্থূলকায় ব্যক্তি শ্লেষ্মা-প্রধান ধাত, ভুক্তদ্রব্য টক হইয়া বমন অম্ল উদ্গার, পুঁজ মিশ্রিত শ্লেষ্মা নির্গত হয়।

ফসফরাস ৬। গলা খুস খুস করিয়া কাশি, কাশির সঙ্গে শ্লেষ্মা ফেনাযুক্ত ও লবণাক্ত, সামান্য রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা উঠে।

বেলেডোনা ৬। শুষ্ক কাশি, কাশিতে কাশিতে দম আটকান কাশি, বুকে বেদনা, চোখ, মুখ লাল, রাত্রে কাশির বৃদ্ধি।

আইওডিয়ম ৬। উদরাময়, গ্রন্থি স্ফীত, চর্ম্ম শুষ্ক, দুগ্ধ, তৈল বা ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি হজম হয় না, এবং দিন দিন শরীর ক্ষয় হইয়া যাইলে।

ব্যাসিলাস টিউবারকিউলোসিস ৩০, ২০০। যক্ষা-কাশের সকল অবস্থাতেই বিশেষ ফলপ্রদ।

পথ্য।

মাংসের জুস, দুগ্ধ, ঘৃত, মাখম, গমের ভুষির বা সুজির রুটি, মানকচু, পটোল, ক্ষুদ্র মৎস। কডলিভার অয়েল বিশেষ উপকারী।

ভগন্দর।

গুহ্য দ্বারে ফোঁড়া হইয়া গলিয়া গিয়া ক্ষত হইয়া শোষ হয়, ঐ শোষ শুখাইতে চায় না।

গুহ্য দ্বারে ফোঁড়া হইয়া গলিয়া যাইলে এক প্রকার ক্ষত হয় ইহা বেশী দিন থাকিলে ভগন্দর রূপে পরিণত হয় এমন কি ইহা দ্বিতীয় গুহ্যদ্বার রূপে প্রকাশ পায় এবং

ইহা দ্বারা মল পর্য্যন্ত নির্গত হয়। যাহারা নেশা করে, রাত্রি জাগরণ এবং সর্ব্বদা বসিয়া থাকে কিম্বা পারদ ব্যবহারের পর এই রোগ হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

সাইলিসিয়া ৩০। অনেকদিনের পুরাতন ক্ষত হইতে অত্যন্ত অধিক পূঁজ পড়িতে থাকিলে, বা শোষে পরিণত হইলে।

বেলেডোনা ৬। গুহ্যদ্বারে দপ দপ যুক্ত বেদনা, লাল, টাটানি, শিরঃপীড়া থাকিলে।

হিপার সলফার ৩বিচূর্ণ। পূঁজ হইতে আরম্ভ হইলে, এবং অত্যন্ত স্ফীত ও যন্ত্রণা হইলে ও কট কট করিলে। হাইড্রাষ্টিস ϕ ১ ড্রাম ১ আউন্স গ্লিসারিণ সহ মিশাইয়া মল দ্বারে লাগাইবে ও এক আউন্স জলে ১০ ফোঁটা ক্যালেণ্ডুলা মিশাইয়া দিবসে দুইবার পিচকারী প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

বহুমূত্র।

রোগের প্রথমে প্রস্রাব বেশী পরিমাণে ও পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। চর্ম্ম পরে জিব, গলা শুখাইয়া যায় ও বারে বারে অধিক পরিমাণে জল পান করিয়া থাকে। এই রোগে প্রস্রাবের সহিত চিনি থাকে ও প্রস্রাবের পর উহাতে পিপিলিকা, মৌমাছি বসিয়া থাকে। শরীর শুখা-

ইহা যায় নিশ্বাসে দুর্গন্ধ হয়, জিব শুষ্ক ও ফাটা ফাটা কোষ্ঠবদ্ধ, শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া যায় বা ফুসফুস প্রদাহ ও ক্ষয়কাশ হইতে দেখা যায়। রোগী দিন রাত্রে ৫ সের হইতে অর্দ্ধ মন পরিমাণে মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে। প্রস্রাবে চিনি না থাকিলে তাহাকে মূত্রমেহ কহে।

চিকিৎসা।

এসিডফস ১x, ৩x। স্নায়বীয় দুর্ব্বলতা সহ অধিক পরিমাণে মূত্রত্যাগ, ধাতু দুর্ব্বলতা পিপাসা।

ইউরেনিয়ম নাইট্রিকম ১x, ৩। পুরাতন বহুমূত্র, প্রস্রাবের পরেই অধিক পরিমাণে জলপান, অত্যন্ত পিপাসা, কোষ্ঠবদ্ধ, প্রস্রাবে জ্বালা, দুর্ব্বলতা।

আর্সেনিক ৩০। প্রস্রাবে জ্বালা, অত্যন্ত পিপাসা, গাত্রদাহ, অস্থিরতা সহ শোথ থাকিলে।

পথ্য।—ননিতোলা দুগ্ধ, জলে লেবুর রস, জামের আরক, আমলকি খাইলে পিপাসার শান্তি হয়। পুরাতন চাউলের অন্ন, ভুষির রুটি, ডুমুর, মুলা, পটোল, মাংসের জুস প্রভৃতি সুপথ্য।

সহকারী উপায়।

কালজামের বিচি শুষ্ক করিয়া উহার গুঁড়া ১ গ্রেণ একটু সুগার অফ মিল্কের সহিত মিশাইয়া ২ গ্রেণ পরিমাণে দিবসে ৩ বার সেব্য।

ধবল ও কুষ্ঠ রোগ।

এই রোগ শরীরের অতিশয় উত্তাপ বশতঃ, অতিরিক্ত রাত্রি জাগরণ, অধিক পরিমাণে বিলাতি কুমড়া, পিঁয়াজ, রুসন, মাংস খাওয়া, গরম দেশে বাস প্রভৃতি কারণে হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

এনাকার্ডিয়ম ৬ ক্রম দিবসে ৩ বার সেবনীয়। হাইড্রো-কোটাইল মূল আরক দিবসে ৩ বার তুলি দ্বারা লাগাইবে।

সহকারী চিকিৎসা।

নিসিন্দের পাতা গোরচোনার সহিত বাঁটিয়া শ্বেত স্থানে ২.৩ বার লাগাইতে হইবে। এবং আমাদিগের প্রস্তুত ধবল তৈল ও দিবসে ২ বার ব্যবহার করিতে হইবে। মৎস, মাংস, বিলাতি কুমড়া, মসুর ডাউল ভক্ষণ নিষেধ।

স্নায়ু শূল।

শরীরের সর্ব্ব স্থানে জ্বালাযুক্ত, খোঁচা বিদ্ধ, দপ দপ যুক্ত, ছিন্ন কর বেদনা হয় তাহকে স্নায়ু শূল কহে। যেমন আদকপালে, বক্ষঃ শূল, আমাশয়, যকৃৎ প্লীহা, ডিম্ব কোষ। মুখ মণ্ডলের স্নায়ু শূল, দন্তশূল, বাত জনিত, শূল হইয়া থাকে।

কলোসিন্থ ৬, ৩০। আমাশয়ে পেটে কর্ত্তনবৎ বেদনা, আক্ষেপ রোগে, মাথা, দন্ত, স্ত্রীলোকদের বাধক. চক্ষু ও কর্ণের মধ্যে কর্ত্তনবৎ বেদনা, মস্তকে অসহ্য বেদনা, নাড়িলে বেদনার বৃদ্ধি।

স্পাইজিলিয়া ১x, ৬। বক্ষঃস্থলে ও মস্তকে অসহ্য বেদনা, মস্তক ও নিচু করিলে বেদনার বৃদ্ধি, সেই সঙ্গে হৃদ পিণ্ডের পীড়া থাকে।

ক্যামোমিলা ১২। চিমটী কাটার ন্যায় বেদনা, কর্ণশূল, দন্তশূল, শিশুদিগের ও স্ত্রীলোকদের স্তন বেদনায়।

সহকারী উপায়।

বেদনার সময় গরম জল খাইলে উপকার হয়।

হৃৎশূল।

হটাৎ বুকের মধ্যে ভয়ানক বেদনা আরম্ভ হইয়া হৃৎপিণ্ডের চতুর্দ্দিকে বিস্তার হইয়া যায়, এই বেদনা ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি হয় যে শেষে নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয়, ক্রমে বেদনা একটু গরম পড়িয়া পুনর্ব্বার প্রবল বেগে আক্রমন করে ইহাতে কখন মূর্চ্ছা হয় বা কখন মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

একোনাইট ৩x। তরুন হৃৎশূল, যন্ত্রনায় শ্বাসরোধ হইয়া আসে, মূর্চ্ছাভাব।

আর্সেনিক ৩০। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা, শ্বাসকষ্ট, মৃত্যু-ভয়, চক্ষু বসিয়া যায়, বুক ধপ ধপ করে।

ক্যাকটস ১x। হৃদপিণ্ড স্থানে ভার বোধ।

এসিড হাইড্রো ৬। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা দরুন শ্বাসকষ্ট, নাড়ী ক্ষীণ ও অজীর্ণ।

চায়না ৬। রক্তহীনতার দরুন হৃৎশূল।

হৃদ্ বৃদ্ধি।

অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া হৃৎপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া বদ্ধ হইয়া হৃদবৃদ্ধি হয়, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি হইয়া স্পন্দন শব্দ শুনা যায়, বক্ষঃস্থল ধড় ফড় করে, ও গলা খুস খুস করিয়া কাশি হয়, একটু পরিশ্রমে শ্বাস কষ্ট হয়, নাড়ী ক্ষুদ্র ও দ্রুত হয়।

ডিজিটেলিস ৬। হৃৎপিণ্ডের দুর্ব্বলতা, মাথা ঘোরা, হৃৎকম্পন, নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত। বাহিরে হৃৎপিণ্ডের গতি অনুভব হয়।

আর্ণিকা ৬। আঘাত লাগিয়া বা ভারি বস্তু তুলিলে হৃৎবৃদ্ধি।

মূত্রস্তম্ভ।

মূত্রগ্রন্থির পীড়া বশতঃ মূত্র জমিয়া বাহির হইতে না পারিলে মূত্রস্তম্ভ হইয়া থাকে, মূত্র একেবারে উৎপন্ন না

হইলে তাহাকে মূত্র নাশ বলে। মূত্রনাশ হইলে ইউরিয়া নামক পদার্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত থাকে। জ্বর বিকার ও ওলাউঠা রোগে মূত্র নাশ হইয়া থাকে।

একোনাইট ১x, ৬। মূত্রতন্তের প্রদাহ সহ জ্বর।

ক্যান্থারিস ৬। মূত্রনাশ জনিত কোমরে অসহ্য যন্ত্রনায়, ঘন ঘন মূত্র ত্যাগের ইচ্ছা কিন্তু প্রস্রাব হয় না, কর্ত্তনবৎ বেদনা।

অত্যন্ত যন্ত্রনার সময় ৪।৫ ফোঁটা ক্যাম্ফার একটু চিনি সহ খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

সহকারী উপায়।

যখন মূত্র নাশ জন্য অত্যন্ত যন্ত্রনা হয় তখন রোগীকে গরম জলের টবে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসাইলে বিশেষ উপকার হয়।

মূত্র গ্রন্থির প্রদাহ।

অতিরিক্ত মদ্যপান, রাত্রি জাগরণ, ঠাণ্ডা লাগান বা আঘাত লাগিয়া প্রস্রাব করিতে অত্যন্ত জ্বালা ও বেদনা হয়, জ্বর, এবং মূত্রে শ্লেষ্মাময় পদার্থ পূঁজ ও রক্ত থাকে, সময় সময় মূত্র একেবারে বন্ধ হইয়া অজ্ঞান হইয়া যায় ও মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

চিকিৎসা।

একোনাইট ৩x। জ্বর সহ মূত্রত্যাগে যন্ত্রণা, অস্থিরতা।

বেলেডোনা ৬। মূত্রগ্রন্থিতে বেদনা, টাটানি চোখ মুখ লালবর্ণ, পুনঃ পুনঃ মূত্রের বেগ।

ডলকামারা ৬। ঠাণ্ডা লাগিয়া হইলে।

ক্যানাবিস স্যাট ২x। রক্তময় মূত্র প্রস্রাবের পূর্ব্বে ও পরে জ্বালা।

ক্যান্থারিস ৬। মূত্র ত্যাগে অত্যন্ত যাতনা। অত্যন্ত বেগ দিতে হয়, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব বা মূত্র একেবারে বন্ধ, তলপেটে বেদনা থাকে।

ছুলির ঔষধ।

কেলি কার্ব্ব ৬, এসিড নাইট্রিক ৬, নেট্রমমিউর ৬, ক্যান্থারিস ৬, গ্রাফাইটিস ৬।

ঘামাচির ঔষধ।

একোনাইট ৬, রসটক্স ৬। ঈষৎ গরম জলে সোডা গুলিয়া গাত্র মার্জ্জনা করা উপকারী।

গা ও ঠোঁট ফাটা।

আর্সেনিক ৩০ ব্যবস্থেয়। ঘাসের উপরে প্রাতে যে শিশির জমে ঐ শিশির লইয়া ঠোঁটে লাগাইলে ঠোঁট ফাটা আরাম হয়।

দাদের ঔষধ।

সিপিয়া, হিপার সলফার, ফসফরাস, এসিড নাইট্রিক। সিপিয়ার তৃতীয় দশমিক চূর্ণ গ্লিসারিণে গুলিয়া দাদের উপর লাগাইবে। পরিশেষে আমাদিগের প্রস্তুত সুগন্ধ দাদের মলম নামক ঔষধ লাগাইলে দুই দিনে দাদ আরাম হয়।

আগুনে পোড়া।

আগুনে পুড়িয়া যাইলে ক্যান্থারিস বা আর্টিকা ইউরেন্স ১০ ফোটা মূল আরক অর্দ্ধ ছটাক জলে মিশাইয়া তাহাতে একটু ন্যাকড়া ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে বাঁধিয়া দিবে। মশিনার তৈল ও চূণের জল সমান ভাগে মিশাইয়া তাহাতে ন্যাকড়া একটু ভিজাইয়া দগ্ধ স্থান চাপা দিবে। ক্ষত স্থানে হাওয়া লাগিতে দিবে না, পোড়ার দরুণ জ্বর হইলে একোনাইন ৬, ব্যবস্থেয়।

আঘাত।

ছুরিকা বা কোন অস্ত্র দ্বারায় শরীর কোন স্থান কাটিয়া যাইলে এমন কি হাড় পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া যাইলে আর্ণিকা মূল আরক ২০ ফোটা অর্দ্ধ পোয়া জলে মিশাইয়া তাহাতে একটু ন্যাকড়া ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে বাঁধিয়া দিবে। ঔষধ পাইবার পূর্ব্বে ঠাণ্ডা জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া কাটা স্থানে বাঁধিয়া দিবে। তাহারও পূর্ব্বে ক্ষত স্থান অঙ্গুলির দ্বারায় টিপিয়া ধরিবে এবং তদ্দ্বারা রক্ত পড়া বন্ধ করিবে। কাচ, শামুক, খোলা ইত্যাদির দ্বারায় কাটিয়া যাইলে প্রথমে কাচ ইত্যাদির টুকরা কাটা স্থান হইতে বাহির করিয়া ফেলিবে এবং তৎপরে পূর্ব্ববৎ ব্যবস্থা করিবে। সামান্য জ্বর আসিলে আর্ণিকা ৩ ডাইলিউসন এবং বেশী আসিলে একোনাইট ৬ দিবে, জলের সহিত হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় খাইতে দিবে। যুক্ত স্থান কাটিয়া যাইলে আর্ণিকা মূল আরক ও ক্যালেণ্ডুলা মূল আরক ব্যবস্থেয়।



শুক্র ক্ষরণ রোগ। (*Sparmatorea*)

অতি অল্প বয়সে প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন পূর্ব্বক হস্ত মৈথুনাদি কৃত্রিম উপায়ে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত এই রোগের প্রধান কারণ। ইহাতে নিদ্রার সময় অজ্ঞাতসারে শুক্রস্রাব হয়। শুক্রস্রাবে জননেন্দ্রিয় এত দুর্ব্বল হইয়া যায়

যে শুক্রের ধারণা শক্তি কমিয়া যায়, ক্রিমি জন্য সরলান্ত্রের প্রদাহ, অগ্নিমান্দ্য অর্শ, পেট কাঁপা, পৃষ্ঠ বেদনা, দুর্ব্বলতা, বুক ধড় ফড় করা উঠিয়া দাঁড়াইলে মাথা ঘোরা, মুখের পাণ্ডুতা, চক্ষু বসিয়া যাওয়া, প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। ইহাতে স্ত্রীলোক দর্শন স্পর্শন, মাত্রেই অল্প উত্তেজনায় শুক্র স্রাব হয়, মল ত্যাগ কালে কুন্থন দিলে শুক্রস্রাব হয়।

ইহারা একাকী থাকিতে ভাল বাসে রাত্রে স্বপ্ন পূর্ণ নিদ্রা, কোন বিষয় চিন্তা করিতে অক্ষম রোগী আপনার পীড়ার দুরবস্থার বিষয় ভাবিয়া সর্ব্বদা স্ফুর্ত্তিহীনভাবে দিনপাত করে।

এসিড ফস ১, ৩০। স্নায়বীয় দুর্ব্বল দীর্ঘকাল স্থায়ী শুক্র ক্ষরণ জনিত দুর্ব্বলতা, স্বপ্নদোষ, ঘন ঘন মূত্র প্রবৃত্তি, সঙ্গমকালে অতি শীঘ্র শুক্রস্রাব।

নক্সভূমিকা—৬, ৩০। পাকাশয়ের পীড়া বশতঃ শুক্রস্রাব, সামান্য কারণে কামেচ্ছা, গরম মসলাযুক্ত আহারে স্বপ্নদোষ।

চায়না ৬, ৩০।—বিনা-উত্তেজনায় শুক্রস্রাব, স্বপ্নদোষ, উদরাময় ও কোষ্ঠবদ্ধ, দুর্ব্বলতা কর্ণে ভোঁ ভোঁ শব্দ। মাথা ঘোরা।

ফসফরাস ৬—৩০। মানসিক দুর্ব্বলতা, মাথা ঘোরা, সঙ্গমকালে অতি শীঘ্র রেতঃস্রাব। অতিরিক্ত শুক্রস্রাব।

শ্বেতপ্রদর।

জরায়ু হইতে ডিমের মত একপ্রকার শাদা পদার্থ বাহির হয় তাহাকে শ্বেতপ্রদর বলে। এই পীড়া ঠাণ্ডা লাগিয়া হইতে পারে। গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থ স্ত্রীলোকদিগের এই পীড়া অধিক হইতে দেখা যায়। জরায়ু হইতে শাদা, হলদে, নীল বা দুর্গন্ধ জলের মত পদার্থ বাহির হয়। যদি সময় মত চিকিৎসা না হয় তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে পুঁজের মত স্রাব হইয়া জরায়ুর মুখে ক্ষত পর্য্যন্ত হইতে পারে। বাত বা গেঁটে বাত হইতে পারে। রক্তহীন স্ত্রীলোকদের এই পীড়া হয়। ইহাতে মাথা ঘোরা, দুর্ব্বলতা, কোষ্ঠবদ্ধ পেট ফাঁপা এবং মুখের চেহারা ফেঁকাশে হইয়া যায়।

চিকিৎসা।

সিপিয়া ৬—৩০। স্রাবটা সবুজ বা পীতবর্ণ দুর্গন্ধযুক্ত, প্রসব বেদনার ন্যায় বেদনা, অন্তঃ শত্ত্বা অবস্থায় শ্বেত প্রদর, স্রাবের রং কখন দুধের মত হয়!

ক্যালকেরিয়া ৬, ৩০। দুগ্ধের মত শাদা স্রাব হয়; বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের চুলকানি জরায়ুতে জ্বালা, বিশেষতঃ বালিকাদের ও গণ্ডমালা ধাতুগ্রস্থা স্ত্রীলোকদের প্রদর।

মার্কুরিয়স সল ৬, ৩০। রাত্রিতে চিহ্ন বৃদ্ধি পায়

জ্বালা করে, চুলকানি হয় পূঁজ পড়ে শ্লেষ্মার মত পদার্থ বাহির হয়।

পলসেটিলা ৬। দুগ্ধের মত স্রাব, জ্বালা করে, ঋতুর পরে তলপেট ব্যথা হয় ও স্রাব বৃদ্ধি হয়।

গ্রাফাইটস ৬। ঋতু অল্প হইয়া শ্বেতপ্রদর, অত্যন্ত দুর্ব্বলতা পৃষ্ঠদেশে ব্যথা।

এসিড নাইট্রীক ৬। যকৃতের পীড়া বা উপদংশ পীড়ার পর শ্বেত প্রদর, স্রাবের রং মাংস ধোয়া জলের ন্যায়।

স্বর ভঙ্গ।

গরম হইলে হঠাৎ ঠাণ্ডা করা, হিম লাগিয়া, গান গাহিয়া জলে ভিজিয়া স্বর ভঙ্গ হইতে পারে।

চিকিৎসা।

একোনাইট ৬। জ্বর সহ স্বর ভঙ্গ থাকিলে।

হিপার সলফর ৬। সর্দ্দি বসিয়া গিয়া স্বর ভঙ্গ, বা পারা ব্যবহারের পর স্বর ভঙ্গ।

ব্যারাইটা কার্ব্ব—বৃদ্ধদিগের স্বরভঙ্গ।

কষ্টিকম ৬। গায়কদিগের স্বরভঙ্গ।

ডলকামারা ৬। ঠাণ্ডা লাগিয়া বা জলে ভিজিয়া স্বরভঙ্গ হইলে।

যকৃৎ।

অনেক দিন ধরিয়া ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিয়া অধিক পরিমাণে কুইনাইন খাইয়া, পারদ অপব্যবহারের পর, অতিরিক্ত মদ্য পানে অতি উষ্ণ স্থানে বাস করিলে যকৃতের পীড়া হইতে পারে। এই প্রকারে যকৃৎ অনেক দিন থাকিলে পুরাতন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যকৃৎ বৃদ্ধি ও শক্ত হয়। এবং ক্রমে ক্রমে পেটের ডান দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। পীড়ার তরুন অবস্থায় অগ্রে শীত ও কম্প হইয়া জ্বর প্রকাশ পায় প্রথমে যকৃৎ প্রদেশে বেদনা, শীরঃপীড়া, মুখে তিক্ত বা পচা স্বাদ, জিহ্বা মলিন কাদার মত, ক্ষুধা হীনতা মল শাদা বা কাদার মত। ডান দিকের কাঁদে বেদনা, ডাক কোঁকে ভার বোধ বেদনা, প্রভৃতি লক্ষণ দেখা যায়, প্রথমে যকৃতে রক্ত জমা বদ্ধ হইলে অন্যান্য লক্ষণ হ্রাস হইয়া যায়, যদি যকৃতে রক্ত জমা বন্দ না হয় তাহা হইলে অতি শীঘ্র লক্ষণ সকল বৃদ্ধি পায়। যেমন চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ যকৃৎ প্রদেশে এত বেদনা হয় যে তাহাতে হাত দেওয়া যায় না। নিশ্বাস ফেলিতে কাশীতে হাঁচিলে বাম পার্শ্বে শয়ন করিলে, বেদনা বৃদ্ধি হয়। মুত্র হরিদ্রা-বর্ণ হয়।

চিকিৎসা।

একোনাইট ৩, ৬। জ্বর সহ যকৃতের নূতন প্রদাহে ইহাতে বিশেষ উপকার হয়।

ব্রায়নিয়া—যকৃৎ বৃহৎ ও শক্ত তীব্র হুলবিদ্ধবৎ বেদনা চাপ দিলে বেদনার বৃদ্ধি, কোষ্ঠ বদ্ধ মলত্যাগে অনিচ্ছা, দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা মার্কুরিয়সের সহিত ব্যবহারে বিশেষ উপকার হয়।

পডোফাইলাম। যকৃতের প্রদাহ কোষ্টবদ্ধ পিত্ত বমন মলত্যাগে হারিস বাহির হওয়া, পিত্ত নিঃসরণ ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য থাকিলে ইহার ১ম ক্রম ব্যবহার হয়। অতি সারে ৩০ ক্রম। গাত্রের হরিদ্রা বর্ণ।

মার্কুরিয়স সল ৬, ৩০। যকৃতের বৃদ্ধি, স্ফীততা চাপ দিলে বেদনা বৃদ্ধি এমন কি দক্ষিণ পার্শে শয়ন করিতে পারে না। চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ, চর্ম্ম গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ। শাদা বা হলদে রং এর উদরাময় ক্ষুধা মন্দ।

নক্সভূমিকা—মাতালদের যকৃৎ প্রদাহে, কোষ্ঠবদ্ধ ও আহারে বেদনা বৃদ্ধি, ঘোর লালবর্ণ প্রস্রব। যকৃতের বৃদ্ধি।

লাইকোপোডিয়ম ১২, ৩০—উদরে বায়ু সঞ্চয় জনিত স্ফীততা কোষ্টবদ্ধ দক্ষিণ দিকের উদরে অবিরত চাপযুক্ত বেদনা।

চেলিডোনিয়ম—দক্ষিণ স্কন্ধে বেদনা যকৃতে অতিশয় বেদনা চেহারা হরিদ্রাবর্ণ তরল মল বা কোষ্ঠবদ্ধ। শাদা মল, প্রস্রাব গাঢ় হরিদ্রাবর্ণ।

চায়না।—অনেক দিনের পুরাতন যকৃৎ, রক্ত হীনতা দুর্ব্বলতা এবং সঙ্গে সঙ্গে প্লীহার বিবর্দ্ধন থাকে।

নেট্রম সলফ—ম্যালেরিয়া জনিত পুরাতন যকৃৎ প্রদাহ, পেট খালি থাকিলে পেটে বেদনা হয় এবং আহার করিলে বেদনা কমিয়া যায়।

আর্সেনিক—যকৃতে শোথ হইলে, অত্যন্ত তৃষ্ণা, হাত পা ফুলা, এবং জীবনী শক্তির হ্রাস হইলে ব্যবস্থেয়।

হিপার সলফার—পারা অপব্যবহারের পর যকৃৎ প্রদাহ, কাশিলে নাড়লে চড়িলে বেদনা বৃদ্ধি।

বাত শ্লেষ্মা জ্বর।

যাহাদের ফুস্‌ফুসের পীড়া থাকে সচরাচর তাহাদেরই জ্বর হইলেই বাতশ্লেষ্মা জ্বর হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত শীতকালে অথবা অন্য কোন কারণে ও এই জ্বর হইয়া থাকে। প্রথমে ফুসফুসে রক্ত সঞ্চয় হইয়া অত্যন্ত শীত করিয়া কম্প দিয়া জ্বর প্রকাশ পায়। ইহাতে ১০৩ হইতে ১০৭ পর্য্যন্ত উত্তাপ উঠে। ইহাতে শ্বাস প্রশ্বাস প্রতি মিনিটে ৩০ ৩৪ বার নাড়ী স্পন্দন ১২০ হইতে ১৩০ হয়। জ্বরের সময় অল্প অল্প কাশির সহিত সামান্য পরিমাণে আটা আটা গয়ার উঠে। পরে দ্বিতীয় অবস্থায় পূর্ব্বে ইটের গুড়ির মত বা লোহার মরিচার মত আটালো ও কঠিন শ্লেষ্মা উঠে। কাশির সময় বক্ষঃস্থল কুঞ্চিত ও মাথা ব্যথা অরুচি শ্বাসকষ্ট নাড়ীর গতি পূর্ণ ও উল্লম্ফনশীল হয়। এই অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা হইতে ৩।৪ দিবস পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। দ্বিতীয়

অবস্থায় ফুস ফুস কঠিন হইলে কাশীতে তত কষ্ট হয় না, বেদনা কমিয়া যায় এবং শ্লেষ্মা তরল হইয়া সহজে উঠিয়া যায়। এই অবস্থা তিন চার দিন থাকিয়া পরে তৃতীয় অবস্থা আরম্ভ হয়। পীড়া আরোগ্য হইতে থাকিলে কাশী জ্বর ও ফুসফুসের বেদনা কমিয়া গিয়া শ্লেষ্মা উঠা কমিয়া যায়। যদি দ্বিতীয় অবস্থার পরে পীড়া কঠিন আকার ধারণ করে তাহা হইলে ফুসফুসে পুঁজ উৎপন্ন হইয়া অধিক পরিমাণে কাশির সঙ্গে উঠিতে আরম্ভ করে। পরে নাড়ী ক্ষীণ ও দ্রুত। শ্বাসের গতি বৃদ্ধি হইয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া মৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ এই দুর্ব্বলতার দরুণ পুঁজ তুলিয়া ফেলিতে না পারিয়া শ্বাস বন্ধ হইয়া মৃত হয়। ইহাতে বক্ষঃ পরীক্ষা করা আবশ্যক। পরীক্ষা করিলে জানা যায় যে ইহাতে প্রথমে কাঠিন শব্দ পরে চুল ঘর্ষনবং শব্দ অনুভূত হয়। দ্বিতীয় অবস্থায় বক্ষঃ পরীক্ষা করিলে ফুসফুস কঠিন বোধ হয়। কোন শব্দ শোনা যায় না।তৃতীয় অবস্থায় যখন পুঁজ উৎপন্ন হয় তখন কেবল ঢপ ঢপ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। দুই দিকের ফুসফুস পীড়া হইলে তখন কঠিন অবস্থা বুঝিতে হইবেক।

কারণ। সাধারণতঃ জ্বরাদি পীড়ার দরুন ফুসফুস দুর্ব্বল হইয়া, হিম লাগিয়া, ঘর্ম্মাবরুদ্ধ ও ঋতু পরিবর্ত্তন সময় এই পীড়া হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

একনাইট ১x. ৩x. ৬ —প্রথম অবস্থায় জ্বর পিপাসা

অস্থিরতা কাঁদে, মধ্যভাগে বেদনা, বক্ষঃস্থলে বেদনা ও সর্দ্দি এবং বৈকালে পীড়ার চিহ্ন বৃদ্ধি পায়।

ব্রায়ওনিয়া ৬, ৩০।—বক্ষঃস্থলে সূচী বিদ্ধবৎ বেদনা শ্বাস গ্রহণে বেদনা বৃদ্ধি ও বারংবার গলা খুস খুস করিয়া কাশীয়া অল্প শ্লেষ্মা উঠে।

ফসফরাস ৬x, ৩০। বক্ষঃস্থলে ভয়ানক বেদনা অনবরত কাশী হয়, কাশীতে সবুজ বা রক্ত মিশ্রিত শ্লেষ্মা উঠে। ফুসফুসে চুল ঘর্ষণবৎ শব্দ অনুভূত হয়, নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। ইহা শিশুদিগের পীড়ায় একনাইটের সহিত ব্যবহার হয়।

এণ্টিমটার্ট ৬। স্বর ক্ষীণ হয়, শরীর অতিশয় গরম হইলে স্বর ভঙ্গ হয়, রাত্রিকালে কষ্টকর হাঁপানী শ্বাসরোধ দীর্ঘ শ্বাস বক্ষে দাহন। কণ্ঠার নীচে বিদ্ধ ব্যথা বক্ষে হুল বিদ্ধবৎ কষ্টকর শ্বাস, ও শ্বাসরোধ যুক্ত কাশী, কাশীবার সময় অধিক পরিমাণে শীতল ঘর্ম্ম নিঃসরণ হয় ও গলা সাঁই সাঁই করে। নাড়ীর গতি বৃদ্ধি হয় কিন্তু গাত্র উত্তাপ কম; বিনা কষ্টে প্রচুর পরিমাণে শ্লেষ্মা স্রাব হয়।

আওডিন ১x।—প্রথম অবস্থায় ১ ঘণ্টা অন্তর দিলে পাঁচ ছয় বার সেবন করিলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রোগীর সমস্ত লক্ষণ কমিয়া গিয়া ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইতে থাকে।

জেলসিমিনম ১x, ৩০। দক্ষিণ দিকের ফুসফুস প্রদাহ এবং সেই সঙ্গে যকৃৎ বেদনা। এবং নিদ্রালুতা থাকে।

সলফার ৬, ৩০। ফুসফুসের প্রদাহের প্রথম অবস্থায় ব্যবহার্য্য।

সহকারী উপায়।

বুকে মসনের পুলটিস দিবসে ৩৷৪ বার প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

ব্রায়োনিয়া মূল আরক ১ ভাগ ৯ ভাগ গ্লিসারিন সহ বুকে পিঠে মালিস করিলে বিশেষ উপকার হয়। ও বুকে পিঠে তুলা দিয়া বাঁধিয়া রাখিবে দিবসে ৩৷৪ বার একপোয়া করিয়া গরমজল খাইতে দিলে বিশেষ উপকার হয়।

পথ্য।

জ্বর অবস্থায় সাগু, এরারুট বার্লি, রোগ আরোগ্য হইলে বলবৃদ্ধির জন্য মাংসের জুস দেওয়া উচিত।

চক্ষে কয়লা বা পোকা পড়া।

চক্ষের ভিতর কোন জিনিষ পড়িলে অগ্রে অনুমান করিবে উহা উপর পাতার বা নিচের পাতার মিশে আছে। তৎপরে ঐ পাতাটি দুই অঙ্গুলির দ্বারায় উঁচু করিয়া ধরিয়া চক্ষের অপর পাতাটী উহার তলদেশে দিয়া রগড়াইবে। তাহা হইলে চক্ষের পাতাস্থিত চুল গুলি ব্রসের মত কার্য্য করিয়া কয়লা পোকা মাকড় ইত্যাদিকে ঝাঁট দিয়া বাহির করিয়া আনিবে।

কর্ণে পোকা প্রবেশ করা।

কর্ণের ভিতর কোন পোকা মাকড় ঢুকিলে একটু তেল গরম করিয়া ঐ কানে দিবে। এবং তৎপরে ঐ কাণ নিচু করিয়া শয়ন করিবে। ইহাতে ঐ পোকা মরিয়া যাইবে এবং যেমন তেল গড়াইয়া পড়িবে তৎসঙ্গে ঐ পোকা ও বাহির হইয়া পড়িবে।

শিশু চিকিৎসা।

যে সকল স্ত্রীলোক দীর্ঘকাল প্রসব বেদনায় কষ্ট পায় তাহাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রায় কাঁদে না। কারণ ইহাদের শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়। শিশু প্রায় মৃতবৎ ভূমিষ্ঠ হয়। শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস যতক্ষণ ভাল রূপ না হয় ততক্ষণ নাড়ী ছেদন করা উচিত নয়।

মুখের ও গলার ভিতরকার শ্লেষ্মাদি পরিষ্কার করিয়া দিবে, পরে শিশুর মুখে ফুৎকার দিবে, পৃষ্ঠে ও সমস্ত শরীরে হস্ত দ্বারা উত্তম রূপে মর্দ্দন করিবে। ইহাতেও যদি শ্বাস ক্রিয়া না হয়। তাহা হইলে শিশুর নাসিকা টিপিয়া মুখের ভিতরে ফুঁ দিয়া ফুসফুসে বায়ু প্রবেশ করাইবে। এবং পরে তাহার পাঁজরা এরূপ ভাবে চাপিবে যেন ফুস ফুস হইতে বায়ু বাহির হইতে পারে। প্রতি মিনিটে ক্রমাগত এইরূপ করিতে থাকিলে কিছু কাল পরে শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস আরম্ভ হইবে।

শিশুর আক্ষেপ।

শিশুদের দাঁত উঠিবার সময় স্নায়ু মণ্ডলের উত্তেজনা হইয়া এই রোগ হয়। এই পীড়া মৃগী ও হিষ্টিরিয়ার মতন। ইহা ক্রিমি দোষে, কিম্বা উপর থেকে পড়িয়া গেলে বা হাম বসন্ত পীড়া ভাল করে বাহির না হইলে ও হয়।

চিকিৎসা।

মুখ লাল, মস্তক উত্তপ্ত, চক্ষু উজ্জ্বল, চমকাইয়া উঠা লক্ষণে বেলেডোনা ৬। জ্বর সহ অস্থিরতা ভয় পাইয়া আক্ষেপ, নিদ্রাহীনতায় একনাইট ৩। মুখমণ্ডল স্ফীত ও উত্তপ্ত ঊর্দ্ধনেত্র অসাড়ে পড়িয়া থাকা, ঘড় ঘড় যুক্ত শ্বাস স্বল্প মূত্র ও কোষ্ঠবদ্ধ লক্ষণে ওপিয়ম ৬, ৩০।

নীল রোগ বা পেঁচোয় পাওয়া।

শিশুর জন্মের কয়েক দিনের মধ্যেই এই রোগ প্রকাশ পায়। ইহাতে মুখ চোখ এমন কি সমস্ত অঙ্গ নীলবর্ণ হইয়া যায়। সাধারণতঃ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বিকার বশতঃ এইরূপ হইয়া থাকে। স্তন পান বা ক্রন্দনের সময় আক্ষেপ বেশী হয়।

চিকিৎসা।

ভিজিটেলিস ৬। একনাইট, ল্যাকেসিস। এই রোগের সর্ব্বপ্রধান ঔষধ।

শিশুর জ্বর।

সাধারণতঃ শিশুদের প্রায় স্বল্প বিরাম জ্বর হইয়া থাকে। ইহাতে প্রলাপ আক্ষেপ ও তন্দ্রাদোষ থাকে। এই জ্বর সকালে এবং সন্ধ্যায় বৃদ্ধি হয়।

চিকিৎসা।

জেলসিমিনম ৩, একনাইট ৬, ক্যামোমিলা ১২ ব্যবহার হয়।

শিশুর দুগ্ধ বমন।

শিশুদিগের নানা কারণে দুগ্ধ বমন হইয়া থাকে। পরিপাক শক্তি কম হইলে, দধির মত জমাট দুগ্ধ বমন হয়।

চিকিৎসা।

ইপিকাক ৬।—আহারে অরুচি, শ্লেষ্মা বমন, স্তন দুগ্ধ সহ্য না হইলে। ইথিউজা ৬।—দুগ্ধ বমন করিবামাত্র

জমাট দাধির মত হইলে ও বমনের পর অবসন্নতা হইলে ব্যবহার্য্য। এণ্টিমক্রুড ৬।—জিব শাদা লেপাবৃত, অতিশয় পিপাসা, উদ্গার, ক্ষুধা হীনতা ও উদরাময় থাকিলে। নক্সভূমিক ৬, ৩০।—অম্ল গন্ধ বিশিষ্ট বমন, পিত্ত বমন, অরুচি, কোষ্ঠবদ্ধ। দুগ্ধের সহিত ১০। ১২ ফোঁটা চুনের জল মিশাইয়া খাওয়াইবে।

শিশুর দাঁত উঠা।

শিশুদের দন্ত উঠিবার সময় নানা রকম পীড়া হইয়া থাকে যেমন জ্বর, উদরাময়, কাশী, চর্ম্ম রোগ, আক্ষেপ ও অন্যান্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাধারণত, ৬ মাস হইতে ১ বৎসরের মধ্যেই দাঁত উঠিতে থাকে। প্রথমে নিচের মাড়ীতে ২টী পরে উপরের মাড়ীতে ২টী এইরূপে ক্রমে তিন বৎসরের মধ্যে সমস্ত দুদে দাঁত উঠিয়া থাকে।

চিকিৎসা।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব ৬, অতি শীঘ্র বা অতি বিলম্বে দাঁত উঠে, গণ্ডমালা ধাতু।

ক্যামোমিলা ১২। দাঁত উঠিতে বিলম্ব, উদরাময়, শিশু কোলে থাকিতে চায়, সর্ব্বদা ক্রন্দন করে। খিটখিটে।

উদরাময় থাকিলে ক্যামোমিলা ১২, অনিদ্রায় কফিয়া ৬, কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে নক্সভূমিকা ৩০, ব্রায়নিয়া ৩০, সলফার ৩০, আক্ষেপে বেলেডোনা ৬, ক্যামোমিলা ১২,

আক্ষেপযুক্ত শুষ্ক কাশে সিনা ৩০, নক্সভূম ৩০, কালী বাইক্রম ১২। আমাশয় থাকিলে মার্ক-কর ৬।

শিশুর কোষ্ঠবদ্ধ।

শিশুদের যকৃতের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য থাকিলে কোষ্ঠ-বদ্ধ হইতে পারে এবং যে সকল শিশুর মাতার স্তনে দুগ্ধ না থাকে গো দুগ্ধ পান করে তাহাদেরই কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে, আহার করিবার পরেই বমন সহ কোষ্ঠবদ্ধ ব্রায়োনিয়া ৬। অতিশয় কোষ্ঠবদ্ধ শক্তমল ও পেটে বায়ু সঞ্চয় জনিত পেট ডাকা কোষ্ঠবদ্ধ হেতু পেটে বেদনা, লাইকোপোডিয়ম ১২। পেট বেদনা পেট ফাঁপা মল মোটা ও কঠিন, মলত্যাগে অতিশয় কুন্থন লক্ষণে নক্সভূমিকা ৩০। মল গুটলে এবং অন্ত্রের পক্ষাঘাত হইয়া কোষ্ঠবদ্ধ মল-ত্যাগের চেষ্টা পর্য্যন্ত না থাকিলে ওপিয়ম ৩০।

শিশুর উদরাময়।

গুরু পাক দ্রব্য বেশী পরিমাণে আহার করিলে উদরা-ময় হয়, পুনঃ পুনঃ অধিক পরিমাণে পাতলা বাহ্যে হওয়া, ক্রিমি কিম্বা দাঁত উঠিবার সময়েই হইয়া থাকে।

চিকিৎসা।

ক্যামোমিলা—শিশুর দাঁত উঠিবার সময় খিট খিটে,

শর্দ্দি জনিত উদরাময়। এবং মলে পচা ডিমের মত গন্ধ থাকে।

রিউম ৬। অম্লগন্ধ বিশিষ্ট অধিক পরিমাণে মল ত্যাগ হয়।

ইপিকাক ৬। গ্রীষ্মকালের উদরাময়, বমন লক্ষণই প্রধান।

মার্কুরিয়স সল ৬। আম সংযুক্ত উদরাময়, মল কাদার মত, হলদে বা শাদাটে মল, পিপাসা।

শিশুর বিসূচিকা।

শিশুর ওলাউঠা প্রায়ঃগ্রীষ্মকালে হইয়া থাকে; ইহাতে ভেদ ও বমন হয়, একোনাইট ৬ ইহার প্রধান ঔষধ ক্রোটন ৬, পডোফাইলম ৩। ইথুজা ৬। পীড়া পুরাতন হইলে আর্সেনিক ৩০।

শিশুর যকৃৎ।

ইহা শিশুদিগের পক্ষে বড়ই বিপদজনক। ইহাতে ক্যালকেরিয়া আর্স ৬—৩০ মহৌষধ।

যকৃতের পুরাতন প্রদাহে যকৃৎ স্ফীততা; কঠিনতা ও পাণ্ডু লক্ষণে মার্কুসল ৬।

ব্রায়োনিয়া ৬, ৩০। কোষ্ঠবদ্ধ যকৃতে তরুণ বেদনা।

শিশুর নেবা।

ইহা যকৃতের পীড়ায় একটী লক্ষণ মাত্র, সমুদায় শরীর চক্ষু, চর্ম্ম মূত্র হরিদ্রাবর্ণ হয়, মল কাদার মত হয়।

বিষম গুণ ঔষধের তালিকা।

ঔষধ। বিষম গুণ ঔষধ।

একোনাইট—নক্সভূমিকা, গোয়েকম, ক্যাম্ফর।

এগারিকস—ক্যাম্ফার, কফিয়া, পলসেটিলা।

এলোজ—ভিনিগার।

এণ্টিমনিয়ম ক্রুডম—হেপার সলফার, মার্কুরিয়স, পলস্।

আর্জেণ্টম নাইট্রিকম—মার্কুরিয়স, পলসেটিলা।

আর্জেণ্টম মেট—মার্ক-কর, এসিড নাইট্রিক, নেট্রম মিউর।

আর্ণিকা—ক্যাম্ফার, ইগ্নেশিয়া।

আর্সেনিক—ফেরম-মেট, শর্করা, মধু।

অরম—মার্কুরিয়স, স্পাইজিলিয়া, বেলেডোনা, চায়না।

ব্যারাইটা কার্ব্ব—বেলেডোনা, ক্যাম্ফার, মার্কুরিয়স, ডলকামারা।

বেলেডোনা—হাইওসায়েমস, কফিয়া, হেপার সলফর, ক্যাম্ফার।

বার্ব্বেরিস—একোনাইট, ক্যাম্ফার।

বোরাক্স—ক্যামোমিলা, কফিয়া।

ব্রোমিন—কফিয়া, ক্যাম্ফার।

ব্রায়োনিয়া—এলিউমিনা, রসটক্স।

ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব—বিসমথ, চিনিনম-সলফ, চায়না, এসিড নাইট্রিক।

ককিউলস—ক্যাম্ফার।

ক্যান্থারিস—ক্যাম্ফার।

ক্যাপসিকম—ক্যাম্ফার, ক্যাডেডিয়ম চায়না।

সাইকিউটা—ওপিয়ম।

সিনা—ব্রায়োনিয়া, হাওসায়েমস, ইপিকাক।

চিনিনম সলফ—কুইনাইন।

ক্লেমেটিস—ব্রায়োনিয়া, ক্যাম্ফার।

ককিউলস—ক্যাম্ফার, নক্স।

কফিয়া—একোনাইট, ক্যামোমিলা, সোরিনাম।

কলচিকম—ককিউলস, নক্স ভমিকা, পলসেটিলা।

কলোসিস্থ—কষ্টিকম, ক্যাম্ফার, ক্যামোমিলা।

কোনায়ম—এসিড নাইট্রিক।

কুপ্রম মেট—অরম।

ডিজিটেলিস—চায়না, সুরা, ক্যাম্ফার।

ড্রসিয়া—ক্যাম্ফার।

ডলকামারা—কুপ্রমমেট।

ইউফ্রেসিয়া—ক্যাম্ফার, পলসেটিলা।

গ্রাফাইটিস—আর্সেনিক।

হেলিবোরাস-নাই—ক্যাম্ফার, চায়না।

হেপার সলফর—বেলেডোনা, ক্যামোমিলা, ভিনিগার।

হাইয়োসায়েমস—বেলেডোনা, ক্যাম্ফার, চায়না।

ইগ্নেশিয়া—কফিয়া, পলসেটিলা, চায়না।

ইপিকাক—ওপিয়ম।

জ্যাট্রোফা—ক্রোটন-ওয়েল, ক্যাম্ফার।

আইয়োডিয়ম—ক্যাম্ফার, আর্সেনিক।

কেলিকার্ব—ক্যাম্ফার, কফিয়া।

ক্রিয়োজোট—নক্সভমিকা, একোনাইট।

লিডম—ক্যাম্ফার।

লাইকোপোডিয়ম—ক্যাম্ফার, পলসেটিলা, কফিয়া।

ম্যাগনেসিয়া কার্ব্ব—ক্যামোমিলা, পলসেটিলা, মার্ক-সল,
নক্স

মার্কুরিয়স-সল—এসিড নাইট্রিক।

মস্কস্—ক্যাম্ফার, কফিয়া।

মিউরিয়েটিক এসিড—ব্রায়োনিয়া, ক্যাম্ফার।

নেট্রমমিউর—আর্সেনিক, ক্যাম্ফার

নাইট্রিক এসিড—ক্যাম্ফার, হিপার-সলফর, মার্কুরিয়স।

নক্সভমিকা—কফিয়া, ক্যাম্ফর, ওপিয়ম, বেলেডোনা,
কফিয়া, পলসেটিলা।

ওপিয়ম—কফিয়া, ইপিকাক, ল্যাকেসিস, নক্সভমিকা।

পেট্রোলিয়ম—একোনাইট, নক্সভমিকা।

ফসফরাস—ক্যাম্ফর, নক্সভমিকা, কফিয়া।

ফাইটোলেক্কা—ওপিয়ম, ইগ্নেশিয়া।

প্লাটিনা—প্লম্বম।

পডোফাইলাম—নক্সভমিকা।

পলসেটিলা—ক্যামোমিলা, কফিয়া, ইগ্নেশিয়া, নক্স।

রিউম—ক্যাম্ফর, ক্যামোমিলা, কফিয়া।

রসটক্স—ব্রায়োনিয়া, ক্যাম্ফর, কফিয়া, সলফর,
রডোডেনড্রম।

স্যাবাইনা—ক্যাম্ফর, পলসেটিলা।

সিকেলি—ক্যাম্ফর।

সেলেনিয়ম—ইগ্নেশিয়া, পলসেটিলা, চায়না।

সিপিয়া—ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব, ফস্‌ফরাস, একোনাইট।

সাইলিসিয়া—ক্যাম্ফর, হেপারসলফ মার্ক-সল।

সলফর—চায়না, আয়োডিয়ম, মার্কুরিয়স, এসিড নাইট্রিক, রসটক্‌স, সিপিয়া

এসিড্‌ সলফ—পলসেটিলা।

ট্যাবাকম—ক্যাম্ফর, ইপিকাক, নক্‌সভমিকা।

থুজা—মার্কুরিয়স, ক্যামোমিলা।

ভিরেট্রম এলবম—একোনাইট, ক্যাম্ফর, কফিয়া।

জিনকম—ব্যারাইটা কার্ব্ব, ক্যামোমিলা, নক্‌স, হেপার

সলফর